অকস্মাৎ

প্রথম অভিনয়—স্কটিশচার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ

১৭ই ফেব্রুয়ারী [illegible] রঙমহল

[illegible]পাধ্যায়

ব্যবস্থাপনায়—দীপেন ভঞ্জ, শি[illegible] [illegible]রেন বসু,

আশাতোষ বসু, অসিত [illegible]

মঞ্চ-সহযোগিতায়—বাজেন বসু মল্লিক, মণি চট্টোপাধ্যায়

চবিত্র	পরিচয়	রূপায়নে
কুবেব মল্লিক	সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী	বীবেন পাল
অনন্তেশ্বর	কুবেবের বন্ধু, জ্যোতিষী	সুশীল মুখোপাধ্যায়
শঙ্কর	অনন্তেশ্ববেব ভাগ্নে	অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়
অজয়	এম, এ, ক্লাসের ছাত্র	সমীব চট্টোপাধ্যায়
যদুগোপাল	গণেশ টিউটোরিয়ল হোম-এব প্রতিষ্ঠাতা	প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়
সমীবণ	ঐ ছাত্র	অমব বন্দ্যোপাধ্যায়
সনাতন	সনাতন ধর্ম্ম প্রবাহিনী সভাব সম্পাদক	ধীবেন বসু
ভীমার্জুন	মারুতি ব্যায়াম শিল্পাশ্রমেব ডিবেক্টর	বিমান গুপ্ত
বামাচবণ	মাধবীব বাবা	সুধাংশু গাঙ্গুলি
বাখাল	বেসেব মাঠেব জুয়াড়ী	নলিনী ঘোষাল
নরেশ	রিনি সেনেব গ্রামসম্পর্কেব দাদা উদ্বাস্তু যুবক	অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
গজানন	কুবেবেব ভৃত্য	দেব কুমাব ভট্টাচার্য
জয়ন্তী	কুবেবেব ভাগ্নী	আভা দাশ
রিনি সেন	নাচেব টিচার	সুনন্দা মিশ্র
অলকানন্দা	অ্যালাকান মিউজিক হলেব প্রিন্সিপ্যাল	বাণী দে
মাধবী	গণেশ টিউটোরিয়ল হোম-এর ছাত্রী	পুরবী মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীতাংশে—মীবা মিত্র, সুমিত্রা ঘোষ, উষা সেনগুপ্ত

সহযোগিতায়—ভূপেন শীল নৃত্য-পবিচালনায়—শক্তি নাগ

অকস্মাৎ

সুশীল মুখোপাধ্যায়

এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : প্রভাসচন্দ্র সরকার
এস, সি. সবকার অ্যাণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ
১-সি, কলেজ স্কোয়াব, কলিকাতা-১২

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১
মে ১৯৬৪

দাম : দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

মুদ্রক : [illegible]বেশচন্দ্র ভাণ্ডয়াল
মুদণ ভাবতী (প্রাঃ) লিঃ
২, বামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

—দিদি'কে—

এই নাটকের

দৃশ্য—

কুবের মল্লিকের শোয়ার ঘর

ড্রয়িং রুম

জয়ন্তীর ঘর

গণেশ টিউটোরিয়ল হোম-এর অফিস ঘর

অনন্তেশ্বরের জ্যোতিষ-গণনার চেম্বার

রিনি সেনের বাসা বাড়ী

স্থান—

কলিকাতা

কাল—

বর্ত্তমান।

নিবেদন

আমার লেখা অন্যান্য নাটকের মত 'অকস্মাৎ'ও স্কটিশচার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র-পরিষদের বার্ষিক নাট্যোৎসবের জন্য লেখা। মূল নাটকটী লেখা হয় ১৯৬৩ এপ্রিলে। সেটী বর্ত্তমান সংশোধিত রূপ নেয় নভেম্বরে। অভিনয়ের তারিখ ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ রঙমহলে। যাঁরা অভিনয় করেছেন এবং যাঁরা অভিনয় করতে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলের নাম লেখা রইলো এই নাটকের গোড়াতে।

নাটকটীকে মঞ্চোপযোগী করার জন্যে মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি আমার নাট্য-উৎসাহী বন্ধু ও ছাত্রদের কাছে। বিশেষ করে নাম করতে হয় শ্রীসৌম্যেন মুখোপাধ্যায়ের। স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীরঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় যথারীতি আমায় সাহায্য করেছেন। এঁদের ও অন্যান্য বন্ধুদের কথা স্মরণ করছি নাটক প্রকাশের সময়। আমার সকল নাটককে পাদপ্রদীপের আলোর সামনে তুলে ধরার পেছনে যে অক্লান্তকর্মী বন্ধুটী রয়েছেন এই সুযোগে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। তিনি হচ্ছেন পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীদীপেন ভঞ্জ।

'অকস্মাৎ' মূলতঃ হাসির নাটক। কিন্তু হাসি-ই এর শেষ বা একমাত্র কথা নয়। এতে কিছু বর্ত্তমান সমাজ-চিত্রের আভাস আছে— এবং সেটা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ব্যঙ্গ-কৌতুক, হাসি-অশ্রুর মাধ্যমে। বাইরের হাসির পেছনে যে কোথাও কোথাও কান্নাও লুকোনো থাকে তার ইঙ্গিত আছে এই নাটকে। অভিনয়ের সময় চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সৌখীন নাট্য-

সম্প্রদায়গুলি অসুবিধা বোধ করলে 'মাধবী'-কে বাদ দিয়েও অভিনয় করতে পারেন। তাতে নাটকের মূলরসের হানি হবে না।

পরিশেষে স্মরণ করি সদাহাস্যময় অমরদা'কে—মানে, সাহিত্যজগতে সুপরিচিত শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে। তাঁরই মধ্যস্থতায় এস. সি. সরকার এণ্ড সন্স-এর সত্বাধিকারী শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সরকার 'অকস্মাৎ' প্রকাশে উৎসাহী হয়ে আমার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। শ্রীসরকার স্কটিশচার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। সুতরাং লেখক ও প্রকাশকের সম্পর্কটা এখানে মধুর বন্ধুত্বের।

দোলযাত্রা, ১৩৭০
(২৮শে মার্চ্চ ১৯৬৪)
মাতৃ-মন্দির
৮।৫৯ ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯।

সুশীল মুখোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুবের মল্লিকের শোয়ার ঘর।

[কুবেরের বয়স ৪৫।৪৬। বড় কালো, ভারী চেহারা। চিটে গুড়, খালি থলে, শিশি বোতল আর বিঁড়ির পাতার ব্যবসা করে। প্রথম জীবনের দারিদ্র্যকে জয় করিয়া সে এখন অবস্থাপন্ন। কিন্তু তাহার টাকা হইলেও চাল বদলায় নাই। বাহির হইতে বোঝার উপায় নাই যে এখন তাহার যথেষ্ট টাকা। ব্যবসা ছাড়া সে এক জ্যোতিষী বন্ধুর পরামর্শে লটারীর টিকিট কেনে আর প্রায়ই হারে। তাহার হাতে ২।৩টী মাদুলী। কুবের অবিবাহিত। সংসারে একটি ভাগ্নী—জয়ন্তী। কুবেরই তাহাকে ছোট হইতে মানুষ করিয়াছে। জয়ন্তী এম, এ, পড়ে। মামা-ভাগ্নীর মধ্যে একটা সহজ স্নেহের সম্পর্ক।

কুবেরের শোয়ার ঘরের দুটী দরজা। মাঝে একটী জানালা। জানালাটীতে কোন গ্রীল বা গরাদ নাই। জানালাটী খোলা। রাত তিনটা।

পর্দা উঠিলে দেখা গেল কুবের খাটে শুইয়া ছটফট করিতেছে। সারারাত তাহার ঘুম হয় নাই। মাঝে মাঝে মশা মারার চেষ্টা করিতেছে। শেষে বিরক্ত হইয়া সে উঠিয়া পড়ে। ঘরের স্তিমিত বাতিটী নিভাইয়া দিয়া জোর আলো জ্বালায়।]

কুবের। (চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিয়া) অসম্ভব! মাথার ভেতর যত রাজ্যের ভাবনা আর পায়ের ওপর যত রাজ্যের মশা! এতে কী ঘুম হয়! তার ওপর এ···এ···এ···উ! (প্রকাণ্ড একটী ঢেঁকুর) কাল রাত্তিরের ঐ প্রচণ্ড খাওয়া! (আবার ঢেঁকুর)···ধুত্তোর!

(বিছানা হইতে নামে) ঘুম যখন হবেই না···(ঘড়ি দেখিয়া) তিনটে ! কিছু কাজ সেরে রাখা যাক্। (দেওয়ালের দিকে টেবিলে গিয়া বসে) চিটে গুড়ের চালান গুলো মিলিয়ে রাখি ! (ভাবিয়া) না ! তার চেয়ে চটের থলের হিসেবটা—(আবার ভাবিয়া) না ! আগে শ্যামলালের পাঠানো টাকাটা গুণে তুলে ফেলি ! (টেবিলের ড্রয়ারের ভিতর হইতে নোটের তাড়া বাহির করে) বিঁড়ির পাতার নতুন এজেন্সী নিয়েছে···(নোট গুণিতে আরম্ভ করিতেই আবার একটী ঢেঁকুর)··· এ···এ···উ ! না ! জ্বালালে ! জল খাওয়া যাক।

(উঠিয়া ঘরের কোনে রাখা একটী কুঁজো হইতে জল গড়াইতে গিয়া সেটীকে ফেলিয়া দেয়। সেই শব্দে পাশের ঘরে জয়ন্তীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। মামার ঘরে চোর ঢুকিয়াছে ভাবিয়া সে চেঁচাইয়া ওঠে)

জয়ন্তী। (পাশের ঘর হইতে) চোর ! চোর ! মামা চোর !

কুবের। (ঐ সঙ্গে সঙ্গে) চোর ! চোর ! (খেয়াল হইতে) চোর ?···কোথা ?

(জয়ন্তী ততক্ষণে উঠিয়া কুবেরের দরজায় ঘা দিতেছে)

জয়ন্তী। মামা ! মামা ! দরজা খোলো ! চোর !

(কুবের হাতের গ্লাস রাখিয়া দরজা খুলিতে যায়। ধাক্কা খায় টেবিলে। সামলাইতে গিয়া ফেলিয়া দেয় টেবিলের উপর রাখা নোটের তাড়া। নোটগুলি এদিক ওদিকে ছড়াইয়া পড়ে—সঙ্গে কিছু কাগজপত্রও। সেগুলি তুলিতে যাইবে এমন সময়)

জয়ন্তী। (সজোরে দরজায় ধাক্কা দিয়া) কী হলো মামা! দরজা খোলো!

(চীৎকারে উঠিয়া পড়িয়াছে ভৃত্য গজানন। সে ধাক্কা দেয় আর একটা দরজায়)

গজানন। বাবু! বাবু! দরজা খুলুন!…চোর…আমি এসে গেছি!

(কুবের আগে জয়ন্তীর দিকের দরজা আর তাহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা দরজা খুলিয়া দেয়। প্রবেশ করে একদিক দিয়া জয়ন্তী আর একদিক দিয়া গজানন। জয়ন্তীর বয়স ১৯।২০। দেখিতে সুন্দরী, হাসিখুসী। চটপট কথা বলে। গজানন ফাজিল ধরণের চাকর। বয়স ২২।২৩। গজাননের হাতে একটা ঝুলঝাড়া)

জয়ন্তী। মামা! তোমার ঘরে চোর ঢুকেছে! (গজাননের হাতে ঝুলঝাড়া দেখিয়া) এই গজা! তোর হাতে ওটা কী? (গজানন চোর খুঁজিতে সুরু করিয়াছে)

কুবের। ওটা ত' একটা ঝুলঝাড়া দেখছি!

গজা। (এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে) হাতের কাছে এটাকে পেলুম।…এটা দিয়েই ব্যাটাকে ঝেড়ে দেব!

জয়ন্তী। (কাহাকেও না দেখিয়া) পালিয়ে গেল না কি, মামা?… হুঁ। যা ভেবেছি তাই। (খোলা জানালার দিকে দেখাইয়া) ঐ ত! অমন পালাবার রাস্তা রয়েছে। তোমায় কতদিন বলেছি, 'মামা জানলাটা বন্ধ করে শুয়ো!' তা' আমার কথা ত' শুনবে না। এখন হোলো ত'?

কুবের। তোরা কী পাগল হলি না কী, জয়ন্তী? চোর কোথা?

গজা। (ভাঙ্গা কুঁজো আর গড়ানো জল দেখাইয়া) এই ত'। এই

দেখুন দিদিমণি, চোর ব্যাটা মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে, জলটল খেয়ে, কুঁজোটা ভেঙে সটকান দিয়েছে !

জয়ন্তী। (দেখিয়া) তাই ত'! এত জল এলো কোথা থেকে ?

(গদা ততক্ষণে কুবেরের খাটের ওপাশে গিয়া তাহার তলায় ঢুকিয়াছে। খাটের উপরের চাদরটা ছিল খানিকটা সামনের দিকে ঝোলানো। কুবের সেখানে দাঁড়াইয়া। গজানন খাটের তলা হইতে তাহার পা ধরিয়াছে ' ভাবে চোর ধরিয়াছি। সেখান হইতেই চেঁচায়)—

গজা। বাবু ! ধরেছি !

কুবের। (ল্যাংচাইতে ল্যাংচাইতে) ওরে ব্যাটা ছাড় ! ছাড় ! ছেড়ে দে !

গজা। (খাটের নীচে হইতেই) ছেড়ে দেব ! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি ! (ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া ১০০ টাকার নোট দেখায়) এই যে একখানা এক শ' টাকার নোট !

কুবের। (পা ধরা অবস্থায়) ওরে ছাড় ! পড়ে যাবো।

গজা। (বাহির হইয়া দেখে বাবু !) ওঃ ! বাবু আপনি !

কুবের। বেরো ! বেরো ! দূর হ !

গজা। আচ্ছা ! এবার ফস্কে গেল ! পরের বার দেখে নেব ! (যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া ঝুলঝাড়াটা নেয়) এটা সঙ্গে থাকা ভাল ! মনে একটা জোর পাওয়া যায় !

(গজা চলিয়া যায়। জয়ন্তী ছড়ানো জিনিসপত্র ঠিক করিতে করিতে বলে)

জয়ন্তী। মামা ! তুমি বুঝি জল খেতে গিছলে ?

কুবের। কী করি বল ? সারারাত ত ঘুম নেই !

জয়ন্তী। মামা, রাত্রে তোমার ঘুম হয় না ?

কুবের। না।...আর কাল ত' একেবারেই হয় নি—

জয়ন্তী। কাল আর কী করে ঘুম হবে বল ? (হাসিতে থাকে)

কুবের। কেন ?

জয়ন্তী। অত রাত্রে অতখানি মাংস খায় ?...তার ওপর রাবড়ী—।

কুবের। (হাসিতে হাসিতে) ঐ অনন্তটার সঙ্গে খেতে বসলেই বেশী খাওয়া হয়। অন্তেটা এখনও বেশ টানতে পারে। কালিভক্ত ত' মা মা করে মাংস যা টানে—। ওর দেখাদেখি আমিও চালিয়ে যাই।

জয়ন্তী। (হাসিতে হাসিতে) তাতে যদি রাত্রে ঘুম না হয় সেও ভাল।

কুবের। আচ্ছা সে না হয় কাল রাত্রের কথা, ছেড়ে দিলো। কিন্তু অন্য দিন ?

জয়ন্তী। অন্য দিন কী হয় ?

কুবের। ঘুম হয় না।

জয়ন্তী। আমার কিন্তু মামা ঠিক উল্টো। শুলুম কী ব্যস—

কুবের। তোর ত' আর কোনো ভাবনা চিন্তা নেই তাই শুলি আর ঘুমোলি। আমার মাথায় যত রাজ্যের ভাবনা।

জয়ন্তী। তুমি আর হাসিও না মামা। তোমার ভাবনাটা কী ? অবশ্য বলতে পার আমি তোমার একটা ভাবনা—

কুবের। আরে না না। তোর জন্যে ভাবনা কী ?

জয়ন্তী। তা হলে ত' তোমার কোনো ভাবনাই নেই। লোকে বলে বিয়ে করলে ভাবনা সুরু হয়। আর ভাবনা হয় টাকা না থাকলে। তা তুমি বিয়েও কল্লে না, আর টাকারও তোমার অভাব নেই। তবে তোমার ভাবনাটা কী ?

কুবের। যাক গে, ও সব কথা এখন থাক। (ঘড়ি দেখিয়া) এখনও চারটে বাজে নি। যা, আরও খানিকটা ঘুমিয়ে নিগে যা—

জয়ন্তী। (জানালা দিয়া বাহিরে আকাশের দিকে দেখিয়া) না মামা, ভোর হয়ে আসছে…আর শোবো না! তার চেয়ে চল না লেকে একটু বেড়িয়ে আসবে! যাবে মামা?

কুবের। (ভাবিয়া) দেখ জয়ন্তী, সকাল বেলায় লেকে গেলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়—

জয়ন্তী। মামা, তোমার সবই অদ্ভুত! ভোরের মিষ্টি হাওয়া… শিশির ভেজা সবুজ ঘাস…ওপরে খোলা নীল আকাশ…নীচে কাঁচের মত জলে নীলসবুজের ছায়া…আমার মন ত' আনন্দে নেচে ওঠে!

কুবের। তুই ছেলেমানুষ, ঐ সব দেখিস। তাই তোর আনন্দ হয়! আমি দেখি অন্য জিনিষ!

জয়ন্তী। কী দেখ?

কুবের। আমি দেখি যারা সেখানে সকালে বেড়াতে যায় তাদের। যত বুড়োর দল! পায়ে মোজা, মাথায় টুপি, গলায় জড়ানো কম্ফর্টার! হাতে লাঠি, চোখে পুরু চশমা, গলাবন্ধ কোট…সব মূর্ত্তিমান পেনসন। অম্বলের জ্বালা, বাতের বেদনা, প্রেসারের চাপে, আর না হয় ত' নাতি-নাতনীদের ভোরের কান্নায় অতিষ্ঠ হয়ে রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে!…ওদের দেখলেই মনে হয় যে আমিও বুঝি দলে ভিড়ে গেলুম!

জয়ন্তী। সে কী?

কুবের। হ্যারে! মনে হয় সর্দ্দিটা বুঝি বুকে বসি বসি করছে… হার্টটা বোধ হয় একটু বেতালা বাজছে…গাঁটের কাছটা যেন টনটন করে উঠলো—

জয়ন্তী। তা' হলে গিয়ে কাজ নেই মামা—! কী বল?

কুবের। চল, তোর যখন ইচ্ছে হয়েছে যাই।

জয়ন্তী। যাবে?

কুবের। একদিন গেলে কিছু হবে না' বরং ফেরাব সময় অনন্তেশ্বরের চেম্বারটা ঘুরে আসা যাবে। হাতটা একবার দেখিয়ে আসি। মুখের জলটা ভোব রাত্তিবে পড়ে গেল! লক্ষণ ভাল বলে মনে হচ্ছে না! একবাব অনন্তর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

জয়ন্তী। সেই ভাল। তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমি এখনই আসছি— (জয়ন্তী নিজের ঘরের দিকে যায়)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুবেরের বৈঠকখানা। সকাল সাতটা

[কুবেরেব বন্ধু অনন্তেশ্বব কুবেরেব জন্যে অপেক্ষা কবিতেছে। তাহার হাতে একটা পাজি। অনন্তেশ্বর জ্যোতিষ চর্চা করে। দেখিতে সুপুরুষ। পবণে সিল্কেব বা গরদেব একটা পাঞ্জাবী। কপালে সিঁদুবের ফোঁটা। হাতে কয়েকটি পাথব বসানো আংটি। অল্প দাড়ি আছে। সব মিলিয়ে চেহাবাটা Professional ও Amateur Palmist এব মাঝামাঝি। ভিতব হইতে প্রবেশ করে গজানন]

গজা। বাবু আবার আপনাব বাড়ী গিয়ে বসে নেই ত'?

অনন্ত। (পাঁজি বাখিয়া) সে কী?

গজা। হ্যাঁ। বেরোবাব সময় বাবু বলে গেছেন যে আপনার চেম্ভে যাবেন।

অনন্ত। আমার চেম্ভে?

গজা। ঐ যে আপনি যেখানে ব'সে হাত দেখেন, কুষ্ঠী মেলান—

অনন্ত। (হাসিয়া) আমার চেম্বারে।

গজা। আমি কী অত শক্ত ইংবিজী বলতে পারি? (একটু পরে) মামাবাবু!

অনন্ত। (আবার পাঁজি তুলিয়া দেখিতে দেখিতে) কী?

গজা। আপনি কতলোকের হাত দেখে কত কী বলে দেন! আমার হাতটা দেখার জন্যে কতদিন ধরে আপনাকে বলছি! আজ ত এখন বাড়ীতে কেউ নেই…এই বেলা (হাত বাড়ায়)

অনন্ত। (হাসিয়া) আচ্ছা দেখি! (হাত ধরিয়া) কী দেখতে হবে বল! কত টাকা হবে? না কতদিন পরমায়ু? না কবে বিয়ে হবে?

(অনন্তর শেষকথায় গজানন হাসিতে থাকে)

ওঃ! বুঝেচি!

(হাত দেখিয়া—গম্ভীর ভাবে)

গজানন!

গজা। (ভয় পাইয়া) কী বাবু? কী দেখছেন?

অনন্ত। (হাত দেখিতে দেখিতে) এ যে দেখছি একজোড়া বউ তোর ঘরে আসবে—

গজা। কী যে বলেন মামাবাবু! বাবুর একটাও এলো না…আর আমার দুটো!

অনন্ত। হুঁ। (হাত ছাড়িয়া দেয়)

গজা। (ভাবিয়া) একটার পর একটা? না দুটো একসঙ্গে?

অনন্ত। দুটো একসঙ্গে।

গজা। পর পর হলে হোতো না?

অনন্ত। তা কী করে হবে? হাতে যা লেখা থাকবে তাই ত হবে—

গজা। (ভাবিয়া) তাহলে তাই হোক। আমি দুজনকেই সমান সমান 'ইয়ে' করবো—

অনন্ত। কী করে করবে?

গজা। কেন?…বেশী বেশী ছুটি নিয়ে ঘর যাবো—

অনন্ত। কিন্তু তার আগে যে শ্রীঘর যেতে হবে—

গজা। না না 'স্ত্রী-ঘর' আমি কেন যাবো? আমার বাড়িতেই বৌ থাকবে। শ্বশুরবাড়ি কেন যাব?

অনন্ত। সরকারী শ্বশুরবাড়ি। শ্রীঘর। স্ত্রীঘর নয়। জেল। জেলে যেতে হবে—

গজা। কেন?

অনন্ত। একসঙ্গে দুটো বিয়ে করার জন্যে—

গজা। সে কী?

অনন্ত। আইন।

গজা। এ কেমন আইন? চুরি করলুম না। ডাকাতি করলুম না। করার মধ্যে করলুম দুটো বিয়ে—সেটা দোষের হয়ে গেল। আচ্ছা মামাবাবু, আপনি ত' দেখেছেন কত বড় বড় মেয়ে...সব ভাল ভাল মেয়ে, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। কপালে সিঁদুর নেই। বিয়ে হয় নি। কেন হয় নি? ভাল পাত্তরের টানাটানি বলেই ত'। তা ধরুন আমার মত একজন ভাল পাত্তর যদি দুজনের ভার নেয়—

অনন্ত। তাহলে এই টানাটানির বাজারে একসঙ্গে দুটী মেয়ে পার হয়ে যায়।

গজা। তবে?...এর জন্যে প্রাইজ না দিয়ে, জেল?

অনন্ত। তাই ত সরকারী ব্যবস্থা—

গজা। তা হলে আপনি একটা কেটে দিন—

অনন্ত। আমি কাটবো কী করে?

গজা। সে আপনারা পারেন। আপনারা লাগাতেও পারেন, কাটাতেও পারেন। একটা স্বস্ত্যেন টস্ত্যেন করে একটা বৌকে আপনি কেটে দিন।

(প্রবেশ করে জয়ন্তী ও কুবের। কুবেরের হাতে খবরের কাগজ)

এই ত' বাবু এসে গেছেন—

(গজানন চলিয়া যায়। কুবের হাতের খবরের কাগজখানি জয়ন্তীকে দিয়া অনন্তর সঙ্গে আলাপ সুরু করে)

অনন্ত। কী হে কুবের, সকালে হিসেবের কাগজ নিয়ে না বসে তুমি গেছ লেকে বেড়াতে!—ব্যাপারটা কী?

কুবের। (হাসিয়া) এই দেখ না, জয়ন্তীর পাল্লায় পড়ে—

অনন্ত। উঁহু! কী রকম যেন মনে হচ্ছে!…কুবের সাবধান!

(জয়ন্তী এতক্ষণ কাগজ পড়িতেছিল। হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠে)

জয়ন্তী। মামা!!!

কুবের। কী রে?

জয়ন্তী। (কাগজে চোখ রাখিযাই সজোরে) মামা, আবার!!!

কুবের। আবার কী?

জয়ন্তী। লটারী!… বারবাটি ব্যাফল!…সাড়ে সাতাশ হাজার! Second Prize! এই দেখ।

কুবের। কই দেখি—

(কাগজ লইতে যায়। অনন্ত আগে টানিয়া লয়)

অনন্ত। (দেখিয়া) হুব রে! (কুবেরকে) কী? বিশ্বাস হোলো?

জয়ন্তী। অন্তমামা, তুমি বুঝি আগেই বলেছিলে?

অনন্ত। বলি নি!…এ ত জানা কথা! বৃহস্পতি যদি কর্কটরাশিস্থ হয়, আর শনি যদি অষ্টমস্থ হয়ে কুম্ভ রাশি গত হন, তাহা হলে সৌভাগ্য সুনিশ্চিত। তার ওপব কেন্দ্রকোনপতিত্ব বৃহস্পতির থাকায়, কুবেব তোমার ত রাজযোগ! কেন না—

"কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে কেন্দ্রী যস্য বৃহস্পতিঃ।"

কুবের। কিন্তু এ কী বিপদ বল ত' অনন্ত?

অনন্ত। (বিস্মিত) বিপদ! লটারী পেয়ে উল্টোপাল্টা কথা কইছ যে! সম্পদ বল—

কুবের। সম্পদই ত বিপদ!

অনন্ত। যা বাবা! সব গুলিয়ে যাচ্ছে। জয়ন্তী, শীগ্‌গির চা—

জয়ন্তী। এতবড় খবরের পর, অন্তমামা, শুধু চা! রাজভোগ!

(জয়ন্তী হাসিতে হাসিতে ভিতরে যায়)

অনন্ত। মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথা তুমি বল কুবের! বললে কি না 'সম্পদই বিপদ।'

কুবের। (ঘাড় নাড়িয়া) হুঁ। টাকা না থাকলেও যেমন বিপদ, টাকা বেশী হলেও তাই—

অনন্ত। বেশী হলে কমিয়ে ফেলতে কতক্ষণ? যেমন পাচ্ছ তেমনি খরচ কর।

কুবের। পারি না। অভ্যেস নেই। চিরকাল সাধারণ চালে চলবার পর বড়লোক-ই চাল যে আসে না—

অনন্ত। তা'হলে মোটা মোটা চ্যারিটি কর! কাগজে নাম ছাপা হোক--

কুবের। কাগজে নাম। ওরে বাবা! যেই লোকে জানবে যে কুবের মল্লিক চ্যারিটী করছে অমনি সব ব্যাটা এসে চাঁদার খাতা নিয়ে তাড়া করবে।

অনন্ত। তা' হলে ফুর্ত্তি করে টাকা ফুঁকে দাও! তোমার বৃহস্পতি যে রকম তুঙ্গী তাতে রেসের ঘোড়া ধরলে ঘরে আরও টাকা আসবে। তার চেয়ে টাকা ওড়াবার বাকী যে দুটো রাস্তা আছে—

কুবের। সে রাস্তা যে চিনি না—

অনন্ত। তার জন্যে ভাবনা কী? আমার চেম্বারে ও লাইনের আচ্ছা আচ্ছা লোক আসে। বল ত' পাঠিয়ে দি—

কুবের। না না, ঠাট্টার কথা নয়, অন্তু। ক'দিন থেকেই ভাবছি —

অনন্ত। কী ভাবছ?

কুবের। ভাবছি আমি একলা লোক! আমার নিজের জন্যে কত টাকার আর দরকার? আর ঐ ত' একটা ভাগ্নী···তোমার ভাগ্নে শঙ্করের সঙ্গে ওর বিয়েটা দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত! (হাসিয়া) তোমার ভগ্নীপতি আর কত টাকাতেই বা ঘা দেবে? আজকের যে সাড়ে সাতাশ পাওয়া গেল তার সবটাই না হয় খরচা হোক! তার বেশী ত নয়···

(প্রবেশ করে জয়ন্তী। হাতে মিষ্টির থালা)

জয়ন্তী। মোটেই বেশী নয়। মাত্র ছুটো করে রাজভোগ! (ওদের সামনে ধরে)

অনন্ত। (হাসিতে হাসিতে) চারটে করে দিলেও না বলতুম না!··· তবে—(মুখে দিতে দিতে) এক কাপ চা চাই মা—

জয়ন্তী। নিশ্চয়ই!

(জয়ন্তী ভিতরে যায়)

অনন্ত। বড় ভাল মেয়ে এই জয়ন্তী—

কুবের। কিন্তু কী বরাত দেখ! ছোট বেলাতেই বাপ-মা হারিয়ে বসে আছে—

অনন্ত। তুমি অবশ্য সে অভাব কোনোদিন ওকে বুঝতে দাও নি। নিজের মেয়ের মতন করেই আদর যত্নে মানুষ কচ্চ—

কুবের। এখন শঙ্করের হাতে ওকে তুলে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই--

অনন্ত। তা ত' হও। কিন্তু তার পর তোমার অবস্থা—?

কুবের। একেবারে একলা—! কিন্তু তাই বলে ত' ওকে বিয়ে না দিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখতে পারি না।

অনন্ত। তাই ত' বলছিলুম--

কুবের। কী?

অনন্ত। একটা বিয়ে করে ফেল।

কুবের। এ্যা! বিয়ে!

অনন্ত। একেবারে আঁৎকে উঠলে যে!—যেন ভূত দেখেছ!

কুবের। দেখেছিই ত'!...বৃদ্ধস্য তরুণী...

অনন্ত। (শেষ করিতে না দিয়া) তরুণী না হয় প্রবীনাই হোক! অভাব ত' নেই!

(প্রবেশ করে গজানন। হাতে টেলিগ্রাম)

গজা। টেলিগ্রাম এসেছে...

(কুবেরকে দেয়। কুবের পড়ে)

অনন্ত। কার টেলিগ্রাম?

কুবের। বারগাটী ব্যাঙ্কের! (গজাননকে) ঠিক আছে। (গজানন যাইতেছিল। কুবের ডাকে) ওরে গজা শোন! (গজানন ফেরে। কুবের পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিয়া বলে) এইনে...এই টাকাটা পিওনকে দিগে যা—

(গজানন টাকা লইয়া চলিয়া যায়)

অনন্ত। যাক্, পাকা খবরটা যখন এসে গেল তখন আর দ্বিধা কোরো না। আমি বরঞ্চ Ladies' Special এর দিকে একটু নজর রাখতে আরম্ভ করি—

কুবের। সেখানে কী?

অনন্ত। (হাসিয়া) Variety পাওয়া যায়...সেখানে নবীনাও আছে প্রবীনাও আছে! একটু দেখে শুনে select করতে পারলে ..

কুবের। তুমি ক্ষেপেছ অনন্ত! যখন বিয়ের বয়স ছিল তখন অবস্থা ছিল না। যখন অবস্থা ফিরলো তখন বয়েস পেরিয়ে গেছে—

অনন্ত। আরে, আজকাল ৪৫ কী একটা বয়েস না কি?...তুমি

(প্রবেশ করে জয়ন্তী—চা হাতে)

মন ঠিক করে ফেল, কুবের। আমি ব্যবস্থা দেখছি—

জয়ন্তী। (চা দিতে দিতে) কিসের অঙ্ক মামা?

অনন্ত। বলছি। ঠিকুজীটা একবার বের কর ত' কুবের—

কুবের। কী হবে?

অনন্ত। একবার দেখবো। (কুবের বাহির করিয়া দেয়। সেটা দেখিয়া) (গম্ভীরভাবে) কুবের!

কুবের। কী?

অনন্ত। দু' একদিনের মধ্যে এমন কী হয়েছে যে তুমি হাতবাড়িয়ে কিছু নিতে গেছ আর সেটা পড়ে গেছে—তুমি নিতে পারনি?

(কুবের মনে করিতে পারে না। জয়ন্তী বলে)

জয়ন্তী। মামা! কাল ভোররাত্রে জল পড়ে গেল…তুমি খেতে গেছলে!

অনন্ত। জল!…মুখের জল পড়ে গেল শনিবার শেষরাত্রে!

কুবের। (ভয় পাইয়া) হ্যাঁ। গেল—

অনন্ত। (ঠিকুজী দেখিতে দেখিতে) কুবের সাবধান!

কুবের। সে কী?

অনন্ত। মুখের জল পড়ে যাওয়া অলক্ষণ। জলের আর এক নাম জীবন জান ত'?

কুবের। (ভীত) তা' হলে?

অনন্ত। একটা উপায় অবশ্য আছে দেখতে পাচ্ছি…

কুবের। সেটা কী?

অনন্ত। তোমার ভাগ্যের সঙ্গে আর একজনের ভাগ্যকে জড়াতে হবে! ঠিকুজীতে সেই কথাই বলছে।

কুবের। বল কী?

অনন্ত। হুঁ।…হাতটা একবার দেখি। (কুবের হাত দেয়, দেখিয়া)…হুঁ…এইত দেখা দিয়েছে…

কুবের। কী দেখা দিয়েছে ?

অনন্ত। রেখা। এতদিন ত' এ রেখাটি দেখা যায় নি।

জয়ন্তী। কিসের রেখা অনন্তমামা ?

অনন্ত। (হাসিয়া) তোমার মামী আসার—

জয়ন্তী। মামী।

অনন্ত। হ্যাঁ এই দেখ না। (জয়ন্তী দেখার চেষ্টা করে) .এই যে···এই যে রেখা ডান পাশ দিয়ে সোজা ওপর দিকে উঠে তর্জ্জনীতে এসে ঠেকেছে ··

জয়ন্তী। (দেখিয়া) ওঃ। (তাড়াতাড়ি নিজের হাতে সেই রেখাটি দেখার একবার চেষ্টা করিয়া) এইটে বুঝি বিয়ের লাইন ?

(সকলে হাসিয়া উঠে)

তৃতীয় দৃশ্য

কুবেরের বৈঠকখানা। পরের দিন সকাল আটটা।

[কুবেরের সাক্ষাৎপ্রার্থী কয়েকজন অপেক্ষা করিতেছে। সনাতন হাতী। সনাতন ধর্ম্ম প্রবাহিনী সভার সম্পাদক। বয়স ৬০। রোগা, লম্বা, গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক। কানে কম শোনে। যদুগোপাল সিংহ। রিটায়ার্ড হেডমাষ্টার। গণেশ টিউটোরিয়াল হোম খুলিয়াছে। বয়স ৬৫। মোটা বেঁটে। সর্দ্দির ধাত। আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত। মাঝে মাঝে নস্য লইয়া অপরিচ্ছন্ন একটি রুমালে নাক মোছে। কখনও বা inhaler টানে। ভীমার্জ্জুন বাগ। শরীর চর্চ্চা করে। মারুতি ব্যায়াম শিক্ষাশ্রমের পরিচালক। রঙ ফর্সা। মাঝারি গড়ন, বয়স ২৮। তোতলা। সিন্ধী মুসলমান প্যাটার্ণের দাড়ি। গলায় ঝোলানো জলের ফ্ল্যাস্ক। পরনে গলা পর্যন্ত টাইট গেঞ্জী। প্যাণ্ট। কব্জিতে চামড়ার ব্যাণ্ড। মাঝে মাঝে একটি শিশি হইতে ভিটামিন ট্যাবলেট খায়। অলকানন্দা চৌধুরী।

Alakan Music Hall এর প্রিন্সিপ্যাল। বয়স ৩৫ আন্দাজ। ভারী চেহারা। প্রসাধনে আধুনিকা। কথাবার্তায় কোনো জড়তা নাই।

সনাতনের কানে কম শোনা, যদু'র হাঁচি ও ভীমের তোতলামি বিভিন্ন দৃশ্যে অভিনয়ে প্রকাশ করিতে হইবে।

কুবেরের আসিতে দেরী হওয়ায় সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। সনাতন চেয়ারে উবু হইয়া বসিয়া ঘন ঘন বিঁড়ি টানিতেছে। যদুগোপাল কাগজের পাতা উল্টাইতেছে ও মাঝে মাঝে নস্য টানিতেছে। ভীমার্জ্জুন অস্থির ভাবে পায়চারী করিতেছে ও মাঝে মাঝে নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে ও অন্যকে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। বিশেষ করিয়া অলকানন্দাকে। অলকানন্দা তাহার Music Hall এর Annual Report এর পাতায় লাল নীল পেন্সিলের দাগ দিতেছে। কিছুক্ষণ পরে—]

সনাতন। (বিঁড়িতে শেষ টান দিয়া পায়ে চাপিয়া আগুন নিভাইয়া) কপাল! মশাই, কপাল! যতদিন চাকরী করেছি ফী বছর রেঞ্জার্স কিনেছি ...কিন্তু কই? আর দেখুন কুবের মল্লিকের বরাত...

যদু। (নস্য লইয়া নাক মুছিতে মুছিতে) জলেই জল বাধে মশাই! যাকে বলে তেলা মাথায় তেল ঢালা! যুদ্ধের বাজারে এক বিঁড়ির পাতা supply করেই লাল। চিটে গুড় আর শিশি বোতলের কথা বাদই দিন! টাকা উঠলো তার ঘরে।

সনা। আর আপনি আমি তার ঘরে এসে ঘুর ঘুর করছি।

ভীম। (পায়চারী করিতেছিল। ভাবিল তাহাকেই বলা হইতেছে) ঘুর ঘুর করি নি, ঘুরছি! শরীর চর্চ্চা করি। এক জায়গায় বসে থাকা ওস্তাদের বারণ। আপনিও ঘুরুন, নইলে বাতে ধরবে।

সনা। অনেক দিন আগেই ধরেছে—

ভীম। ব্যায়াম করুন। আমার লেখা ব্যায়াম-শ্রী পড়েছেন?

সনা। (বাঁ কানে হাত দিয়া) ব্যায়রামশ্রী!

ভীম। (চটিয়াছে। চটিয়া গেলে বেশী তোতলায়) কানে কম শোনেন?

সনা। সামান্য।

ভীম। ব্যায়বাম-শ্রী নয়। ব্যায়াম—

('শ্রী' বলার আগেই কথা আটকাইয়া যায়। সেই সময় যদু হাঁচে)

যদু। (ভীম 'ব্যায়াম' অবধি বলিয়াছে সেই সময়) হ্যাচ্ছো।... (এবং তাহার পরেই)—শ্রী।

ভীম। বিশ্রী। (অলকানন্দাকে) সরে আসুন। Infection।

(যদুর হাঁচির শব্দে অলকানন্দার হাতের পেন্সিল ছিটকাইয়া পড়ে। ভীম সেটা তুলিয়া দিয়া অলকানন্দাকে সরিয়া আসিতে বলে। অলকা নাকে রুমাল দিয়া সরিয়া আসে।)

অলকা। যা বলেছেন। কাউকে হাঁচতে দেখলে আমার... হ্যাচ্ছো। (অলকা হাঁচে)

ভীম। আপনাদের দেখছি কারুর স্বাস্থ্যই ভাল না।

(ট্যাবলেট মুখে দেয়)

অলকা। ওটা কী খেলেন? চকোলেট না কি?

ভীম। চকোলেট নয়—ট্যাবলেট, ভিটামিন সি। নিন (অলকাকে দেয়) খেয়ে ফেলুন...(অলকা মুখে দিল) (সনাতনকে) আপনার বাত। (যদুকে) আপনার সর্দির ধাত। (অলকাকে) আপনার চট করে ইনফেকশন লাগে...অর্থাৎ ভেতরটা দুর্বল আসবেন মারুতি ব্যায়াম-শিক্ষাশ্রমে—আমি সেখানের ডিরেক্টার। ভীমার্জুন রা • (আটকাইয়া যায়) রা • রাগ্

যদু। হ্যাচ্ছো। ...ভীমার্জুন রাগ্।

ভীম। আজ্ঞে।...আপনি?

যদু। যদুগোপাল সিংহ। রিটায়ার্ড হেডমাস্টার। (সনাতনকে) আপনি?

সনা। সনাতন হাতী। (অলকা হো-হো করিয়া হাসে) (অলকাকে হাসিতে দেখিয়া) এতে হাসির কী আছে?…আপনার নাম জানতে পারি?

অলকা (মৃদুহাস্যে) অলকানন্দা চৌধুরী।

(পরস্পরের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হয়)

সনা। নমস্কার। কিন্তু আপনি হাসছিলেন কেন?

অলকা। সনাতন হাতী!! (আরও হাসে)

(প্রবেশ করে গজানন)

গজা। আপনাদের একটু বসতে হবে। বাবুর দেরী আছে—

যত্ন। কতক্ষণ?

গজা। এই ত' সবে চোখ বুজলো—

ভীম। সকাল বেলায় ঘুম! স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব খারাপ!

গজা। বাবু ঘুমোচ্চে কে বল্লে?

ভীম। তুমিই ত' বল্লে বাবু এই চোখ বুজলো।

গজা। চোখ বুজলেই কী লোকে ঘুমোয়?

অলকা। (মিষ্টিস্বরে) তোমার বাবু বুঝি পূজোয় বসেছেন?

গজা। (ভীমকে) ঐ শুনুন! কী রকম সাফ বুদ্ধি—

সনা। তোমার বাবুর তা'হলে ধর্ম্মে মতি আছে। যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল! শুধু হাতে ফিরতে হবে না—

তিনজনে। (একসঙ্গে সনাতনকে) আপনারও চাঁদা!

সনা। তা না হলে এই সকাল বেলায় বড় লোকের দরজায় কি করতে?

যত্ন। হ্যাচ্চো! (যত্নগোপাল হাঁচে।)

ভীম। (সঙ্গে সঙ্গে অলকাকে) সরে আসুন! Infection!

অলকা। (বিরক্তভাবে) সিংহী মশাই, হাঁচিটা দয়া করে বাড়ীতে

সেরে আসতে পারেন নি? একটা শুভকাজে এসে…(শেষকরার আগেই) 'হ্যাচ্ছো'। (নাকে রুমাল দিতে দিতে) আমি আগেই বলেছি হাঁচি দেখলেই আমার • হ্যাচ্ছো।।

(প্রবেশ করে কুবের)

কুবের। দুর্গা। দুর্গা। ঘরে ঢুকতেই বাধা পড়লো। (সকলে দাঁড়ায়) বসুন, আপনারা বসুন –

সনা। আজ্ঞে, আপনি না বসলে আমরা—

কুবের। (অলকাকে দেখাইয়া) কিন্তু, উনি না বসলে 'আমি

অলকা। (কৃতার্থ) আমি বসছি আপনি বসুন।

(দুজনেই বসে)

কুবের। কিন্তু আপনাদের ত' ঠিক

সনা। চিনতে পারছেন না।…আমরা কিন্তু পারছি…

যদু। (সহাস্যে) কাগজে নাম, ঠিকানা ক'ত পেলেন—সবই ত' ছেপে দিয়েছে

ভীম। (নিজেকে দেখাইয়া) আমাকে চিনতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হয় নি। এই সেদিনও আমার ছ…চ ছবি কাগজে বেরিয়েছে… Physical culturist ··বেলেং ৭। শু টাইটেল পেয়েছ—

কুবের। এই রকম বিশ্রী চেহারায়—?

ভীম। (চটিয়াছে) বিশ্রী চেহারা? (দেখায়) যাব আপনার কাছে যখন একটা কাজে এসেছি কিছু বলবো না এখন· •

কুবের। আপন বা কী একই সঙ্গে ?

সনা। আজ্ঞে না। আমাদের উদ্দেশ্য এব, কিন্তু পথ ভিন্ন।

কুবের। দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলুন

সনা। দেখুন, আমার ধর্মের পথ।

যদু। আমার কর্ম্মের পথ।

ভীম। আমার ফর্মের পথ।

অলকা। আমাব পথ মর্ম্মের—

কুবের। তা'হলে আমার ঘর্ম্মের ৷·· (সকলে বিস্মিত)—মানে বুঝতে ঘেমে উঠেছি! (টেলিফোন বাজে। ঘাম মুছিতে মুছিতে ধরিয়া) হ্যালো!···হ্যাঁ, বলছি।···সরকার মশাই? হ্যাঁ, তিনখানা নৌকো জগন্নাথ ঘাট থেকে···বিঁড়িব পাতা যাবে। টাকা?···হ্যাঁ শ্যামলাল কাল পাটনা থেকে পাঠিয়েছে!···অন্যকথা পবে হবে। নমস্কাব—(রিসিভাব রাখিয়া দেয়)।···হ্যাঁ, এইবার বলুন।···একটু সোজা করে বলুন—

সনা। আমি সনাতন হাতী···সনাতন ধর্ম্ম প্রবাহিনী সভার Founder Secretary!···দেশটা অধর্ম্মের পথে কী বকম দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন! এতে ধ্বংস অনিবার্য্য। আপনি জানেন যে সব মহাপুরুষই বলে গেছেন যে ভারতেব পথ ধর্ম্মের পথ! তাই সনাতনধর্ম্মপ্রবাহিনী সভাব পক্ষ থেকে আপনার কাছে—

(খাতা বাহিব করে)

কুবের। বুঝেচি। (যদুকে) আপনার?

যদু। (হাঁচির পর নাক মুছিয়া) যদুগোপাল সিংহ···বিটায়াড হেডমাষ্টাব। এখন গণেশ টিউটোরিয়াল হোমেব Sole Proprietor!... স্কুল থেকে পঞ্চান্নতে বিটায়াব করিয়ে দিলে—অথচ ঠিক এই সময়টাতেই আমার জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি পরিপূর্ণতায় এসে পৌচেছে। তাই ভাবলুম জ্ঞানের এই ভাণ্ডার নিয়ে (হ্যাঁচ্ছো!) বসে থাকা উচিত হবে না। আমি knowledge hoard করতে চাই না, তার black-market ও করতে চাই না। স্বল্পমূল্যে distribute করতে চাই···আমার tutorial home এর মাধ্যমে···গণেশ টিউটোরিয়াল হোম!

কুবের। সরস্বতী tutorial home নয়?···
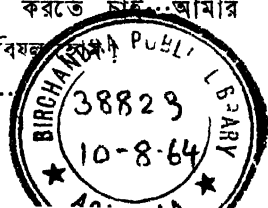
যদু। (হাসিয়া) না। গণেশ ফার্স্ট…সিদ্ধি আগে! সরস্বতী next—অর্থাৎ, বিদ্যা পরে। পড়াশোনা হোক বা না হোক পরীক্ষায় পাশ চাই।…তাই গণেশকেই ধরেছি—

কুবের। আপনি পারবেন টিউটোরিয়ল হোম চালাতে—

যদু। (হাসিয়া) লম্বোদরের একটি মূর্তি কুমোরটুলী থেকে আনিয়ে হোমে স্থাপনা করেছি ছাত্রছাত্রীদের রোজ সেটিকে প্রণাম করতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় পাশ করানো—এই কর্মই আমি বেছে নিয়েছি। কর্মের মধ্য দিয়েই আমার…হ্যাচ্ছো।…আমার সাধনাকে সফল করতে সাহায্য করুন—

কুবের। সোজা বাংলায় আপনাদের দুজনেরই চাই চাঁদা—

সনা। চাঁদা বল্লে জিনিষটা ছোট করা হয়, মল্লিক মশাই। আমরা চাই আপনার patronage। আপনি একজন ধর্মপ্রাণ—

যদু। কৃতবিদ্য, বিদ্যোৎসাহী—

কুবের। কস্মিন কালে নয়

যদু। এ আপনারই উপযুক্ত কথা ‘বিদ্যা দদাতি বিনয়ং’—বিদ্যা বিনয় দান করে।

কুবের। শুনেছি। দেখিনি। (ভীমকে) এবার আপনারটা শুনি—

ভীম। (ফ্ল্যাস্ক হইতে জল পান করিয়া) আগেই বলেছি আমার পথ কর্মের—অর্থাৎ বডি ফর্ম করা, যাকে বলে body-building—তাই আমার উদ্দেশ্য। উনি ধর্মের কথা বললেন, উনি কর্মের কথা শোনালেন। কিন্তু শরীর সুস্থ না হলে ন ধর্মং ন কর্মং। শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্ (সজোরে টেবিলে ঘুসী—ঘুসী লাগে সনাতনের হাতে। সনাতন ‘উঃ’। করিয়া লাফাইয়া ওঠে। অলকা দূরে ছিটকাইয়া পড়ে। যদু হাঁচিয়া ফেলে। ভীম বলিয়া চলে)

ভীম। জানেন ত’ স্বামীজি বাঙালীর ছেলেদের বলেছিলেন ‘ওরে!

আগে ভাল করে ফুটবল খেল তারপর গীতা পড়বি!'...আগে শরীর! দেখছেন না বাঙালীর ছেলেগুলো কী রকম ল্যাকপ্যাক করছে! যেন সব মেয়েমানুষ! দেখেছেন ওদের চুল! মাথার মধ্যে কতগুলো lane, by-lane! আর সামনে একটা headlight! দেখেছেন ওদের চিত্তির-বিচিত্তির জামা! ভেবে দেখুন এইসব ছেলেদের লড়াইয়ে যেতে হবে...হাতুড়ী পিটতে হবে...ইঞ্জিন চালাতে হবে। কী করে পাববে? চাই শরীর চর্চ্চা! তাই মারুতি ব্যায়ামশিল্পাশ্রমের তরফ থেকে এসেছি আমি ভীমার্জুন বাগ্—

অলকা। (কুবেরকে মিষ্টি স্বরে) এবার আমি কিছু বলি—

কুবের। বলবেন? (ভাবিয়া) আচ্ছা দাড়ান। জয়ন্তীকে ডাকি—

অলকা। জয়ন্তী কে?

কুবের। আমার ভাগ্নী।

অলকা। সে কী করবে?

কুবের। আপনার কথা শুনবে। মেয়েদের কথা আমি ঠিক বুঝি না, কিনা! জয়ন্তী! (ভিতর থেকে জয়ন্তী সাড়া দেয)

জয়ন্তী। (নেপথ্যে) যাই মামা—

অলকা। (হাসিযা) বুঝতে পারেন যাতে তেমনি করেই আমি বলতুম। আমি অলকানন্দা চৌধুরী...Principal, Alakan Music Hall.

(প্রবেশ করে জয়ন্তী)

(জয়ন্তীকে দেখিযা) জয়ন্তী?......আপনার ভাগ্নী?

(নমস্কার বিনিময়)

(খানিকক্ষণ ভাল করিয়া দেখিয়া)—চমৎকার!

জয়ন্তী। (বিস্মিত) কী?

অলকা। তোমার figure! এই রকম figure হলেই তবে ভরতনাট্যম্ শেখা উচিৎ। ভরতনাট্যম শিখেছ?

জয়ন্তী। না, ওটা এখনও শেখা হয় নি—

অলকা। আর একবার! ...আর একবার বল ত'—

জয়ন্তী। কী বলবো আর একবার?

(অলকা কান পাতিয়া শোনে)

অলকা। ব্যস! হয়েছে! আর বলতে হবে না।

কুবের। কী হোলো?

অলকা। Voice test! অপূর্ব কণ্ঠস্বর আপনার ভাগ্নীর! তুমি কোন স্কুলে গান শিখছ, জয়ন্তী?

জয়ন্তী। কোথাও না।

অলকা। আশ্চর্য্য! কুবেরবাবু, আপনি জয়ন্তীর এতবড় সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন! কালই ওকে পাঠিয়ে দিন Alakan Music Hallএ! ট্রেনিং যত তাড়াতাড়ি সুরু হয় ততই ভাল। বড়ই দুঃখের কথা আপনি জয়ন্তীকে এখনও...

কুবের। মর্ম্মের পথ দেখাই নি।

জয়ন্তী। মর্ম্মের পথ কী মামা?

কুবের। (অলকাকে) আপনার মর্ম্ম কথা বলুন—

অলকা। দেখুন কুবেরবাবু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ফর্ম্ম ও সব কিছুই নয়। আসল হচ্ছে মর্ম্ম। মর্ম্মস্থান ঠিক না থাকলে কিছুতেই কিছু হবে না। ঘড়ির ভেতরের কল যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে বাইরে সে যতই ঝক্‌ঝক্ করুক, সে চলবে না। ঘড়িকে চালু রাখতে গেলে কী করতে হয়?

(জয়ন্তীর দিকে চায়)

জয়ন্তী। নিয়মিত অয়েল করতে হয়।

অলকা। ঠিক!...তেমনি মন ঘড়িকে 'অয়েল' করা দরকার।

যদু। মন-ঘড়ি! ৩৬ বছর মাষ্টারী করেছি এমন উপমা কখনও শুনিনি—

অলকা। আপনি থামবেন কী ?

ভীম। (অলকাকে) বেশ বলছিলেন আপনি। বলুন—

অলকা। ধন্যবাদ। বলছিলুম মনঘড়িকে 'অয়েল' করা দরকার। এখন প্রশ্ন হচ্চে সে 'অয়েল' কী ?…বলুন আপনারা—

(সকলে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া থাকে)

অলকা। শিল্পরস।

যদু। বহুৎ হ্যাচ্ছো।

ভীম (অলকাকে) সবে আস্থন, ইনফেকশন।

অলকা। (উত্তর না দিয়া) এখন প্রশ্ন হচ্চে সেই শিল্পরস সৃষ্টি হয় কিসে ? …নৃত্যে, গীতে, অভিনয়ে।

সনা। যথার্থ।

অলকা। সেই রসের কারখানা আমার Alakan Music Hall।

কুবের। বটে।

অলকা। তার ভার আপনাকে নিতেই হবে, কুবেরবাবু।

কুবের। রসের কারখানার ভার নেব আমি। অলকা দেবী, আমি বিঁড়ির পাতা আর চিটেগুড়ের ব্যবসা করি—রসের কিছু বুঝি না।

অলকা। (হাস্যময়) আমি লোক চিনি, মিঃ মল্লিক। আমাকে আপনি ঠকাতে পারবেন না। আমি কোনো কথা শুনছি না। এ ভার আপনাকে নিতেই হবে।

(ব্যাপার বেগতিক বুঝিয়া জয়ন্তী কুবেরকে ইসারা করে)

জয়ন্তী। মামা।

(কুবের জয়ন্তীর ইসারা মত অসুস্থতার ভাণ করে)

কুবের। জয়ন্তী।

জয়ন্তী। দেখুন, মামার শরীরটা আজ ভাল নেই…

ভীম। ওঁকে দেখে ত' অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে না।

জয়ন্তী। আপনারা বাইরে থেকে ঠিক বুঝতে পারছেন না। আজ পূর্ণিমা ত'—

মনা। পূর্ণিমাতে ওর শরীর খারাপ বেশী হয়?

জয়ন্তী। একটু একটু হয়—

যদু। আজ বোধ হয় বাবের কারখানার কথা হওয়াতে বেশী হোলো—

জয়ন্তী। তাই ত' মনে হচ্ছে।

অলকা। (অগ্রসর হইয়া আসিয়া) নাড়ীটা একবার দেখি—

জয়ন্তী। আপনি নাড়ী দেখতেও জানেন না কি?

অলকা। শুধু নাড়ী দেখা? সব রকম first aid দিতে জানি। মেয়েরা নাচতে নাচতে faint হয়ে গেলে কিংবা হাত পা মচকে ফেলে first aid দিতে হয় না? (কুবেরের হাত ধরিয়া) কই সে রকম ত' কিছু দেখছি না।

জয়ন্তী। আপনার মেয়েদের নাড়ী দেখা অভ্যাস ত'। আমার নাড়ী একটু অন্য রকমের

(অলকা হাত ধরবার পর কুবের চুপ করিয়া ছিল। চোখ বন্ধ)

মামা। চল তোমায় ভেতরে নিয়ে যাই। (ডাকে) গজা! এই গজা!

গজানন। (ভিতর হইতে সাড়া দেয়) যাই দিদিমণি!

জয়ন্তী। শীগ্‌গির আয়। বাবুকে ধরতে হবে—

(গজানন দ্রুত প্রবেশ করে)

গজা। (উদ্বিগ্ন) কী হয়েছে? দিদিমণি, বাবুর কী হোলো?

(অলকা হাত ছাড়িয়া দেয়। কুবের পুনরায় অসুস্থতার ভাণ করে)

এ কী? বাবুকে আপনারা কী করে দিলেন? (অলকাকে) কোনো ওষুধ-বিষুধ খাইয়ে দেন নি ত'?

জয়ন্তী। আঃ! চেঁচাস নি। এখন ধর। আস্তে আস্তে ভেতরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দি।...মামা! ওঠো—

(একদিকে জয়ন্তী অন্যদিকে গজাননের কাঁধে ভর দিয়া কুবের ওঠে। যাওয়ার সময় কুবের অলকার দিকে চাহিয়া দেখে। অলকাও দেখে। ওরা যাওয়ার পর)

যদু। ভদ্রলোকের বোধ হয় প্রেসার আছে—

সনা। হার্ট দুর্বল—

ভীম। নিয়মিত ব্যায়াম না করার ফল—

অলকা। চালাকি। কিছু হয় নি।

ভীম। কিছু হয় নি?

অলকা। চাঁদা দেবার ভয়ে অসুখের ভাণ করলে...ঐ ভাগ্নীর ইসারায়।

(যদু হাঁচে)

সনা। কী করে বুঝলেন?

অলকা। মেয়েদের চোখ আপনাদের চেয়ে বেশী দেখে। কিন্তু হার মানলে চলবে না।

ভীম। নিশ্চয়ই। শরীরে যতক্ষণ শক্তি আছে। (ট্যাবলেট খায়)

অলকা। এ শরীরের শক্তির কাজ নয়। মাথা খেলাতে হবে -

ভীম। (ট্যাবলেট গিলিয়া) মাপ করবেন। হাতের খেলা দেখাতে বলুন (দেখায়) দেখাচ্ছি! মাথার খেলার কথা বলবেন না—

সনা। বলুন কী করতে হবে।

অলকা। আমাদের প্রথম প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া।

সনা। নিশ্চয়ই। টাকা আমাদের সকলেরই চাই।

অলকা। সেই টাকা আছে কুবের মল্লিকের—

যদু। কিন্তু সে দিতে রাজী নয়—

ভীম। কিন্তু সে টাকা আমাদেব বেব কবতেই হবে—

(টবিলে ঘুসী। সে ঘুসী পড়ে যদুব হাতেব উপব। সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি)

অলকা। কিন্তু কী করে ?

যদু। সেটা আলোচনা কবাব জন্যে একটা জরুবী মিটিং—

অলকা। হ্যা… কালই।

ভীম। সিংহীবাবুব হাচিটা সাবার পব হলে হোতো না।… Infection!

অলকা। ওব হাঁচি শীগ্‌গিব সাববাব নয়।

যদু। তা' হলে মিটিংটা কাল বিকেলে গণেশ টিউটোবিয়ল হোমেই হো'ক। সেখানে বাবা সিদ্ধিদাতা স্বয়ং আছেন (উদ্দেশ্যে প্রণাম কবিতে কবিতে) হ্যাচ্ছো!

অলকা। (হাসিয়া) সত্যি হাচি!

৪র্থ দৃশ্য

কুবেবেব বৈঠকখানা। পবের দিন সন্ধ্যা।

[কুবেব ও অনন্ত]

অনন্ত। বল কী হে! একটি অচেনা নাবী তোমাব নাড়ী দেখলে!

কুবেব। দেখলে মানে! যাকে বলে নিবীক্ষণ কবে দেখা! হাত ধবে আব ছাড়তে চায় না!

অনন্ত। একেবারে পাণিগ্রহণ!

কুবেব। (লজ্জা পাইয়া) ঐ তুমি কেমন ঠাট্টা কব, অন্তু! তবে, সত্যি কথা বলতে কী, মন্দ লাগছিল না!

অনন্ত। বুঝেচি।

কুবের। কী আবাব বুঝলে ?

অনন্ত। জীবনে প্রথম নারীব স্পর্শ।

কুবের। (লজ্জা) না না। এ সব কী নাটক নভেলের কথা বলছ, অন্তু—

অনন্ত। নাটক নভেল নয়। এই সত্যি। আরে, আমি হলে ত' চোখ বুজে বুজেই বলতুম 'আর একটু ভাল করে দেখুন না। এই খানটা (হার্ট দেখাইয়া) যেন কেমন কেমন করছে'—

কুবের। আমারও যে বলতে ইচ্ছে করছিল না, তা নয়—

অনন্ত। বললে না কেন?

কুবের। জয়ন্তী ছিল যে—

অনন্ত। ও:।...তা হাঁ৷ হে, মহিলাটি দেখতে কেমন?

কুবের। নেহাৎ মন্দ নয়। নাচের স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ত'।

অনন্ত। মানে, একটু নাচিয়ে নাচিয়ে ভাব? বয়েস?

কুবের। ৩৫।৩৬ হবে...

অনন্ত। ঠিক আছে।...হাতটা দেখি—

কুবের। আবার কী দেখবে?

অনন্ত। আহা দেখি না। (কুবের হাত দেয়) তোমার এখন দ্রুত পরিবর্তনের সময়। (দেখিতে দেখিতে) এই দেখ। সেই রেখাটা আরও কত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (কুবের দেখে) দেখেছ? আর ভাবনা নেই, এবার রাত্রে ঘুম হবে।

কুবের। কী যে ঠাট্টা কর।

অনন্ত। ঠাট্টা নয় হে, ভবিতব্য।

কুবের। হুঁ, ভবিতব্য। এতদিন ভবিতব্য হোলো না, আর এই বয়েসে...

অনন্ত। যার যখন সময় হয়। বিয়ে ত' একজনের ব্যাপার নয়। যিনি তোমার সঙ্গে life-business এর পার্টনারসিপে নামবেন তাঁরও ত' সময় হওয়া চাই—

কুবের। কি যে তুমি বল অন্তু! জয়ন্তী কী ভাববে বল ত'?

অনন্ত। কিছু ভাববে না। বরঞ্চ পুরোনো মামা যদি নতুন মামীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে তা'হলে ভাগ্নীর কিছু সুবিধে হতে পারে—

কুবের। আর বেশী সুবিধে কী হবে বল? শঙ্করের সঙ্গে ভাল করে আলাপ পরিচয় করার সুযোগ ত' জয়ন্তীকে পুরোপুরিই দেওয়া হয়েছে।

অনন্ত। সেটা ভালই হয়েছে। আজকালকার লেখাপড়া জানা সব ছেলেমেয়ে। ওদের পরস্পরকে দেখে শুনেই বিয়ে করা উচিৎ। আর, আমাদের সমাজেও ত' dating এর যুগ এসে গেছে হে…

কুবের। Dating!…সেটা কী জিনিস?

অনন্ত। সে একদিন বুঝিয়ে দেব।

কুবের। যাক্! কিন্তু কথাটা যখন উঠলো তখন তোমায় বলি অন্তু, আমি লক্ষ্য করছি যে জয়ন্তী যেন শঙ্করকে বেশ seriously নেয় না! মানে, হাসি-তামাসা-ঠাট্টাই যেন বেশী! তোমাদের ঐ নাটক-নভেলে যেটা নাকি খুব হয়—

অনন্ত। অর্থাৎ প্রেম!…Love?

কুবের। ঘণ্টা তিনেক করে শঙ্কর জয়ন্তীকে কেবল Economicsই পড়ায়—

অনন্ত। তা যে Economics এ M. A. দেবে তার মাষ্টার কী রোজ এসে তাকে অঙ্ক কষাবে?

কুবের। না তা কেন? তবে মাঝে মাঝে একটু কবিতা-টবিতা পড়াতে ত' পারে। জয়ন্তীর কবিতার দিকে খুব ঝোঁক কি না!

অনন্ত। আর শঙ্কর ঠিক উল্টো!

কুবের। যাই বল অন্তু, তোমার ভাগ্নেটা…

অনন্ত। কলকাতার ছেলেদের মত smart নয়, এই ত? কোথা

থেকে হবে বল? ববাবর মফঃস্বলে থেকেছে···M. A. ও দিয়েছে private এ···এখন এই I. A. S. টা দেওয়াব জন্যে ওর বাপ পাঠিয়েছে কলকাতায়···

(দরজার কাছে রিনি সেন। সুশ্রী, শ্যামবর্ণ। ছিপছিপে চেহারা। বয়স ২২।২৩)

রিনি। (দরজার কাছ হইতে। কৃত্রিম স্বরে) আসবো?

অনন্ত। আসুন।

রিনি। (অগ্রসর হইয়া অসিয়া) নমস্কার। বসবো?

অনন্ত। বসুন।

(রিনি বসে। তাহার পব ভ্যানিটীর আযনায় make-up ঠিক করিয়া লইযা)

রিনি। এইবাব বলবো?

অনন্ত। বলুন।

রিনি। আমি নৃত্যভাবতী রিনি সেন। নাচেব tutor এব জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—

কুবেব। হ্যাঁ—

রিনি। (দুজনের দিকে ভাল করিযা দেখিযা) কে নাচ শিখবে?

অনন্ত। আমরা কেউ নয়। (কুবেবকে দেখাইযা) ওঁব ভাগ্নী—

রিনি। তাকে ত' দেখছি না—

কুবের। সে বাইবে গিয়েছে। এখনি আসবে

অনন্ত। আপনি কার কাছে নাচ শিখেছেন?

রিনি। আমি? অনেকেব কাছে। আমাদের স্কুলে ভাল ভাল টিচাব ছিলেন। সকলের সার্টিফিকেট আমার আছে। দেখবেন? (বাহির করে) এটা হোলো দয়াশঙ্করজীব!···লক্ষ্ণৌএব শম্ভু মহারাজের সাকরেৎ! ওঁব কাছে শিখেছি কথ্থক! (কুবেরকে) কথ্থক জানেন?

কুবের। না।

বিনি। সে কী? কথ্‌থক জানেন না? কথ্‌থক উত্তর ভারতের নাচ। তবলার বোলের সঙ্গে steps মিলিয়ে নাচতে হয়। আর তার সঙ্গে 'ভাও'। অনেকটা এই রকম। (তবলার একটি 'বোল' মুখে বলে ও steps দেখায়)

তং তং তা তক দন্‌ দন
ঝিটি কিটি থো। থডন তক্
থন তক দিধি ঘিনি থৈ
(তক) তক থুন তক দিধিঘিনি থৈ।
(তক) তক থুন তক দিধিঘিনি থৈ॥

অনন্ত। বাঃ! বেশ তো!

বিনি (খুসী) আপনার ভাল লেগেছে? (আর একটি সার্টিফিকেট বাহির করিয়া) এটা হোলো বালসুব্রাহ্মনিয়ম্‌ অষ্টাবক্রপাদম-এর সার্টিফিকেট

কুবের। এমন দাঁতভাঙা নাম কার?

বিনি। (প্রথমে কানে আঙুল দিয়া পরে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া) উঁহুঁ। অমন বলবেন না। ইনি কথাকলির শ্রেষ্ঠ গুরু। কথাকলি South India-র নাচ। উঃ! কী শক্ত নাচ। কথাকলিতে মুখোস লাগে, জানেন?

কুবের। না।

বিনি। আপনি বুঝি নাচের কোনো খবর রাখেন না?

অনন্ত। না। ও চিঁড়েগুড়ের ব্যবসাদার—

বিনি। আচ্ছা, আর একটা সার্টিফিকেট আপনাকে দেখাই। (বাহির করে) এটা হোলো খঞ্জবস্তীমালার। এঁর কাছে শিখেছি ভরতনাট্যম্‌। জানেন, ভরতনাট্যমে মুদ্রাই আসল। (একটি মুদ্রা দেখায়) (কুবেরকে) এ মুদ্রার মানে জানেন?

অনন্ত। (হেসে) কুবের যে মুদ্রার মানে জানে সেটা আরও solid

(দরজার কাছে দেখা যায় জয়ন্তী ও শঙ্করকে। শঙ্করের সুন্দর চেহারা। বয়স ২৪।২৫। তাহাকে দেখিলেই ভাল ছেলে বলিয়া বোঝা যায়। শঙ্কর ও জয়ন্তী প্রবেশ করে। শঙ্করের হাতে বড় বড় কয়েকটা প্যাকেট। জয়ন্তীর পিছনে শঙ্কর—তাহার চোখ বিনির দিকে। সে হোচট খায়। হাতের প্যাকেট পড়িয়া যায়। জয়ন্তী হাসিয়া ওঠে। শঙ্কর লজ্জিত। প্যাকেট তুলিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। একটি প্যাকেট তুলিয়া বিনি তাহার হাতে দিতে যায়। বিনি ও শঙ্করের দৃষ্টি বিনিময় হয়।)

শঙ্কর। (বিনির হাত হইতে প্যাকেট লইয়া) ধন্যবাদ।

(বিনির সলজ্জ হাসি)

জয়ন্তী। (শঙ্করকে) কোনো কর্মের নয়। দিলে ত' ফেলে।

(শঙ্কর চুপ করিয়া থাকে)

(বিনিকে) আপনি?

বিনি। বিনি সেন। (নমস্কার করে)

কুবের। (জয়ন্তীকে) তোমার নাচের tutor এর জন্যে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল—

জয়ন্তী। (বিনিকে) ওঃ! আপনি বসুন। (অনন্তকে) জানো অন্তুমামা, আজ শঙ্করদা শাড়ীর দোকানে ঢুকে রীতিমত একটা scene create করেছে—

অনন্ত। কী রকম?

জয়ন্তী। (হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে খাইতে) হ্যাঁ। আমি ঢুকেছি শাড়ীর দোকানে…আমার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও ঢুকেছে—

অনন্ত। বেশ ত'! তাতে কী হয়েছে?

জয়ন্তী। কী হয়েছে? অন্তুমামা, তুমি বুঝি জানো না যে বালিগঞ্জে শাড়ীর দোকানে পুরুষের প্রবেশ কেউ পছন্দ করে না। বিশেষ করে দোকানের Salesmanরা।

শঙ্কর। সেটা আমাকে আগে বলে দিলেই পারতে।

জয়ন্তী। (হাসিতে হাসিতে) আমি কী করে জানবো যে তুমি এরকম বোকা।...আর জান, অন্তমামা দোকানে কী ভীড়। কী ভীড়। মেয়েতে মেয়েতে একেবারে গিস্‌গিস্ করছে। একটি মোটা বেঁটে কালো মহিলা সঙ্গে সাত-আটটি হরেকরকম বয়েসের মেয়ে নিয়ে ঢুকেছে! দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছে না...এদিক ওদিক ধাক্কা মেরে কোনোরকমে এগিয়ে আসছে—এমন সময় পড়লো সামনে, শঙ্করদা। এই আর যায় কোথা। একেবারে atom bomb burst করলো। "আপনি শাড়ীর দোকানে কী মতলবে ঢুকেছেন?"—শঙ্করদা ত' হতভম্ব। ঘরভর্তি মেয়ে শঙ্করদা'র দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো! শঙ্করদা কিছু বলার আগেই ভদ্রমহিলা অর্ডার দিলে—'বাইরে গিয়ে দাঁড়ান'...শঙ্করদা সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল। (আবার হাসি)

কুবের। তা তুই কেন বল্লিনি যে তোর সঙ্গে শঙ্কর গেছে—

জয়ন্তী। আমি তেমনি বোকা মেয়ে কি না।

বিনি। এটা কিন্তু আপনার উচিৎ হয় নি। ওর হয়ে কিছু বলা উচিৎ ছিল। আমি হলে নিশ্চয়ই বলতুম—

জয়ন্তী। (কিঞ্চিৎ বিস্মিত) যাক্ শঙ্করদা। আর ভাবনা নেই।

(হাসিতে থাকে। শঙ্কর অস্বস্তি অনুভব করে)

কুবের। চল অন্ত, আমরা উঠি। (জয়ন্তীকে) নাচ শেখার কথাবার্তা তুমি তাহলে মিস সেনের সঙ্গে কয়ে নাও, জয়ন্তী—

জয়ন্তী। আমি?

কুবের। হ্যাঁ। আর শঙ্করও ত' রইলো। তোমরাই যাহোক ঠিক করে ফেল। চল অন্ত।

(কুবের ও অনন্ত বাহির হইয়া যায়)

শঙ্কর। (বিনিকে) খুব ভুল জায়গায় এসেছেন, মিস সেন—

রিনি। কেন ?

শঙ্কর। ছাত্রী আপনার মোটেই সুবিধে হবে না।

রিনি। সে কী ?

শঙ্কর। দেখবেন কেবল ফাঁকি দেবে আর ফাজলামি করবে।

জয়ন্তী। শঙ্করদা।

শঙ্কর। আমি দু' মাসে Economics এর দুটো chapter পড়াতে পারলুম না—

জয়ন্তী। শঙ্কর দা। আমার নিন্দে করছ। আমি মামাকে বলে দেব।

শঙ্কর। মামা তাঁর ভাগ্নীটিকে যথেষ্ট চেনেন।

জয়ন্তী। (রিনিকে) আপনি শঙ্করদা'র কথা মোটে বিশ্বাস করবেন না। আপনি দেখবেন কত তাড়াতাড়ি আমি নাচ শিখে নেব।

রিনি। (হাসিয়া) খুব বেশী তাড়াতাড়ি শিখলে অবশ্য আমার অসুবিধে আছে—

জয়ন্তী। (হাসিয়া) ওঃ।...তাহলে আস্তে আস্তেই শিখবো।

শঙ্কর। আপনি বৃথা চেষ্টা করবেন, মিস সেন। তার চেয়ে সেই চেষ্টা যদি আপনি আপনার অন্য কোনো ছাত্রীর জন্যে করেন ত' অনেক বেশী ফল পাবেন।...আপনার আর ক'টী ছাত্রী আছে, মিস সেন ?

রিনি। প্রাইভেট ছাত্রী আমার আর নেই। স্কুলে অবশ্য অনেক আছে—

জয়ন্তী। আপনি স্কুলে নাচ শেখান বুঝি ?

রিনি। হ্যাঁ। লেখাপড়া বেশী দূর করতে পারলুম না। (শঙ্করের দিকে চাহিয়া) বি, এ, পড়তে পড়তেই ছেড়ে দিতে হোলো। ছোট থেকেই নাচের দিকে ঝোঁক ছিল। চেষ্টা করে সেটাই শিখে...(হঠাৎ থামিয়া যায়। ঘড়ি দেখিয়া) এবার আমায় উঠতে হবে ..

জয়ন্তী। সে কী ? নাচ শেখাবেন না ?

বিনি। আপনি তাহলে আমার কাছেই নাচ শিখবেন ত'?

জয়ন্তী। আজ থেকেই। এখনই স্থরু করবো—

বিনি। এখনই।· কিন্তু, আমায় এখনই ফিরতে হবে—

জয়ন্তী। আপনাকে বেশীক্ষণ আটকাবো না। কিন্তু আজ স্থরু করতেই হবে—

শঙ্কর। মিস সেন, জয়ন্তীকে আজ প্রথম serious দেখছি···বোধ হয় আমায় হারাবার জন্যে।···আপনি স্থরু করুন। আমি চলি।

বিনি। সে কী? আপনি যাবেন কেন?

শঙ্কর। আপনাদের নাচের ক্লাস। আমি নীরস Economics—একেবারে misfit—

বিনি। না না, শঙ্করবাবু, আপনি বস্থন।

জয়ন্তী। বোসো না, শঙ্কর দা—

বিনি। একজন সমঝদার দর্শক বা শ্রোতা না থাকলে কী নাচ বা গান হয় শঙ্করবাবু?

শঙ্কর। সমঝদার আমি মোটেই নই, মিস সেন। দেখবেন ঠিক ভুল জায়গায় বাহবা দিয়ে বসে থাকবো—

জয়ন্তী। মোটেই না। দেখবে হয় ত' ওর নাচের সব জায়গাতেই বাহবা দেওয়া যায়

বিনি আগে থেকেই অত বলবেন না। আগে দেখুন—(শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলে)

শঙ্কর। ছাত্রীকে 'দেখুন নয়—'দেখো'।

বিনি। (হাসিয়া)···ওটা আপনাকে।

জয়ন্তী। তাহলে first lesson স্থরু হোক—

(স্থরু হয় বিনির নাচের lesson দেওয়া। জয়ন্তীও শিখিতে আরম্ভ করে। বিনি যাহা দেখায় জয়ন্তী সেটা অনুকরণ করার চেষ্টা

করে। নাচের মাঝে মাঝে রিনি শঙ্করের দিকে চায়—যেন তাহার প্রশংসা পাওয়ার জন্য সে ব্যগ্র। শঙ্কর সপ্রশংস দৃষ্টিতে রিনির নাচ দেখে)

৫ম দৃশ্য

গণেশ টিউটোরিয়ল হোমের অফিসঘর। ঐ দিন অপরাহ্ন।

[বই খাতাপত্র, ফাইল ইত্যাদির মধ্যে যাহা প্রথমেই চোখে পড়ে তাহা একটি মাটির গণেশ মূর্ত্তি ঘরের কোণে একটি ব্র্যাকেটের উপর বসানো। তাহার নীচে লেখা—

ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদরং সুন্দরম্।
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদম্ কামদম্॥

পর্দ্দা উঠিলে দেখা গেল যদুগোপাল গণেশপ্রণাম করিতেছে। টেবিলের একপাশে বসিয়া আছে বামাচরণ। জনৈকা ছাত্রীর বাবা।]

যদু। (প্রণামান্তে) এইবার বলুন, বামাচরণ বাবু—

বামা। কইছিলাম যে আমার ম্যাইয়া মাধবী যে ফ্যাল করছে তার কী হইব?

যদু। আবার ভর্ত্তি করে দিন।

বামা। হ। আবার আপনার গহ্বরে টাকা ঢালি! চালাকি পাইছেন?

যদু। হ্যাচ্ছো। (হাঁচিল)

বামা। (লাফাইয়া উঠিয়া) খাইসে! নাকে রুমাল দিয়া হাঁচতে পারেন না?

যদু। (নাক মুছিতে মুছিতে) একটু জোরে বলুন। সর্দ্দিতে কানটা বুজে আছে।

বামা। কইছিলাম, আমার অমন intelligent ম্যাইয়া সে ফ্যাল করে ক্যামনে ?

যদু। Examinerরা যদি ইচ্ছে করে ফেল ক'রিয়ে দেয় তাহলে কী করবো বলুন ? আমরা ত' যথাসাধ্য করছি—

বামা। কিছুই করেন নাই। শুধু আমার মত নিরীহ লোকেরে ঠকাইছেন। বিজ্ঞাপন পড়িয়াই ত' ম্যাইয়াটারে ভর্তি করাইছিলাম। অখন বিজ্ঞাপনের কথামত কাজ করেন—

যদু। কী কাজ ?

বামা। টাকা ফ্যারৎ দ্যান। (যদু হাঁচিল)—আরে কী করতে লাগছেন রে মশয়। …ফ্যাচ্ছো। ফ্যাচ্ছো। অত সহজে তাড়াইতে পারবেন না। আমরা হইলাম গিয়া বরিশালের বৈদ্য। ফ্যাচ্ছো'র ঔষধ আমরা জানি—

যদু। জানেন ত' দিন না একটা ব্যবস্থা করে, বামাচরণ বাবু। সর্দ্দিতে বড় কষ্ট পাচ্ছি।

বামা। অগ্রে আমার ব্যবস্থা করেন। সাতমাসে ১৪০ টাকা দিছি। আরও পাখা ফী, চাকর ফী, বেঞ্চ ফী, বলে নিছেন ১০৲। এই ১৫০৲ ফ্যারৎ দ্যান।

যদু। বলেন কী মশাই ? টাকা ফেরৎ দেব ?

বামা। দেবেন না ক্যান ? বিজ্ঞাপনে লেখেন নাই ঐ কথা ? স্মরণ নাই ? আচ্ছা রয়েন, স্মরণ করাইয়া দিতেছি। (কাগজ বাহির করিয়া) এই দ্যাখেন।

যদু। দেখুন, বিজ্ঞাপনে অমন লিখতে হয়। এই ধরুন না, ওষুধের বিজ্ঞাপন পড়লে আপনার মনে হবে যে খেলেই সেরে গেলেন। কিন্তু কই ? এই যে সর্দ্দিতে ক'দিন কী রকম কষ্ট পাচ্ছি, কত রকম ওষুধ খেলুম। কিন্তু সেরেছে কী ? (শেষ করার আগেই হাঁচিল)

বামা। (বিরক্ত) আচ্ছা বিপদে পড়লাম রে মশয়।

যদু। আপনি এক কাজ করুন, গুপ্ত মশাই। মাধবীকে আর একবার ভর্তি করে দিন। এবার ওকে half-free করে দেব—

বামা। কোনো প্রয়োজন নাই। টাকা ফ্যারৎ দ্যান।

যদু। এ আপনার অন্যায় আবদার।

বামা। এ আমার ন্যায্য দাবী—

যদু। আপনার দাবী মানতে পারলুম না, মাপ করবেন।

বামা। মাপ আমি কাউয়েরে করি না। আমি হইলাম গিয়া বরিশালের বৈদ্য। জানেন ত' বরিশালের ইতিহাস। আমি অগ্নিযুগের ভস্ম।

যদু। কোন যুগের ভীষ্ম?

বামা। ভীষ্ম নয়, ভস্ম। অগ্নিযুগের ভস্ম।

যদু। আপনি চটছেন কেন বাম হ্যাচ্ছো।...চরণবাবু। আমাদের আর একটা chance দিন। আমরা শীগ্গিরই একজন বড় patron পাচ্চি—এবার ভাল ভাল teacher appoint করবো—

বামা। বাজে কথায় কাম নাই। টাকাটা দ্যান—

যদু। আপনার সেই এক কথা।

বামা। এক কথা ভিন্ন দুই কথা আমরা কই না। বরিশালের বৈদ্যেরে চেনেন না?

যদু। কত দিতে হবে?

বামা। দ্যাড়শত—

যদু। সবটাকা ফেরৎ দিতে হবে? আমাদের কিছু দেবেন ত?

বামা। এক পয়সা না।

যদু। হ্যাচ্ছো। আসবেন দিন পনরো পর। তবে, একবারে দিতে পারবো না। কিস্তীতে—

বামা। কয় কিস্তী?

যদু। দশ।

বামা। উঁহু পাঁচ।

যদু। আচ্ছা, তাই হবে। তবে কথাটা কাউকে বলবেন না।

বামা। ক্যান? বলবো না ক্যান? আপনার সদ্ভাবের কথা পাঁচ-জনেরে কইলে ত' আপনার ভালই হইব—

যদু। দোহাই, অগ্নিযুগের ভস্ম!...আমার ভালয় কাজ নেই। সব ফেল করা ছাত্রছাত্রীর টাকা ফেরৎ দিতে গেলে 'হ্যাচ্ছো'!...হেঁচেই মারা যাবো—

বামা। আচ্ছা, বলবো না। এর জন্য আরও পাঁচ দিয়া দেবেন। নমস্কার। (উঠিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া) খুচরা পাঁচটা অখন দিলে হইত না?

যদু। একেবারেই নেবেন। (ঘড়ি দেখিয়া) মিটিং এর টাইম হয়ে এল।

বামা। আচ্ছা, তা হইলে আসি। প্রথম কিস্তির জন্য ঠিক পনের দিন পর আইব—

(বলিয়া বামাচরণ দরজার কাছে গিয়াছে এমন সময়—যদু হাঁচিল। ঠিক সেই সময় প্রবেশ করে অলকানন্দা। দুজনের পায় ধাক্কা লাগে)

(অলকারে) মাপ করবেন।...আপনার পোলাও কী...?

অলকা। (বিস্মিত ও বিরক্ত) আমার 'পোলাও'।

বামা। (সহাস্যে) ফেল করছে বোধ করি?

অলকা। (যদুকে) ইনি কী বলছেন, সিংহী মশাই?

যদু। (হাসিয়া) উনি জিজ্ঞেস করছেন আপনার ছেলেও ফেল করেছে কি না?

অলকা। (চটিয়া) আমার ছেলে!

বামা। (রাগের কারণ বুঝিতে না পারিয়া) উনি অত চটছেন ক্যান, যদুবাবু?

(যদুবাবু ইসারায় বুঝাইয়া দেয় অলকা অবিবাহিত)

বামা। (বুঝিয়া) বোঝলাম! (অলকাকে) কিছু মনে করেন না যেন! নমস্কার!

(চলিয়া যায়)

যদু। বসুন, অলকানন্দা দেবী—

অলকা। (ঘড়ি দেখিয়া) এঁরা এখনও আসেন নি?

যদু। এই এলেন বলে—

(প্রবেশ করে সনাতন ও ভীমার্জ্জুন)

আসুন, আসুন, সনাতন বাবু·· আসুন ভীমবাবু! আপনাদের কথাই হ ..(হঁ্যাচ্চো) চ্ছিল।

ভীম। (অলকাকে) সরে আসুন! চারদিকে ভয়ানক influenza হচ্ছে···

অলকা। (ভীমের পাশের চেয়ারে বসিয়া) কিছু ঠিক করলেন?

ভীম। দেখুন, আমার সোজা কথা—বলং বলং বাহুবলং! আদায় করতে চাও ত' ধোলাই দাও···

যদু। ইতিহাস তাই বলে বটে! সীজার, আলেকজান্দার, নেপো-লিয়ন, হিটলার—

ভীম। আমার আখড়ায় সবই আছে। বলেন ত চারটে মস্তানকে একদিন রাত্রে পাঠিয়ে দি। নিয়ে আসুক কুবেরের ভাণ্ডার লুঠ করে—

অলকা। না না, তাতে পুলিশহাঙ্গাম হতে পারে—

যদু। তাহলে?

অলকা। এই জন্যেই বলে পুরুষমানুষ চোখ থাকতেও অন্ধ।

ভীম। কেন? কেন?

অলকা। আমি ত' সেদিন আপনাদের বল্লুম যে ভাগ্নী ইসারা করলে আব মামা অমনি অসুস্থ হয়ে পড়লো! ভাবলে আমার চোখ এড়িয়ে যাবে!—অত সোজা নয়!

যত্ন। আমারও সন্দেহ হয়েছিল যেন মামা-ভাগ্নীতে একটা eye-communication হয়ে গেল।

সনা। (কানে হাত দিয়া) কী হয়ে গেল ?

যত্ন। Eye-communication! Student মহলে অমন কত দেখেছি! 36 years' experience ত'…

অলকা। কাজেই বুঝুন যে যতনষ্টের গোড়া ঐ মেয়েটা। এখন বলুন কী কবা যায় ? একটু তাডাতাডি করুন, আমাব আর একটা মিটিং আছে। (যত্নকে) এক গ্রাস জল পাওয়া যাবে ?

যত্ন। বিলক্ষণ! টিউটোরিয়ল হোম ত' জলেবই কাববার। এখানে সব জিনিষ আমবা জল করে দি, আর এখানে জল পাওয়া যাবে না ? (উঠিতেছিলেন)

ভীম। থাক। শেষে জলেব গ্লাসেব ওপর হেঁচে infection ছডাবেন! (অলকাকে) আমি দিচ্চি। Boiled water—no infection! …নিন, হাঁ করুন—(কাঁধের flask নামায)

অলকা। গ্লাস নেই ?

ভীম। খবরদাব গ্লাসে জল খাবেন না। গ্লাসই যত বীজাণু বহন করে। এক ঠোঁট থেকে আর এক ঠোঁট। ঠোঁট সম্বন্ধে খুব সাবধান—আপনি হাঁ করুন, আমি আস্তে আস্তে ঢেলে দিচ্চি…

অলকা। (হাসিয়া) দেখবেন কিন্তু, আমার শাড়ী না ভেজে… আর ঠোঁটের (লিপষ্টিক দেখায়)—

ভীম। কিছু ভাববেন না। হাঁ করুন…একটু বড করে…আর একটু …ব্যস্…(অলকা হাঁ করে। ভীম জল দেয়। যত্ন হাঁচে। যত্নর

হাঁচিতে ভীম ও অলকা চমকাইয়া উঠে। অলকাব শাড়ীতে জল পড়িয়া যায়। বিষম খাইয়া সে কাশিতে সুরু করে। সনাতন তাহার মাথায় ফুঁ দিতে থাকে)

ভীম। (চটিয়া) চলুন আমরা যাই। হাঁচিবাবুর সর্দ্দি সারলে মিটিং হবে।

অলকা। ওঁর সর্দ্দি জীবনে সারবে না। (মুখ মুছিয়া) কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য আজই ঠিক করতে হবে।

সনা। তাহলে আপনি যখন বলছেন যে ঐ ভাগ্নীই যত নষ্টের মূল ওকেই আগে হাত করতে হয়।

অলকা। আমারও তাই মনে হয়।

ভীম। কিন্তু সেটা কী করে করা যাবে ?

যদু। কোনোরকমে আমার Tutorial Home-এ ভর্ত্তি করানো যায় না ?

সনা। তাহলে ভর্ত্তির সময় মোটা donationটা আপনি দেবেন ?

অলকা। ও সব বাজে কথা থাক। কুবের মল্লিক তার ভাগ্নীর জন্যে বাড়ীতে প্রোফেসর রাখতে পারে না ?

ভীম। ঠিক বলেছেন। বরঞ্চ আপনার Music Hall-এ ভর্ত্তি হতে পারে—

অলকা। সেও ওর মামা পাঠাবে কি না সন্দেহ।

সনা। তাহলে আমি বলি, আপনিই কুবেরের অন্দরমহলে ঢুকে পড়ুন।

অলকা। কী করে ?

সনা। গানের মাষ্টার হয়ে। আজই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে (বাহির করে) কুবের মল্লিক, একজন গানের tutor এর জন্যে—

অলকা। তাই নাকি ? কই দেখি—(বিজ্ঞাপনটী লইয়া পড়ে)

সনা। দেখেছেন ত ?···আপনি ভেতর থেকে আক্রমণ সুরু করুন। কুবের-বিজয় সুনিশ্চিত -

যদু। যুদ্ধ জয়ে fifth column খুবই helpful—

ভীম। পেছন থেকে আক্রমণ আমি নিজে পছন্দ না করলেও আপনারা সকলে মিলে যদি তাই স্থির করেন আমি আপত্তি করবো না।

সনা। (অলকাকে) আমার প্রস্তাবে আপনি রাজী ত' ?

অলকা। আমি আপনাদের প্রতিনিধি মাত্র।

সনা। তাহলে এই স্থির হোলো যে অলকানন্দা দেবী জয়ন্তীর গানের টিউটর হয়ে কুবের মল্লিকের অন্দরে প্রবেশ করবেন।

যদু। কুবের মল্লিকের অন্তরে প্রবেশ করবেন।

সনা। (হাসিয়া) ও একই কথা। অন্তরে প্রবেশ না করলে টাকা বের করবেন কী করে ?

যদু। কিন্তু ..

ভীম। আবার কিন্তু কী ?

যদু। যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে (অলকাকে) একটা কথা বলি—

অলকা। বলুন না।

যদু। (অন্যদের দিকে চাহিয়া) ধরুন, কুবের জয় করার পর উনি যদি আমাদের ফাকি দেন ? ..কী জানেন, দেবেন এমন কথা বলছি না। তবে টাকা বড় পাজী জিনিষ মশাই···

সনা। ভাববার কথা বটে। অবশ্য ধর্মরাজ্য হলে এ সব কথা উঠতো না।

(অলকা চোখে রুমাল দিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়া দিয়াছে)

ভীম। (ব্যস্ত) কী হোলো ? আপনার চোখে কী পড়লো ? এ কী ? (অলকা জোরে ফোঁস ফোঁস করে) আপনি কাঁদছেন, অলকাদেবী ?

অলকা। (রুমাল সরাইয়া) আপনারা সবাই আমাকে এমনি অবিশ্বাস করতে পারলেন ! (পুনরায় কান্না। দেখিয়া ভীম কাঁদিয়া ফেলিল)

ভীম। অলকাদেবী, আপনি কেঁদে আমায় কাঁদাবেন না। আমার দেহ লোহার মত শক্ত বটে কিন্তু আমার মন মাখমের মত নরম ! আপনি যেমন হাঁচি শুনলে হেঁচে ফেলেন আমিও তেমনি (যদু হাঁচিল। সঙ্গে সঙ্গে অলকাও) কান্না দেখলে কেঁদে ফেলি ! আপনি চুপ করুন, অলকাদেবী ! আমি বলছি আমি আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

অলকা। (কিছুটা সামলাইয়া) ভদ্রতার খাতিরে, জোরে করে কোনো কথা বলবেন না।...আমার দিকে চেয়ে আপনারা বলুন ত'—

ভীম। আপনার দিকে না চেয়েই আমি বলছি—"অলকানন্দাদেবী। আপনি স্বর্গের অলকানন্দার মতই স্বচ্ছ !" (যদু হাঁচিল—হ্যাঁচ্ছো !)

অলকা। ভীম বাবু, আপনার কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না।

(ভীম চোখ মুছিয়া খুসীর হাসি হাসে)

এবার আপনারা বলুন—আমায় দেখে কী আপনাদের মনে হচ্ছে যে আমি আপনাদের ঠকাতে পারি ? দেখুন। আমার দিকে চেয়ে বলুন।

যদু-সনা। কখনই না।

অলকা। আমি কথা দিচ্ছি যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছি তা আমি সফল করবো। কুবের মল্লিককে আমি জয় করবো।

যদু। হ্যাঁচ্ছো !

সনা। (হাসিয়া) সত্যি হাঁচি।

(সকলে হাসিয়া উঠিল)

--- ---

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জয়ন্তীর ঘর। বর্ষার সন্ধ্যা।

[জয়ন্তী ও শঙ্কর। শঙ্কর জয়ন্তীকে পড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। জয়ন্তীর সেদিকে মন নাই।]

শঙ্কর। Hopeless! একটা Question এরও answer দিতে পারলে না। (জয়ন্তী আপনমনে কবিতা পড়িতেছে) E. C. M. সেদিন বুঝিয়ে দিলুম, আজ ভুলে বসে আছ।

জয়ন্তী। (কবিতা পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক ভাবে) হুঁ।

শঙ্কর। GATT কী?

জয়ন্তী। (সজোরে বই বন্ধ করিয়া) কী বল্লে?

শঙ্কর। GATT। GATT কী জানো?

জয়ন্তী। 'গ্যাট' নয়—গাঁট্টা। গাঁট্টা কী জানো?

শঙ্কর। খুব জানি। গ্রামের স্কুলের পণ্ডিতমশাইয়ের হাতে কত খেয়েছি—

জয়ন্তী। আজও খাওয়া উচিৎ। (উঠিয়া জানালার ধারে যায়)

শঙ্কর। কেন?

জয়ন্তী। কেন? উঠে এসো, বুঝিয়ে দিচ্ছি…(শঙ্কর ইতস্তত: করে)…কই এসো।

শঙ্কর। কী হবে?

জয়ন্তী। এসো না, বলছি (শঙ্করের হাত ধরিয়া টানিয়া জানালায় লইয়া যায়)

(দুজনে পাশাপাশি জানালায় দাঁড়ায়। বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে। মাঝেমাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। শঙ্করের হাতে জয়ন্তী হাত রাখে)

জয়ন্তী। বাইরে চেয়ে দেখ—

শঙ্কর। দেখছি ত'—

জয়ন্তী। কী দেখছ?

শঙ্কর। ঐ ইলেকট্রিক পোষ্টটার গায়ে একটা কালো গরু দাঁড়িয়ে ভিজছে—

জয়ন্তী! (সজোরে হাত নামাইয়া দিয়া) Hopeless!

শঙ্কর। কী হলো?

জয়ন্তী। আচ্ছা শঙ্করদা, তুমি কী?

শঙ্কর। কেন?

জয়ন্তী। এই বর্ষার সন্ধ্যায় বাইরে চেয়ে তুমি আর কিছু দেখতে পেলে না?

শঙ্কর। কেন পাবো না? ছাতি মাথায় দিয়ে ভিজতে ভিজতে কত লোক যাচ্ছে…এই বৃষ্টিতেও ফিরিওয়ালার হাঁক বন্ধ নেই… রিকৃসওয়ালা ঠিকই রিকৃস টানছে। ওদের, মানে দেশের জনসাধারণের per capita income কত জানো?

জয়ন্তী। আবার Economics! শঙ্করদা, তোমার মধ্যে কী poetry একেবারে নেই? বাইরে চেয়ে তুমি দেখতে পেলে না যে আকাশে কী ঘন কালো মেঘ! দেখলে শুধু কালো একটা গরু! দেখতে পেলে না মেঘের বুকে বিদ্যুতের খেলা? দেখলে শুধু ইলেকট্রিক ল্যাম্পপোষ্ট! নববর্ষার শ্যামসমারোহ তোমাকে বলাতে পারলো না—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে, হৃদয় নাচেরে—

শঙ্কর। Economics এর সঙ্গে কাব্যের চিরকালের ঝগড়া! কবিতা আমার আসে না।

জয়ন্তী। চেষ্টাই নেই। আসবে কোথা থেকে? আচ্ছা, পড় ত' এই কবিতাটা—

শঙ্কর। (জয়ন্তীর হাত হইতে বই লইয়া)—এই টে?

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়—

(শঙ্কর পড়িতে থাকে। জয়ন্তীও তাহার সঙ্গে আবৃত্তি সুরু করে। যখন শঙ্কর পড়িতেছে—

সমাজসংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব
কেবল আঁখি দিয়ে
আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

সেই সময় প্রবেশ করে রিনি। দরজায় দাঁড়াইয়া সে শোনে)

জয়ন্তী। (রিনিকে দেখিয়া) আপনি কখন এলেন?

রিনি। এই মাত্র। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (শঙ্করের দিকে চাহিয়া) আবৃত্তি শুনছিলুম। চমৎকার। নমস্কার, শঙ্করবাবু—

শঙ্কর। নমস্কার।...এই বর্ষায় বেরিয়েছেন?

রিনি। বর্ষা বলেই ত' বেরিয়েছি। ঘরে মন বসলো না।

জয়ন্তী। কিন্তু কবি বলছেন—

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে
ওরে আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে—

রিনি। (হাসিয়া) কবি ঠিকই বলেছেন—'আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে'। অর্থাৎ ঘরে দু'জন আছে। দু'জন থাকলে বাইরে যাবার

দরকার কী? কিন্তু আমি যে একলা, তাই মেঘ দেখে আর ঘরে থাকতে পারলুম না।

জয়ন্তী। শঙ্করদা দেখো, মিস সেনের ভেতর কী রকম কাব্য—

শঙ্কর। আচ্ছা, এবার নাচের training সুরু হোক। আমি উঠি—

রিনি। না, শঙ্করবাবু, আপনি বসুন।

শঙ্কর! আমি থাকলে আপনাব শেখানোব অসুবিধে হবে।

রিনি। না না, কোনো অসুবিধে হবে না।

জয়ন্তী। বরং ওঁর আবও ভালো করে শেখাতে ইচ্ছে কববে।

(রিনির দিকে চাহিয়া হাসে)

রিনি। (কোনো উত্তর না দিয়া) আপনি বসুন শঙ্করবাবু—

শঙ্কর। বেশ! তাহলে কিন্তু বর্ষাব নাচ—

রিনি। (খুসীভাব) বর্ষাব ত' অনেক নাচ আছে। কোনটা বলুন—

শঙ্কব। "শাওন গগণে ঘোর ঘনঘটা—"

জয়ন্তী। শঙ্কবদা! তবে যে বল্লে তোমার মধ্যে কাব্য নেই?

রিনি। জয়ন্তী, কাব্য সবার মধ্যেই থাকে। কেউ প্রকাশেব সুযোগ পায়, কেউ পায় না—

জয়ন্তী। (ভ্রূ কুঁচকাইয়া) তাই বুঝি?

শঙ্কর। মিস সেন, আপনি সুরু করুন।

(প্রবেশ করে গজানন)

গজা। দিদিমণি, চা নিয়ে আসি? (রিনিকে দেখিয়া)—আপনিও এসে গেছেন মাষ্টারমণি! তাহলে আপনাবও আনি।

(গজানন চলিয়া যায়)

রিনি। বেশ লোকটি! যেমন চালাক চতুর, চটপটে—তেমনি সুন্দর কথাবার্ত্তা—

জয়ন্তী। তাই বুঝি ?

বিনি। আমায় ও 'মাষ্টারমণি' বলে—শুনতে বেশ লাগে। অন্য সকলে এমন সব বলে, শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়। জানেন শঙ্করবাবু, নাচ শেখাই বলে সবাই যেন মুখ ফিরিয়ে হাসে। কিন্তু কী করবো বলুন ? উপায় ত' আমায় করতেই হবে—

শঙ্কর। আপনি সুরু করুন, মিস সেন। জয়ন্তীর mood নষ্ট হয়ে যেতে পারে—

জয়ন্তী। দাঁড়ান, পাশের ঘরে রেকর্ডটা চালিয়ে দিয়ে আসি।

(জয়ন্তী চলিয়া যায়। রেকর্ডে গান সুরু হয়—"শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা (রবীন্দ্র সঙ্গীত) জয়ন্তী পুনরায় প্রবেশ করে—)

—এইবার আরম্ভ করুন।

(গানের সঙ্গে বিণির নাচ সুরু হয়। নাচের সঙ্গেই দৃশ্য শেষ হয়)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুবেরের বৈঠকখানা। সন্ধ্যা ৬টা।

[কুবের ও অনন্ত।]

অনন্ত। শঙ্কর আজও আসে নি ?

কুবের। না। ক'দিনই তাকে দেখছি না। আজকাল ও কমই আসে। আর এলেও বেশীক্ষণ থাকে না।

অনন্ত। তাই না কি ?

কুবের। অবশ্য দোষ জয়ন্তীরই। মেটে পড়তে চায় না। আর শঙ্কর পড়ার ব্যাপারে তেমনি serious !

অনন্ত। ব্যাপারটা বোধ হয় অত সহজ নয় হে, কুবের। মনে হচ্ছে কোথাও যেন একটু জট পাকিয়েছে—

কুবের। সে কী?

অনন্ত। দাঁড়াও, আর দু'চার দিন দেখি। তারপর বলবো—

(প্রবেশ করে গজানন)

গজানন। (কুবেরকে) ডাক্তার মাসীমা এসেছেন।

অনন্ত। ডাক্তার মাসীমা!

(গজানন কুবেরের হাতে একটী কার্ড দেয়)

কুবের। (কার্ড দেখিয়া অনন্তকে দেয়) এই নাও।

অনন্ত। (কার্ড দেখিয়া, একটু পরে) যাও, ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

(গজানন চলিয়া যায়)

(গম্ভীর ভাবে) কুবের, হাতটা দেখি! (কুবের হাত বাড়ায়) না না, বেখা-বিচার নয়, নাড়ী দেখবো—

কুবের। (নার্ভাস) নাড়ী দেখবে!

অনন্ত। হ্যাঁ। (কুবেরের নাড়ী দেখিতে দেখিতে) নারী আসছেন! তাই নাড়ী দেখবো—

কুবের। (একটু পরে, ভয়ে ভয়ে) কী দেখছ?

অনন্ত। একটু দ্রুত চলছে—

(প্রবেশ কবে অলকানন্দা)

অলকা। নমস্কার!

কুবের-অনন্ত। (উভয়ে) নমস্কার!

অলকা। (মিষ্টি হাসিয়া) আপনাকে দেখতে এলুম কেমন আছেন। সেদিন আপনাব নাড়ী দেখার পর থেকেই ক'দিন খুব ভাবনায় ছিলুম। কিন্তু এত কাজের চাপ মোটে দেখতে আসার সময় করতে পারি নি।

অনন্ত! ধন্যবাদ!

অলকা। (অনন্তর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া) কেন?

অনন্ত। (বিস্মিত)—আপনি কষ্ট করে দেখতে এসেছেন—

অলকা। কাকে দেখতে এসেছি ?

অনন্ত। (বিব্রতভাবে)…এঁকে…মানে আমার বন্ধু কুবেরকে—

অলকা। তাহলে ধন্যবাদটা ওঁরই দেওয়া উচিৎ। (অন্য স্বরে) কিন্তু…(কুবেরকে) আপনি ত' আমাকে বসতেও বল্লেন না।

কুবের। (লজ্জা পাইয়া) বসুন, অলকাদেবী !

অলকা। (বসিতে বসিতে) ধন্যবাদ ! সেদিন কতক্ষণে সুস্থ বোধ করলেন ?

কুবের। একটু পরেই। আমার ভাগ্নী…জয়ন্তী…সেই যে, যে মেয়েটিকে সেদিন দেখেছিলেন…ও আমার ধাত জানে ত' ! বাড়ীতে একটা ওষুধ ছিল—সেটা দিতেই কাজ হলো—

অলকা। আপনার ভাগ্নীটি বেশ মেয়ে ! খুব চালাকচতুর—! দেখতেও দিব্বি ! কই, তাকে ত' আজ দেখছি না—

কুবের। জয়ন্তী ভেতরেই আছে। ওর নাচের tutor এখনই আসবে কি না—

অলকা। জয়ন্তী তাহলে নাচ শিখছে ! গানের tutorও নিশ্চয়ই আছে—

কুবের। না। এতদিন নিজে নিজেই শিখছিল। তারপর, আমার এই বন্ধু, (অনন্তকে দেখাইয়া) অনন্ত, ওই বললে একজন ভাল টিউটর রাখতে—তাই কাগজে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়েছি—

অলকা। (অনন্তর দিকে চাহিয়া) বন্ধু আপনার ভাল কথাই বলেছেন—

অনন্ত। সাধারণতঃ বন্ধুটী ভাল কথাই বলে। কেবল 'ধন্যবাদ'টা বেকাদায় বলে ফেলেছিল ! আশা করি তার জন্যে মার্জ্জনা পেতে তার দেরী হবে না।

অলকা। আমাকে আর লজ্জা দেবেন না, অনন্তবাবু! কী জানেন, স্কুলের মেয়েদের বকে বকে মেজাজটাই কড়া হয়ে গেছে—

অনন্ত। (হাসিয়া) না না, মন আপনার বেশ নরম।

অলকা। (খুসী) আপনি কী করে জানলেন?

অনন্ত। তা না হলে আপনি ওঁকে দেখতে আসবেন কেন? সেদিন ত' আরও ক'জন আপনার সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা ত' কই খোঁজ নেন নি—

অলকা। (সলজ্জ হাসি) কী জানেন, অনন্তবাবু, মনটা আমার নরম, মেজাজটা কড়া—

অনন্ত। (খানিকক্ষণ স্থির ভাবে দেখিয়া) তবে আর বেশীদিন কড়া থাকবে না—

অলকা। কী করে জানলেন?

অনন্ত। (হাসিয়া) ও আমরা জানতে পারি···

(অলকা বুঝিতে পারে না)

কুবের। অনন্ত জ্যোতিষ চর্চ্চা করে। হাত দেখতে পারে।

অলকা। আপনি হাত দেখতে পারেন।

কুবের। ওর দস্তুরমত চেম্বার আছে! সেখানের ভীড় যদি আপনি দেখেন—

অলকা। (ডান হাত বাড়াইয়া দিয়া) দেখুন না আমার হাতটা একবার, অনন্তবাবু—

অনন্ত। ডান হাত নয়। বাঁ হাত। (অলকা বাঁ হাত দেয়)···কী দেখব বলুন।

অলকা। (সলজ্জ হাসি) আপনার যা ইচ্ছে।

অনন্ত। তা কখনও হয়? আপনি কী জানতে চান বলুন।

অলকা। (সলজ্জ) ঐ যে···আপনি বল্লেন···মেজাজ নরম হবে!···কবে হবে?

অনন্ত। (হাসিয়া) বুঝেচি। (হাত পরীক্ষা করিয়া)—যা বলেছি ঠিক তাই —

অলকা। (ব্যগ্রভাবে) কী ?

অনন্ত। এই দেখুন। আপনার এই কনিষ্ঠার মূলদেশে, বুধের কেন্দ্রকে বিদীর্ণ করে এই যে দ্বিশিরা দেখা যাচ্চে·· এর সঙ্গে এই যে আয়ুরেখা, এর দূরত্বের মাপ কতখানি, দেখতে পাচ্চেন ?

(অনন্ত দেখায়। অলকা নীচু হইয়া দেখার চেষ্টা করে)

অলকা। (ঝুঁকিয়া পড়িয়া) কই না ত'—

অনন্ত। (কুবেরকে) আচ্ছা, কুবের তুমি দেখ ত'—

(কুবের নীচু হইয়া দেখার চেষ্টা করিতেই অলকার সহিত মাথা ঠোকাঠুকি হয়)

কুবের। উঃ।

(মাথায় হাত বুলাইতে থাকে। অলকা লজ্জিত, বিব্রত)

অনন্ত। (কুবেরকে কপালে হাত বুলাইতে দেখিয়া) না, এখনও শিঙ বেরোয় নি।

কুবের। (ভয় পাইয়া) শিঙ্ ?

অনন্ত। হ্যাঁ। শিঙ, বেরুবে। আর একবার ঠোকাঠুকি কর — নয় ত' বেরুবে, দুজনেরই।

অলকা। (ভয় পাইয়া) ও মা, সে কি! শিঙ বেরুবে কী ?

অনন্ত। খণার বচনে তো তাই বলে।

অলকা। তাহলে ?

অনন্ত। আর একবার ঠোকাঠুকি করুন। কোন উপায় নেই। কুবের।

কুবের। বলছ। (অলকাকে) তাহলে আসুন।

অলকা। কিন্তু খুব আস্তে।

(কুবেরের সহিত মাথা ঠোকাঠুকি করে)

উঃ !

অনন্ত। (হাসিয়া) ঠিক আছে। এইবার দেখুন, অলকাদেবী··· এই যে বুধের ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে যে ধিশিরা গেছে সেটা থেকে আপনার আয়ুরেখা মোটেই দূরে নয়। এটাই হোলো লক্ষণ যে আপনার মধুরভাব আসার সময় প্রায় এসে পড়েছে—

অলকা। (খুসী) মধুরভাব !

অনন্ত। হ্যাঁ। সময় এসেছে···খুবই কাছে এসেছে, যদি না—

অলকা। (হতাশ) এর মধ্যে আবার 'যদি না' আছে ?

অনন্ত। হ্যাঁ। ···যদি না ইতিমধ্যে শনি প্রকট হয়ে ওঠে—

অলকা। (হাত টানিয়া লইয়া) তাহলে হোলো না। শনি অনেক দিন থেকেই আমাব পেছু নিয়েছে ! (কুবেরকে) এক কাপ চা খাওয়াবেন কুবের বাবু ? গলাটা শুকিয়ে গেছে।

কুবের। (ডাক দেয়) গজানন !

গজা। (ভিতর হইতে) যাই—

অলকা। (দীর্ঘশ্বাস) কুবেরবাবু, আপনি ভাল আছেন চোখে দেখে গেলুম—এই যথেষ্ট ! (অনন্তকে) আর অনন্তবাবু, আপনার সঙ্গে আলাপ হোলো, সেও খুব আনন্দের কথা !. মাঝে মাঝে আপনার চেম্বারে গিয়ে বিরক্ত করবো।

অনন্ত। না না বিরক্ত করবেন কেন ? গিয়ে বরঞ্চ আমায় খুসীই করবেন ! এই যে গজানন—

(গজানন একেবারে চা লইয়া প্রবেশ করে)

অলকা। একেবারে চা নিয়ে এসেছ, গজানন ?

গজা। (একগাল হাসি) কখন কী দিতে হয় আমি সব জানি, ডাক্তার মাসীমা!

(চায়ের ট্রে টেবিলের উপর রাখে)

অলকা। ডাক্তার মাসীমা!

কুবের। সেদিন আপনি আমার নাড়ী দেখেছিলেন—সেই থেকে গজানন আপনাকে ঐ নাম দিয়েছে—

(গজানন হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়)

অলকা। ডাক্তার মাসীমা! (বলিয়াই সজোরে হাসে। তারপর লজ্জা পাইয়া) ছিঃ ছিঃ! কী অসভ্যের মত হাসলুম বলুন ত'!

কুবের। না না, হাসি ত' ভাল জিনিষ!

অনন্ত। জানেন অলকাদেবী, বন্ধুটী আমাব ঐ কথা বলছে বটে, নিজে কিন্তু মোটে হাসে না। দিনরাত বসে বসে কী সব ভাবে—

অলকা। কী ভাবেন আপনি?

অনন্ত। ওর ভাবনার কী মাথামুণ্ডু আছে? লোকে যে জন্যে বেশী ভাবে, অর্থাৎ টাকা…তার অভাব ওর নেই! তার ওপর নিজে bachelor…কোন ঝামেলা নেই। অথচ দিনরাত মুখ গোমড়া করে থাকে! আপনি আজ এসেছেন তাই ওকে একটু হাসি হাসি দেখছি ··

অলকা। দেখুন, আমারও তাই। এই আপনাদের সঙ্গে বসে একটু গল্পসল্প করছি তাই হাসতে পারছি। ন না হলে স্কুলের মেয়েদের বকতে বকতে হাসি ভুলেই গেছি!…আজ অনেকদিন পর হো-হো করে হাসলুম।

কুবের। হাসতে আপনার ভাল লাগে?

অলকা। হাসতে কার না ভাল লাগে বলুন? কিন্তু হাসতে পাই কই?

কুবের। জয়ন্তী, আমার ভাগ্নী···ও খুব হাসাতে পারে। আর নিজেও ভারী হাসিখুসী।

অনন্ত। মানে, মামার ঠিক উল্টো। আবার, জানেন অলকাদেবী, আমার ভাগ্নেটী আমার উল্টো। আমি কী রকম দেখছেন ত'? আর আমার ভাগ্নেটী মনে করে যে হাসলে বুঝি একটা মস্ত অন্যায় করা হয়—

অলকা। আমি কিন্তু সে রকম নয়। খুব হাসতে চাই, কিন্তু লোক পাই না যার সঙ্গে একটু মন খুলে হাসতে পারি—

অনন্ত। আপনি সত্যি হাসতে চান?

অলকা। খুব চাই।

অনন্ত। তা হলে আপনি জয়ন্তীর সঙ্গে রোজ ঘণ্টা দুই করে বসুন ···দেখবেন হাসি কাকে বলে!···ওর music lesson এর ভারটা আপনিই নিন! কী বল কুবের?

(অলকা মনে মনে খুসী হয়)

কুবের। উনি কী রাজী হবেন? (অলকার দিকে চায়। অলকা চুপ করিয়া থাকে)

(হঠাৎ) নেবেন অলকাদেবী আমার সে ভার?

অলকা। আপনার ভার?

অনন্ত। ওর···মানে, ও বলছে ওর ভাগ্নী, জয়ন্তীর—

কুবের। হ্যাঁ, জয়ন্তীর ভার নিলেই আমার ভার নেওয়া হোলো। মানে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গেলুম!

অনন্ত। আপনি আর ইতস্ততঃ করবেন না, অলকাদেবী—

অলকা। আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন, কুবেরবাবু। আপনাকে দেখতে এসে আপনার ভাগ্নীর মাষ্টারী করতে আরম্ভ করে দেব! আমার লজ্জা লজ্জা করছে!

অনন্ত। এতে কোনো লজ্জা নেই, অলকাদেবী! জয়ন্তীরও গান শেখা হবে আর আপনিও হেসে বাঁচবেন! আপনি ত' বল্লেন আপনি হাসতে চান! দেখবেন, জয়ন্তী কী রকম হাসাবে!...আপনি খুব হাসবেন—

অলকা। (কুবেরকে দেখাইয়া) আর উনি? উনি হাসবেন না?

অনন্ত। (হাসিয়া) উনি? হ্যাঁ আপনার উনিও হাসবেন!... নিশ্চয়ই হাসবেন—আপনি হাসবেন, আপনার উনি হাসবেন, আমি হাসবো, আমরা সবাই হাসবো।... হো হো করে হাসবো।

(বলিয়া অনন্ত হাসে। ওরাও হাসিতে যোগ দেয়। ওদের হাসির মাঝে প্রবেশ করে বিণি। অলকাকে দেখিয়া বিস্মিত হয়। অলকাও সমান বিস্মিত হয় বিণিকে দেখিয়া)

বিণি। (বিস্মিত) মাসীমা!

অলকা। (বিস্মিত) বিণি!

(কুবের ও অনন্ত বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চায়)

তৃতীয় দৃশ্য

জয়ন্তীর ঘর। অপরাহ্ন, প্রায় ছটা।

[জয়ন্তীর কলেজের বন্ধু অজয় বসিয়া একটি ম্যাগাজিন পড়িতেছে অজয় বাঙলায় এম্, এ পড়ে। সুন্দর চেহারা—অত্যন্ত স্মার্ট। পরণে দামী স্যুট। শঙ্করের বিপরীত। প্রবেশ করে জয়ন্তী। বাহিরে যাওয়ার জন্য বিশেষ করিয়া প্রসাধন করিয়াছে]

জয়ন্তী। (হাসিতে হাসিতে) I'm so sorry, জয়! তোমায় অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি—

অজয়। That's all right, জয়! মন যাকে চায় তার জন্যে প্রতীক্ষা করা যে কত মধুর তা যদি তুমি জানতে জয়, তাহলে এ কথা বলতে না! তুমি আসছ…তুমি আসছ…তুমি আসছ!—এই যে কল্পনা, এতেই ত' আনন্দ!

জয়ন্তী। (সকৌতুকে) তাই না কি?

অজয়। নিশ্চয়! তুমি যতক্ষণ আসনি আমি চোখ বুজে কল্পনা করছি—

জয়ন্তী। কী?

অজয়। তোমার রোমাঞ্চকর প্রসাধন চিত্র—

জয়ন্তী। রোমাঞ্চকর প্রসাধন?

অজয়। নিশ্চয়ই!

(অজয় বলিতে আরম্ভ করে। জয়ন্তী মূক অভিনয়ে নৃত্যের ভঙ্গীতে সে বর্ণনাকে রূপ দেয়)

অজয়। আমি কল্পনার চোখে দেখছি তুমি showerটা খুলে দিলে! ওটা কালিদাসের কালের 'ধারাযন্ত্রের' আধুনিক সংস্করণ!…স্নিগ্ধস্নানে সে তোমাকে করলে রমনীয়!.. বসলে তুমি গিয়ে "মুকুরখানি সামনে নিয়ে"—অর্থাৎ, তোমার ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে।

জয়ন্তী। আচ্ছা! বলে যাও!

অজয়। আয়নায় নিজের রূপ দেখতে দেখতে ফুটে উঠলো হাসির রেখা তোমার ঐ অধর কোণে!

জয়ন্তী। চমৎকার।

অজয়। এলিয়ে পড়েছে তোমার পিঠভরে মেঘের মত কালো ঘন চুল! চাঁপাফুলের মত ঐ অঙ্গুলির নিপুণসঞ্চালনে তুমি রচনা করলে সর্পিল একটি বেণী!

জয়ন্তী। আরে ছিঃ ছিঃ! সেই পুরোনো বেণী! Sky-scraper কী cabbage type hair-do নয়?

অজয়। For Heavens' sake, জয়!…ওর মধ্যে কোনো poetry নেই!

জয়ন্তী। বেশ! তারপর?

অজয়। তারপর কালিদাসের নায়িকার 'লোধ্রফুলের শুভ্ররেণু'… অর্থাৎ মুখে উপর বুলিয়ে দিলে আলতো করে নরম পাউডারের 'পাফ'টি!

জয়ন্তী। দিলুম। তারপর?

অজয়। তারপর দুটি আঙ্গুলের মাঝে লিপষ্টিকটা ধরে টানলে সূক্ষ্ম একটা রেখা তোমার ঐ পাতলা ঠোঁটের ওপর।…দিলে মৃদু চাপ …দুই ঠোঁটে হোলো কোলাকুলি…লালে হয়ে গেল লাল!

জয়ন্তী। এখানেই শেষ না কি?

অজয়। উঁহু! লালের পর কালো!

জয়ন্তী। সে কোথায়?

অজয়। তোমার ঐ ভাসাভাসা দুটী চোখে! দিলে টেনে কালো কাজলের রেখা!

জয়ন্তী। এর পরেও আছে না কি?

অজয়। এলো eye-brow pencil! দেখতে দেখতে ভ্রূ চলে এলো কানের কাছে!

জয়ন্তী। (হাসিতে হাসিতে) আর আমি চলে এলুম তোমার কাছে—সিনেমা যাবো বলে!

অজয়। তখন আমি বল্লুম—

হে নিরুপমা

আজি চপলতা যদি ঘটে করিও ক্ষমা।

(প্রবেশ করে শঙ্কর—এই কবিতাটী বলার মাঝখানে)

জয়ন্তী। (শঙ্করকে দেখিয়া) শঙ্করদা কখন এলে?

শঙ্কর। (গম্ভীর) এই আসছি। তুমি কী বেরুচ্ছ?

জয়ন্তী। আজ একটু অজয়ের সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছি, শঙ্করদা! Sorry! তোমাদের আলাপ করিয়ে দেওয়া হয় নি!...অজয় মিত্র, আমাদের সঙ্গে P. G. তে পড়ে, বাঙলায় এম, এ দেবে! আর শঙ্করদা, এর কথা তোমায় ত' আগেই বলেছি, অজয়!...শঙ্করদা এ বছর I.A.S. দেবে—

অজয়। নমস্কার!

শঙ্কর। নমস্কার! (জয়ন্তীকে) সিনেমায় যাচ্ছ?

জয়ন্তী। একটা খুব ভাল ছবি 'Elite'এ এসেছে—

অজয়। A Street Car Named Desire—আপনি দেখেছেন?

শঙ্কর। না।

অজয়। দেখেন নি? Tennesse Williamsএর কী বই দেখেছেন? Summer Smoke?—A Cat On A Hot Tin Roof?

শঙ্কর। না।

অজয়। Eugene O'neillএর Oh! Wilderness!—কিংবা Desire Under The Elms?

শঙ্কর। না।

অজয়। Strange! একখানাও দেখেন নি? Arthur Williams এর Death of a Salesman নিশ্চয়ই দেখেছেন—

শঙ্কর। না।

অজয়। আশ্চর্য! অথচ I. A. S. দিতে যাচ্ছেন।

শঙ্কর। দুটোর মধ্যে যোগটা কী ঠিক বুঝতে পারলুম না।

অজয়। (হাসিয়া) একেবারে Vivaর সময় বুঝবেন। Fox Tort জানেন?

শঙ্কর। না।

অজয়। Belly Twist দেখেছেন ?

শঙ্কর। না।

অজয়। Embassy, Princess, Mocambo, Blue Fox এ গেছেন ?

শঙ্কর। মাপ করবেন, Bluc Fox, Sly Fox কারুর সঙ্গেই পরিচয় নেই।

অজয়। Jazz King কে জানেন ?

শঙ্কর। না।

অজয়। শঙ্করবাবু, take my advice—এবার I. A. Sএ বসবেন না।

জয়ন্তী। No·· no·· জয়! Don't discourage him! শিলার দাদা গতবছর I. A. S. পেয়েছে! তার দৌড় আমি জানি।

অজয়। সব vegetable I. A. S.! যাক্ চল! ছটা বাজে! নমস্কার শঙ্করবাবু—

জয়ন্তী। শঙ্করদা please don't mind! অজয় একটু বেশী বকে! আসি, কেমন? তুমি কিন্তু চা না খেয়ে যেয়ো না! আমি গজাকে বলে গেছি!

(জয়ন্তী ও অজয় চলিয়া যায়। শঙ্কর একখানি বই দেখিতে থাকে। একটু পরে প্রবেশ করে বিণি। একই সময়ে ভিতর দিক হইতে প্রবেশ করে গজানন)

গজা। (বিণিকে দেখিয়া) ওঃ! আপনিও এসে গেছেন মাষ্টার মণি! ভালই হয়েছে। বসুন, চা নিয়ে আসি।

বিণি। নমস্কার শঙ্করবাবু। জয়ন্তী কোথা? (শঙ্কর জবাব দেয় না। গজাননকে) গজানন, তোমার দিদিমণি কোথা?

গজা। দিদিমণি অজয় দাদাবাবুর সঙ্গে সিনেমায় গেছেন

আপনাকে কাল আসতে বলে গিয়েছেন। আপনি বসুন, চা নিয়ে আসি—

রিণি। না, আজ আর চা খাবো না। তুমি যাও—

(গজানন চলিয়া যায়)

আপনি কতক্ষণ একলা বসে আছেন ?

(শঙ্করের পাশের চেয়ারে বসে)

শঙ্কর। এই খানিকটা।

রিণি। একলা থাকতে আপনার ভাল লাগে ?

শঙ্কর। মন্দ লাগে না।

রিণি। আমার কিন্তু মোটে ভাল লাগে না।

শঙ্কর। কেন ?

রিণি। যতরাজ্যের চিন্তা এসে মাথায় ভীড় করে।

শঙ্কর। কী চিন্তা ?

রিণি। অনেক রকম। তাই কোনো একজনের সঙ্গে বসে গল্প করতে ভাল লাগে—সময় কেটে যায়।

শঙ্কর। যে কোনো একজন হলেই হোলো ?

রিণি। হ্যাঁ…তাই।

শঙ্কর। কোনো বিশেষ লোকের দরকার নেই ?

রিণি। থাকলেই বা পাচ্ছি কোথা ? এই সেদিন সেই বর্ষার সন্ধ্যেবেলায় যেমন আপনাকে পেয়ে গেলুম !

শঙ্কর। আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে পথ চলতে আপনার ভাল লাগছিল ?

রিণি। খুব !...কেন, আপনার বুঝি ভাল লাগে নি ?

শঙ্কর। আমারও বেশ লাগছিল !

রিণি। অমাবস্যার অন্ধকার রাত…আকাশে মেঘ…ঝিপঝিপ করে

বৃষ্টি পড়ছে…পথঘাট জলে ভর্ত্তি…লোকজন বিশেষ কোথাও নেই! রাস্তার আলো পর্যন্ত নিভে গেছে…

শঙ্কর। আপনার ভয় করছিল না?

রিণি। ভয় করবে কেন? আপনি ত' সঙ্গে ছিলেন। তাছাড়া অন্ধকারকে আমি ভয় করি না।

শঙ্কর। অন্ধকারের মানুষকে?

রিণি। অন্ধকারের মানুষ আমি চিনি। সেদিন আপনার সঙ্গে পথ চলতে চলতে মনে হচ্ছিল এ পথ যদি না ফুরোয়—

শঙ্কর। তাই না কি?

রিণি। আপনি কিন্তু খুব সাবধানে আস্তে আস্তে চলছিলেন—

শঙ্কর। অন্ধকারে সাবধানেই পথ চলতে হয়—

রিণি। আপনি বড় বেশী সাবধানী! ঐটুকু পথ কতক্ষণে হাঁটলেন বলুন ত'?

শঙ্কর। আস্তে হাঁটার অন্য কারণও থাকতে পারে।

রিণি। কী কারণ?

শঙ্কর। নাই বা জানলেন—

রিণি। বলুন না।

শঙ্কর। কী হবে শুনে?

রিণি। শুনতে ভাল লাগবে বলে—

শঙ্কর। কী করে জানলেন ভাল লাগবে?

রিণি। ভাল লাগবে না এমন কথা ছেলেরা মেয়েদের বলে না।

শঙ্কর কী করে জানলেন?

রিণি। অনেক যে শুনেছি—

শঙ্কর। অনেক শুনেছেন?

রিণি। হ্যাঁ।

শঙ্কর। সে সব কী মিথ্যে ?

রিণি। সব মিথ্যে।

শঙ্কর। আমিও যদি তেমন একটা কিছু বলি ?

রিণি। ইচ্ছে হয়, বলবেন।

শঙ্কর। সেই মিথ্যেই শুনবেন ?

রিণি। হ্যাঁ, তাই শুনবো। তবু ত' কিছুক্ষণের জন্যে ভাল লাগবে। সেও লাভ !

শঙ্কর। সে কী ?

রিণি। হ্যাঁ। শুধু মিথ্যে শুনে না ভুললেই হোলো—

শঙ্কর। কিন্তু লোকে যে ভোলে—

রিণি। যারা ভোলে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা কম—

শঙ্কর। তোমার কী খুব বেশী ?...মাপ করবেন, হঠাৎ 'তুমি' বলে ফেলেছি—

রিণি। আপনি আমাকে 'তুমি'-ই বলবেন, শঙ্করবাবু—

শঙ্কর। তাহলে তুমিও আমাকে 'শঙ্করবাবু' বলতে পাবে না—

রিণি। কী বলবো ?

শঙ্কর। শঙ্করদা ! বয়েসে আমি বড়—

রিণি শুধু বছর গুণে কী বয়েস হিসেব হয় ?

শঙ্কর। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে রিণি, কোথায় যেন তোমার একটা ব্যথা...

রিণি। ও কথা এখন থাক, শঙ্করদা ! তোমার কাছে যা শুনতে চেয়েছি তাই বল।...কিন্তু এখানে আর নয়—

শঙ্কর। কোথায় যাবে ?

রিণি। চল না লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে—

শঙ্কর। (বাহিরে আকাশের দিকে দেখিয়া) কিন্তু আকাশে মেঘ যে বেশ ঘনিয়ে এসেছে। ..এখনি ঝড়বৃষ্টি স্বরু হয়ে যাবে—

বিণি। হোক না।

(পাশের বাড়ী হইতে রেডিওর গান ভাসিয়া আসে)

(রবীন্দ্রসঙ্গীত)

"আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার—"

(কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া শোনার পর ওরা দুজনে বাহির হইয়া যায়)

[মঞ্চে পর্দা নামে। প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার। গান চলিতে থাকে। গান শেষ হইলে পরের দৃশ্য স্বরু হয়।]

চতুর্থ দৃশ্য

জয়ন্তীর ঘর। সন্ধ্যা।

[অলকানন্দার কাছে জয়ন্তী গান শিখিতেছিল। একটী গান শেষ হওয়ার পর]

অলকা। না। জয়ন্তী। শেখার চাড় তোমার মোটেই নেই। আর তা না থাকলে কোনো কিছুই শেখা যায় না। এই কথাটা আমার Music Hall এর মেয়েদের বারবার বলি। ভেবেছিলুম তোমায় বলতে হবে না।

জয়ন্তী। কেন? যা সবাইকে বলেন তা আমাকে বলবেন না কেন?

অলকা। ছোট মেয়েদের যা বলতে হয় তোমার মত ধাড়ী মেয়েকেও তাই বলতে হবে?

জয়ন্তী। আমায় ধাড়ী মেয়ে বল্লেন। আমি মামাকে বলে দেব।

অলকা। এই দেখ! কী ছেলেমানুষ! সব কথা মামাকে লাগানো!

জয়ন্তী। তা না হলে আর কাকে বলবো ?

অলকা। তোমার মামা বুঝি বিয়ে করেন নি ?

জয়ন্তী। বিয়ে ! মামা মেয়ে দেখলে তেড়ে যায়—

অলকা। সে কী ?…কই আমায় ত' সে রকম তেড়ে আসেন নি—

জয়ন্তী। আপনাকে তেড়ে আসাব আগেই যে মামার নিজের নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছিল !

অলকা। কেন, সেদিন তুমি বাড়ী ছিলে না, আমি ফিরেই যাচ্ছিলুম। তোমার মামা দেখতে পেয়ে আমায় ডেকে কাছে বসালেন, কত গল্প কবলেন ! তেড়ে আসার মতন ত' মনে হোলো না—

জয়ন্তী। বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারবেন না।

অলকা। তাই বুঝি ?

জয়ন্তী। হ্যাঁ।…মামা আপনার সব খবর নিচ্ছিল ত' ?

অলকা। হুঁ।

জয়ন্তী। বলেছি !……এইবাব একদিন তেড়ে আসবে। খুব সাবধান !

অলকা। আচ্ছা। সাবধানেই থাকবো।.. তবে আমার ভয় কী ? তুমি ত' রয়েছ ! তুমি বলে দিও—"মামা, আমার গানের টীচার খুব ভাল লোক ! ওকে যেন কোনোদিন তেড়ে যেও না—"

জয়ন্তী। সে আমি বলবো। কিন্তু শুনলে হয় ! মামা যা বদমেজাজী লোক !

অলকা। অনেক বয়েস অবধি বিয়ে না করলে অমন হয়—

জয়ন্তী। মামার আর 'অনেক বয়েস' কোথা ? সবে ত' ৪৫—। আপনার কত ?

অলকা। আমার ?…আমার আর কত হবে ?

জয়ন্তী। চল্লিশ !

অলকা। না না! আমার এখনও ৩৫ই হয় নি! আচ্ছা, জয়ন্তী, আমাকে দেখলে কী বয়েস হয়েছে বলে মনে হয়?

জয়ন্তী। মোটেই না।

অলকা। তোমার মামা বিয়ে করেন নি কেন, জয়ন্তী?

জয়ন্তী। টাকা রোজগার করতে ব্যস্ত ছিল, সময় পায় নি। এদিকে যখন টাকা হোলো তখন বিয়েব বয়েস পেরিয়ে গেছে—

অলকা। কিন্তু জয়ন্তী, তুমি যে বললে পুরুষমানুষের ৪৫ বয়েসই নয়!

জয়ন্তী। সে ত' আমি বল্লুম! মামা যে মনে করে বুড়ো হয়ে গেছে…বিয়ের কোনো chanceই নেই!

অলকা। তা কেন? আজকাল ত' চল্লিশে কত মহিলাদেরই বিয়ে হচ্চে! এই ত' সেদিন, আমাব এক বন্ধু এক প্রোফেসরকে বিয়ে করলে—ভদ্রলোক ওকে পড়াতেন…বরের বয়েস ৩৭, কনের বয়েস ৪০! মেয়েদেরই যদি চল্লিশে বিয়ে হয় পুরুষেব ৪৫এ হবে না কেন?

জয়ন্তী। তাইত'…

অলকা। তোমার মামাকে বুঝিয়ে বোলো জয়ন্তী যে আশা ছেড়ে দেবার কোনো কারণ নেই। বোলো যে আমি বলেছি...না না, আমি বলেছি সে কথা বলার দরকার নে । এমনি বোলো যে কোনো কাজেই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়—

জয়ন্তী। হাল অবশ্য মামা ছাড়চে না, অন্ততঃ যতদিন অন্তুমামা পাশে আছে। অন্তুমামাকে জানেন ত'?

অলকা। ঐ ত' যিনি ভাল হাত দেখতে পারেন—

জয়ন্তী। হ্যাঁ। অন্তুমামা বলেছে যে আর দেরী নেই। অন্তু মামার কথা ঠিক মিলে যায়—

অলকা। যা বলেন সব মিলে যায়?

জয়ন্তী। প্রত্যেকটি! আমি অনেকবার দেখেছি।

অলকা। অন্তুবাবু আমার হাত দেখে একটা কথা বলেছেন। শুনবে?

জয়ন্তী। নিশ্চয়ই। কী কথা?

অলকা। (ইতস্ততঃ করে) বলবো?...বলেই ফেলি! তুমি কিন্তু কাউকে বোলো না।

জয়ন্তী। না না। কাউকে বলবো না।

অলকা। অন্তুবাবু বলেছেন, আমার...আমার ঠাণ্ডা হবার সময় হয়ে এসেছে—

জয়ন্তী। ...ঠাণ্ডা হবার সময়? কী সর্বনাশ!

অলকা। না না, সেরকম ঠাণ্ডা নয়। মানে, আমার temper-টা এবার নরম হবে! জানো জয়ন্তী, আমি নিজেই যেন টের পাচ্ছি যে ভেতরে ভেতরে আমি যেন কেমন নরম হয়ে আসছি।

জয়ন্তী। আমিও ক'দিন ধরে তাই লক্ষ্য করছি।

অলকা। আচ্ছা, কেন এমন হোলো বল ত'?

জয়ন্তী। বোধ হয় মামার সঙ্গে বসে গল্প সল্প করার জন্যে—

অলকা। আচ্ছা, জয়ন্তী, তোমার মামা আমার কথা কিছু বলেন?

জয়ন্তী। মামা ত' আজকাল আপনার কথা ছাড়া অন্য কথা বলেনই না।

অলকা। (খুসী) তাই নাকি? কী বলেন আমার কথা?

জয়ন্তী। বলবো। কিন্তু তার আগে আপনি আমার কথার জবাব দিন—

অলকা। কী কথা?

জয়ন্তী। রিনি সেন আপনার নিজের বোনের মেয়ে?

অলকা। কোনো বোনেরই নয়। মাসীমা বলে যেমন স্কুলের জুনিয়র টীচাররা বলে! রিণি Alakan Music Hall এর নাচের টীচার।

জয়ন্তী। আপনার সঙ্গে ওর কোনো সম্বন্ধই নেই?

অলকা। না। তবে আমি ওকে বেশ ভাল করেই জানি। বেশ মেয়ে—

জয়ন্তী। ওর সঙ্গে কী কোনো একটী ছেলেকে দেখেছেন?

অলকা। কিছুদিন থেকে একটী ছেলেকে দেখছি বটে। বেশ সুন্দর চেহারা—ভালমানুষ ভালমানুষ দেখতে। কী নাম যেন বল্লে সেদিন। ও, হ্যাঁ, শঙ্কর।

জয়ন্তী। তার সঙ্গে রিনির কী সম্পর্ক জানেন?

অলকা। শঙ্করের কাছে রিনি পড়ছে প্রাইভেটে B.A. দেবে বলে।

জয়ন্তী। ঠিক জানেন?

অলকা। বাঃ! আমারই স্কুলের একটা ঘরে বসে ত' ওরা পড়াশোনা করে। রিনির বাসায় সুবিধে মত ঘর নেই বলে আমিই এই বন্দোবস্ত করে দিয়েছি।

জয়ন্তী। ওঃ।

(প্রবেশ করে অজয়)

অজয়। Sorry, disturb করলুম। (অলকাকে) আপনার গান শেখানো হোলো?

অলকা। (হাসিয়া) অনেকক্ষণ হয়ে গেছে—

জয়ন্তী। (গম্ভীর) অজয়, তোমার এত দেরী?

অজয়। (জয়ন্তীর অস্বাভাবিক স্বরে বিস্মিত) দেরী! না, ঠিক সময়েই ত' এসেছি।

জয়ন্তী। না, তোমার দেরী হয়েছে।…চলো।

(জয়ন্তী আগে যায়, পিছনে অজয়)

অলকা। (আন্দাজ করিতে না পারিয়া)—ব্যাপারটা কী হোলো ?—ওঃ।

(একটু পরে আন্দাজ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। বাহির হইতে প্রবেশ করে কুবের)

কুবের। নমস্কার! চলে যাচ্ছেন না কি ?

অলকা। হ্যাঁ। জয়ন্তী ত' আজও বেশীক্ষণ শিখলো না।

কুবের। জয়ন্তী গেল কোথা ?

অলকা। অজয়ের সঙ্গে এইমাত্র বেরিয়ে গেল—

কুবের অজয়! ঠিক জানেন ?

অলকা। হ্যাঁ। জয়ন্তী ছেলেটাকে ধমক দিলে—"অজয়! তোমাব এত দেরী ?"

কুবের। ধমক দিলে ? আবার তাবই সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

অলকা। হ্যাঁ।

কুবেব। (চিন্তিত) ..তাই ত'!

অলকা। কী ভাবছেন ?

কুবের। ভাবছি কেন এমন হয় ?

অলকা। কী হয় ?

কুবের। লোকে ভাবে এক, হয় আর...

অলকা। আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি—

কুবেব। আশ্চর্য্য ত'। আপনাব আমার ভাবনা এক লাইনে যাচ্ছে না কি ?

অলকা। আপনি নিশ্চয় জয়ন্তীব কথা ভাবছেন—

কুবের। ঠিক বলেছেন—

অলকা। আমিও তাই।

কুবের। জয়ন্তীর কথা আপনি কী ভাবছেন ?

অলকা। ভাবছি ঐ ছেলেটার সঙ্গে অমন করে ও বেরিয়ে গেল কেন? চোখ মুখে যেন কেমন একটা ভাব—

কুবের। ঐ ছেলেটা মানে, অজয়?

অলকা। হ্যাঁ।

কুবের। অথচ, জানেন অলকাদেবী, আমি চেয়ে ছিলুম যদি শঙ্করের দিকে ওর মনটা—

অলকা। কে শঙ্কর?

কুবের। আমার বন্ধু অনন্তর ভাগ্নে।

অলকা। বিনি যার কাছে পড়ছে? বিনি সেন, জয়ন্তীর নাচের টীচার—

কুবের। শঙ্কর বিনি সেনকে পড়াচ্চে?

অলকা। আমার স্কুলের ঘরে বসেই off-period এ বিণি শঙ্করের কাছে পড়ে। আর দারোয়ানের কাছে শুনেছি শঙ্কর অনেকক্ষণ ধরে পড়ায়—

কুবের। শুধু পড়ায় না, অনেকক্ষণ ধরে পড়ায়। তাহলেই হয়েছে।

অলকা। কী হোলো?

কুবের। সব গোলমাল হয়ে গেল। হিসেব মত কিছুই হোলো না। শঙ্কর জয়ন্তীকে অনেকক্ষণ না পড়িয়ে বিনি সেনকে অনেকক্ষণ পড়াচ্চে। জয়ন্তী শঙ্করের সঙ্গে বেড়াতে না গিয়ে অজয়ের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্চে। কিস্তী মাৎ হোলো না।

অলকা। কুবেরবাবু, এ যে মনের খেলা, দাবার খেলা ত' নয় যে আগে থেকে চাল ঠিক করে রাখবেন···ঘর হিসেব করে ঘুঁটী চালবেন!

কুবের। অন্তত তাই বলছিল।

অলকা। মন চলে আপনার নিয়মে। সে ত' কোনো গার্জ্জেনের কথা শোনে না। জোর করে শোনাতে গেলে উল্টো ফল হবে—

কুবের। আপনি এত কথা জানলেন কী করে ?

অলকা। এ ত' সহজ কথা ! আপনি জানেন না ?

কুবের। না। আমার মনকে কড়া শাসনে আমি এতদিন একটা কাজে লাগিয়ে রেখেছিলুম। সে শাসন আমার মন মেনেছে—

অলকা। সেটা কী কাজ ?

কুবের। ব্যবসায় টাকা রোজগার ! মনকে শক্ত করে দিনরাত পরিশ্রম করেছি—

অলকা। দুটো একেবারে আলাদা জিনিষ, কুবেরবাবু।

কুবের। কোন দুটো ?

অলকা। টাকা রোজগার···আর···(ইতস্ততঃ করে)

কুবের। আর কী ?

অলকা। (লজ্জা) সে আমি বলতে পারবো না।

কুবের। কেন ?

অলকা। লজ্জা করে—

কুবের। (বিস্মিত) লজ্জা ?

অলকা। হ্যাঁ। আপনার সামনে সে কথা কী করে বলবো ?

কুবের। তাতে কী হয়েছে ? আমি ত' কাউকে বলতে যাচ্চি না। বলুন।

অলকা। না।

কুবের। না কেন ?

অলকা। (সলজ্জ) আপনি বুঝতে পারছেন না বুঝি ?

কুবের। না।

অলকা। খুব পারছেন। আপনার খালি দুষ্টুমি ! আমায় লজ্জায় ফেলতে চান—(একটু পরে) ভালবাসার কথা জানেন না বুঝি ?

কুবের। ভালবাসা! কী করে জানবো? কখনও ত' ও লাইনে যাই নি।

অলকা। আমি বুঝি গেছি?

কুবের। যান নি বুঝি?

অলকা। (সলজ্জ) এর আগে কী কখনও গেছি?

কুবের। এঁ্যা! এর আগে! ..মানে?.. ওঃ! বুঝেচি!

(কুবের ও অলকা দুজনেই হাসিয়া উঠে—লজ্জা মেশানো হাসি)

পঞ্চম দৃশ্য

অনন্তর জ্যোতিষ চর্চ্চার চেম্বার। পরের দিন সন্ধ্যা।

[রক্তাম্বরধারী অনন্তেশ্বর একটি চৌকীর উপর ধ্যানস্থ। অপেক্ষা করিতেছে রেস-কোর্সের জুয়াড়ী রাখাল হালদার। অনন্ত ধ্যানশেষ করিয়া কালির পটের সামনে গিয়া প্রণাম করিল। তাহার পর "তারা! তারা" বলিতে বলিতে তক্তার উপর গিয়া বসিল। চেম্বারটি জ্যোতিষীর ব্যবসায়ের মত করিয়াই সাজানো। অনন্তর হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে সিঁদুরের বড় টিপ।]

অনন্ত। (কালি প্রণামান্তে) তারা! তারা! মা!

(তক্তায় আসিয়া বসিল)

(অনন্ত বসার সঙ্গে সঙ্গেই রাখাল হালদার উঠিয়া গিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। রাখাল কিঞ্চিৎ মদ্যপান করিয়াছে)

রাখাল। বাবা! (অনন্তর পা জড়াইয়া ধরে)

অনন্ত। কে?

রাখাল। আমি রাখাল হালদার!

অনন্ত। এ কী! পা জড়িয়ে ধরছেন কেন?

রাখাল। (সুরাপানজনিত জড়িতকণ্ঠে) বাবা! আমি বড় অভাগা! বড অন্যায় করেছি বাবা!…(উঠিয়া) এই নিন! আমার কানটা মলে দিন—

অনন্ত। (মুখে গন্ধ পাইয়া) সন্ধ্যেবেলাই চডিয়েছেন দেখছি!

রাখাল। কী বল্লেন?

অনন্ত। বলছি সন্ধ্যে বেলাতেই সুরাপান করেছেন?

রাখাল। (জিব কাটিয়া, সুরে) "সুরাপান করি না মাগো, সুধা খাই জয় কালি বলে।" ভুলে থাকবো বলে বাবা। বড দাগা পেয়েছি! (পায়ে মাথা ঠোকে)

অনন্ত। আঃ! কী হচ্ছে কী? এখনই লোকজন আসবে! কী হয়েছে, তাই বলুন।…কী চান?

(রাখাল পা ছাড়িয়া চোখ মুছিতে মুছিতে)

রাখাল। গত হপ্তায় বড ঠকেছি বাবা!…আপনি Blue Flash ধরতে বলেছিলেন আমি Golden Eagle ধরেছিলুম! আপনার কথা অমান্য করেছি বাবা! Blue Flash ফাষ্ট´ হোলো, Golden Eagle ফ্ল্যাট! অনেক টাকায় ঘা খেয়েছি বাবা!

অনন্ত। আমার কথা শোনেন নি, ঘা খেয়েছেন! এখন আমি কী করবো?

রাখাল। কালকের টিপ্‌টা দিয়ে দিন বাবা! আর আমি অবাধ্য হবো না। এবার যা বলবেন বাপের সুপুত্তুরের মত তাই করবো।

অনন্ত। যা বলবো তাই করবেন?

রাখাল। হ্যাঁ বাবা! আপনি আমার গুরু!

অনন্ত। তাহলে আমি বলি ঘোডাবাজী ছেড়ে দিন—

রাখাল। অমন বেয়াড়া কথা কেন কইছেন বাবা? রাত্রে যে ঘুম হবে না! ঘোড়ায় আমায় খেয়েছে বাবা! আমি এবার ঘোড়াকে

খাবো! আপনি পায়ের ধুলো দিন বাবা! (এক খাবলা লইয়া মাথায় দেয়) অনেক কষ্টে আপনার খোঁজ পেয়েছি! আপনার টিপ্ নিয়ে কুবের মল্লিক লটারীর ওপর লটারী পায়! আমি সব শুনেছি! এড়িয়ে গেলে চলবে না বাবা!...এই আমি শ্রীচরণে হত্যে দিলুম—

অনন্ত। (পা সরাইয়া লইয়া) না না হত্যে দিতে হবে না—

রাখাল। তবে বলুন, কাল কী খেলবো? এই যে বই...

(রেসিং গাইড দেয়)

অনন্ত। (বই লইয়া) দেখুন রাখালবাবু, নেহাৎ পেড়াপীড়ি করলেন বলে গত শনিবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যা হোক একটা বলে দিয়েছিলুম! ঘোড়াবাজী মা' ঠিক পছন্দ করেন না! তাই কিছু বলতেও চান না! আর আমিও—

রাখাল। এ শুধু আমাকে বঞ্চনা করার জন্যে বলছেন বাবা! আপনার কাছে ঘোড়ার নিজের মুখের খবর আছে, আমি জানি।

অনন্ত। কী করে জানলেন?

রাখাল। তা না হলে Blue Flash...যার বাবার খোঁজ নেই, কোন রেকর্ড পর্যন্ত নেই, সেই হোলো ফার্ষ্ট! আর Golden Eagle... Quick Silver এর পয়লা বাচ্ছা ...তিন তিনবার President's Cup মারনেওয়ালা, সে nowhere!...তার ওপর Bill Johnson এর মত ঘাগী জকি! আমি কোনো কথা শুনছি না বাবা! বলতেই হবে! আমি বড় অভাগা!

(কাঁদিতে সুরু করে)

অনন্ত। থাক্ থাক্! আর কাঁদবেন না! দেখি মা কী বলেন—

রাখাল। (কালীর পটের সামনে গিয়া) মা'কে একটু জানাবেন বাবা! আমি তাঁর অভাগা সন্তান! কুপুত্র যগুপি হয় কুমাতা কখনও নয়! বাবা! আপনি জিজ্ঞেস করলে মা ঠিক বলে দেবে।

অনন্ত। দেখি!…কাল সকালে একবার আসবেন।

রাখাল। (উঠিয়া) এই নিন বাবা, মা'র পুজো! (দিল)

অনন্ত। (গুনিয়া) এ কী! মোটে সওয়া পাঁচ আনা!

রাখাল। এখন সওয়া পাঁচ আনাই দিলুম বাবা!…নয়া পয়সায় কত হয় ঠিক মিলিয়ে দেবেন বাবা! (আরও কিছু খুচরা দেয়)—মা'কে আমি ঠকাবো না বাবা!…যা পকেটে ছিল সব মা'কে দিলুম! মা! (পকেট দেখায়) মা! সন্তানকে দেখো মা! যদি পাইয়ে দাও, জোড়া পাঁঠা দেব মা! বাবা! মা'কে ভক্তি করে জানাবেন—'মা রাখালকে treble tote লাগিয়ে দাও!'

(উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে করিতে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া যায়)

অনন্ত। তারা! তারা!

(রেসিং গাইড দেখিতে থাকে। একটু পরে এধার ওধার সতর্কভাবে দেখিতে দেখিতে প্রবেশ করে মাধবী, বামাচরণের কন্যা)

মাধবী। (দরজার কাছ হইতে) ভেতরে আসবো?

অনন্ত। কে?

মাধবী। আমি মাধবী গুপ্ত।

অনন্ত। এসো।

মাধবী। (ভিতরে আসিয়া) আমার মাদুলিটা হয়েছে?

অনন্ত। তোমার পরীক্ষা পাশের মাদুলী না?

মাধবী। হ্যাঁ। আপনি তৈরী করে রাখবেন বলেছিলেন।

অনন্ত। (হাসিয়া) রেখেছি।

মাধবী। পরলে ঠিক পাশ ত'?

অনন্ত। সকলই মা'র ইচ্ছা! তারা! তারা!

মাধবী। আমি কিন্তু পড়াশোনা কিছুই করি নি। গতবার 'ফেল' করেছি…কলেজের দুবছরের মাইনে, টিউটোরিয়াল হোমের 'ফী', সব

জলে গেছে। বাবা ভীষণ রেগে আছে। এবার পাশ না করলে বক্ষে রাখবে না—

অনন্ত। মনে বিশ্বাস রেখে মাদুলী ধারণ কর। বিশ্বাস না থাকলে কিন্তু কোনো কাজ হবে না। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু'…

মাধবী। গণেশ টিউটোরিয়ল হোমে খুব বিশ্বাস করেছিলুম। সিদ্ধিদাতাকে রোজ প্রণাম করতুম। কিন্তু সিদ্ধি ত' হোলো না—

অনন্ত (হাসিয়া) মাদুলী আর টিউটোরিয়ল হোম।·দু'য়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। মাদুলী মাতৃদত্ত দৈবশক্তি। (প্রণাম করিয়া, বাহির করে। মাদুলাটি মাধবীকে দেখাইয়া) এ মন্ত্রঃপূত।

মাধবী। (সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া) দিন।

অনন্ত। দেব বলেই প্রস্তুত করে রেখেছি। নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছ ত'?

মাধবী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অনন্ত। আজ প্রাতে গঙ্গাস্নান করেছ?

মাধবী। করেছি।

অনন্ত। সারাদিন উপবাসে আছ?

মাধবী। শুধু গঙ্গাজলে তৈরী চা, চিনি না দিয়ে, সাতকাপ খেয়েছি।

অনন্ত। তাতে দোষ নেই। আসামের চা ত'… দার্জিলিং এর নয়?

মাধবী। হ্যাঁ।

অনন্ত। আসামের চা কামাখ্যাদেবীর চরণে উৎসর্গিত। বেশ! তাহলে এবার তোমার হাতটি দাও, পরিয়ে দি।

মাধবী। হাতে পরাতে হবে?

অনন্ত। মাদুলী ত' হাতেই ধারণ করতে হয়। না হয় গলায়।

মাধবী। গলায় মাদুলী! অত বড়? Low-cut ব্লাউস পরলে দেখা যাবে যে।

অনন্ত। তাহলে হাতেই পর। এসো!

মাধবী। (ভাবিয়া) Sleeveless পরবো কী করে ?

অনন্ত। তাহলে বল কোথায় ধারণ করবে ?

মাধবী। ধারণ না করে যদি বাক্সে রেখে দি! আর রোজ সকালে কপালে ঠেকিয়ে পড়া আরম্ভ করি ?

অনন্ত। না। মাদুলী শরীরে রাখতে হবে। Divine force ছাড়া ওর একটি chemical action আছে।

মাধবী। যদি রোজ রাতে শোওয়ার সময় পরি, সকালে খুলে রাখি ?

অনন্ত। হবে না।

মাধবী। (চিন্তিত) তাহলে ? (একটু পরে) কোমরে পরলে হয় না।

অনন্ত। তা হতে পারে।

মাধবী। তাহলে তাই পরবো। দিন।

অনন্ত। রোজ সকালে গঙ্গাজলে এটিকে ধুয়ে সেই জলটি খাবে।

মাধবী। আর কিছু নিয়ম আছে ?

অনন্ত। প্রথম তিন দিন নিরামিষ খাবে।

মাধবী। আর কিছু নয় ত' ?

অনন্ত। আর একটি নিষেধ আছে। পালন করা একটু শক্ত। কিন্তু করতেই হবে।

মাধবী। বলুন, নিশ্চয়ই পালন করবো। পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে।

অনন্ত। এখন থেকে ছ'মাস কোনো ছেলের সঙ্গে মিশতে পারবে না। এটি মা'র বিশেষ আদেশ! আর চা ছাড়া কফি খাবে না।

মাধবী। তাই হবে। (অনন্ত মাদুলীটি কালির চরণে ছোঁয়াইয়া মাধবীকে দেয়)

মাধবী। (কপালে ঠেকাইয়া মা কালিকে প্রণাম করিয়া ভ্যানিটিতে রাখিতেছিল) কত?

অনন্ত। উঁহুঁ · হুঁ। মাদুলী ওখানে রেখো না। ওটা চামড়ার ত'?

মাধবী। হ্যাঁ।

অনন্ত। মাদুলীর গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।

মাধবী। তা'হলে একটুকরো কাগজ দিন, তাতে মুড়ে নিয়ে যাই—

(অনন্ত কাগজ দেয়)

(মুড়িতে মুড়িতে) কত দিতে হবে?

অনন্ত। এটা Extra Special power এর দিয়েছি। এর মূল্য ২৫৲।

মাধবী। একটু যত্ন দয়া করবেন…টিউটোরিয়াল হোমে অনেকগুলো টাকা গেছে। বাবা রেগে আগুন হয়ে আছে। ২৫৲ বড় বেশী হচ্ছে—

অনন্ত। আচ্ছা দু'টাকা কম দাও…

মাধবী। (দিতে দিতে হাত টানিয়া) আর Refugee concession কিছু দেবেন ত'? সব জায়গাতেই দেয়—

অনন্ত। (হাসিয়া) তোমার পাশ করা কেউ আটকাতে পারবে না।…দাও কুড়ি দাও…

মাধবী। (খুসী মনে দিতে দিতে) পাশ হয়ে গেলে মা'র পুজো দিয়ে যাবো।

(অনন্তকে প্রণাম করে)

অনন্ত। জয়োঽস্তু। তারা। তারা।

(মাধবী চলিয়া যায়)

(একটু পরে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করে সমীরণ। গণেশ টিউটোরিয়ালের ছাত্র। বয়স ২০। পরণে ড্রেনপাইপ ট্রাউজার। লতাপাতা-মার্কা রঙীন হাওয়াইসার্ট। ছুঁচোলো মুখ জুতো। সিনেমার হিরো প্যাটার্ণ চুল।)

সমীরণ। (অনন্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত স্বরে) আজও ত' মুখ ফিরিয়ে চলে গেল!

অনন্ত। কে?

সমীরণ। আমি সমীরণ বোস!

অনন্ত। তা ত' দেখতে পাচ্ছি! জিজ্ঞেস করছি—মুখ ফিরিয়ে চলে গেল কে?

সমীরণ। মাধবী গুপ্ত! যার কথা সেদিন আপনাকে বল্লুম! আমাদের টিউটোরিয়াল হোমের! ডাকলুম, সাড়াই দিলে না!…আমার তাহলে কী কল্লেন?…ও কতদিন আর অমন করে মুখ ফিরিয়ে যাবে?

অনন্ত। আরও অন্ততঃ ছ' মাস—

সমীরণ। এখনও ছ' মাস!…আমি বাঁচবো কী করে?

অনন্ত। কেন? বাজারে ত' মাছ-মাংস, ডিম-দুধ সবই পাওয়া যাচ্চে! বাঁচার ব্যবস্থা ত' সবই রয়েছে….

সমীরণ। ও বাঁচা meaningless! মনকে উপোসী রেখে দেহকে মোটা করে কী লাভ?

অনন্ত। কিন্তু ও মেয়েটীর মন যদি তোমায় না চায়! ও যদি তোমায় পছন্দ না করে—

সমীরণ। করাতে হবে। সেইজন্যেই ত' আপনার কাছে আসা! তা না হলে আসবো কেন? Acid ছুঁড়ে ত' ঐ মুখের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারতুম! আপনার মাদুলীর জোরে ওর মন খোকা প্রোফেসার রবি দত্তর কাছ থেকে টেনে আমার দিকে ফিরিয়ে দিন! খরচ যা লাগে দেব—

অনন্ত। মাদুলীতে এ কাজ করা যায়—এ কথা কে তোমায় বল্লে?

সমীরণ। আমি কি কচি খোকা? (পকেট হইতে পাঁজির ছেঁড়া পাতা বাহির করিয়া) এটা কী?…কী লেখা রয়েছে এতে?

অনন্ত। কী আছে ?

সমীরণ। কী আছে ? (পড়ে) "এই মন্ত্রসিদ্ধ মাদুলী ধারণ করিলে আপনি যে রমণীকে চান সে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। শুধুমাত্র একবার মাদুলীটি আপনার বাঞ্ছিতা নারীর অঙ্গে স্পর্শ করাইতে হইবে!"... সে আমি বাসে ওঠার সময় ম্যানেজ করবো!...আপনি মাদুলীটা তৈরী করে দিন।

অনন্ত। তুমি ত' বেশ করিৎকর্ম্মা ছেলে দেখছি—

সমীরণ। বাগবাজারের ছেলেরা একটু চালু মাল হয়—

অনন্ত। ঐ মেয়েটীর মন তোমার দিকে ফেরাতে চাও কেন ?

সমীরণ। ওকে আমার বেশ লাগে! ওর সঙ্গে একটু বেড়াবো টেড়াবো!

অনন্ত। ঐ মেয়েটীকে তুমি ভালবাস ?

সমীরণ। এই মরেছে! Out-of-syllabus question করছেন কেন ?

অনন্ত। বল না। তা না হলে মাদুলী তৈরী হবে কী করে ? সব কথা জানলে তবে ত' সেই মত মাদুলীকে মন্ত্রসিদ্ধ করতে হবে! তুমি মাধবীকে ভালবাস ?

সমীরণ। হ্যাঁ—

অনন্ত ? ঠিক ত' ? মিথ্যে বললে কিন্তু ফল হবে না। ভালবাস ত' ?

সমীরণ। হ্যা।

অনন্ত। মাদুলীর জোরে ওর মন তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলে ওকে বিয়ে করবে ?

সমীরণ। ওরে 'Father'! এ শুধু সিলেবাসের বাইরে নয় একেবারে বইয়ের বাইরের question!

অনন্ত। কী ? বিয়ে করতে রাজী আছ ?

সমীরণ। ক্ষেপেছেন! বরিশালের বন্দী বামাচরণের মেয়েকে বিয়ে করবে বাগবাজারের সমীরণ বোস! মাদুলী তৈরী করতে অর্ডার দিয়েছি করে দেবেন! না পারেন সাফ বলে দেবেন! কলকাতায় জ্যোতিষীব অভাব নেই!·· আর বাগবাজার থেকে গ্রে ষ্ট্রীট বেশী দূরও নয়—

অনন্ত। তাহলে সেখানেই যাও। আমার দ্বারা ও কাজ হবে না—

সমীরণ। বিদ্যে থাকলে ত' হবে! সব ভাঁওতা বাজী! ফুঃ! মিছিমিছি সাতটা দিন loss হয়ে গেল! জলন্ধর কী লুধিয়ানায় লিখলে বশীকরণ-মাদুলী এতদিন (কব্জী দেখাইয়া) এইখানে উঠে যেত! ফুঃ।

(বিরক্তভাবে বাহিব হইয়া যায)

অনন্ত। তারা! তারা! কী দিনকালই পড়লো মা!

(প্রবেশ করে কুবের)

কুবের। কে হে ছেলেটি, তোমায় গালাগাল দিতে দিতে বেরিয়ে গেল?

অনন্ত। বাগবাজারেব সমীরণ বোস! আবদাব, মাদুলীব জোবে একটী মেয়ের মন ওর দিকে ফিরিয়ে দাও—

কুবের। এও হয় না কি?

অনন্ত। ওব ধারণা হয়।

কুবের। যদি হয় তাহলে তোমার নিজেব ভাগ্নেটীকে একটা দিও যাতে আমার ভাগ্নীব মন ওর দিকে একটু ফেরে!

অনন্ত। ব্যাপার কী?

কুবের। জয়ন্তী ত' শঙ্করকে মোটেই আমল দিচ্চে না। অজয় বলে একটী ছেলে তাকে জয় করে বসে আছে—

অনন্ত। এই কথাটাই সেদিন তোমায় ইঙ্গিত করেছিলুম। মনে আছে?

কুবের। এখন উপায়?

অনন্ত। নিরুপায়।

কুবের। কেন? তোমার দৈবশক্তি?

অনন্ত। যৌবনের শক্তির কাছে তার হার। জয়ন্তী যদি অজয়কে পছন্দ করে,—বাধা দিও না। মন যাকে চায়—

কুবের। অলকাও ঠিক এই কথা বলছিল।

অনন্ত। কী বল্লে?

কুবের। হ্যাঁ, অলকাও বলছিল যে মন যাকে চায়—

অনন্ত। অলকার সঙ্গে তোমার এই সব কথা হয়েছে না কি?

কুবের। শুধু এই সব? আরও অনেক কথা। মাদুলী আমারও একটা চাই, অনন্ত। কী কুক্ষণেই যে ঐ মহিলা আমার নাড়ী দেখেছিল।

অনন্ত। (হাসিয়া) কুক্ষণ কেন?

কুবের। হঠাৎ ভেতরটা দুর্ব্বল করে দিলে।

অনন্ত। অকস্মাৎ কী যেন একটা হয়ে গেল।—তাই না?

কুবের। আগে যাও মাঝে মাঝে ঘুম হোতো এখন চোখ বুজলেই অলকানন্দা।

অনন্ত। অহো। কী আনন্দ। কী আনন্দ।

কুবের। কী যে ঠাট্টা কর। চোখের সামনে অত বড় ভাগ্নী—

অনন্ত। দিন কয়েকের জন্যে সরিয়ে দাও—

কুবের। কোথায়? কার সঙ্গে?

অনন্ত। যার সঙ্গে যেতে সে আনন্দ পায়। অজয়ের সঙ্গে। দিন-কতক ঘুরে আসুক না।

কুবের। তাতে কী হবে?

অনন্ত। কী হবে জিজ্ঞেস কোরো না। যা বলি তাই কর—

কুবের। বলছ?

অনন্ত। হ্যাঁ। কেন, জিজ্ঞেস কোরো না। আর আপাততঃ গজাননকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জয়ন্তীর ঘর।

[জয়ন্তী গান গাহিতেছিল। (রবীন্দ্র সঙ্গীত) "ঘরেতে ভ্রমর এলো"। গানের মধ্যেই প্রবেশ করে কুবের। বসিয়া গান শোনে]

জয়ন্তী। (গান শেষ করিয়া পিছন ফিরিয়া দেখে কুবের। আশ্চর্য্য হয়)—মামা!

কুবের। কী রে?

জয়ন্তী। এ তুমি কি কল্লে?

কুবের। (বুঝিতে না পারিয়া) কী করলুম?

জয়ন্তী। তুমি চুপটী করে বসে সব গানটা শুনলে?

কুবের। শুনলুম। তাতে কী হয়েছে?

জয়ন্তী। এর আগে ত' কখনও শোনো নি—

কুবের। (লজ্জা পাইয়া) শুনি নি বুঝি?...শোনার সময় কই বল?

জয়ন্তী। (সকৌতুকে) না মামা! তুমি যেন কী রকম হয়ে যাচ্ছ! তুমি গান শুনছ! কবিতা পড়ছ!

কুবের। (বিব্রত) কবিতা পড়ছি?

(জয়ন্তী ততক্ষণে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' আনিয়াছে)

জয়ন্তী। (দেখাইয়া) এই যে...। রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' তোমার হিসেবের খাতার পাশে কী করে এলো?...আর এই পাতাটী খোলা? (আবৃত্তি করে)

আপনারে তুমি করিবে গোপন কী করি—

হৃদয় তোমার আঁখির পাতায় থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি!

পড়ছিলে ত'?

কুবের। না না, একটু বোধ হয় পাতা উল্টে দেখছিলুম! আমি কী তোর মতন অমন করে পড়তে পারি?

জয়ন্তী। আমি কী পড়ি মামা! আমার চেয়ে অনেক ভাল পড়ে—(ইতস্ততঃ করে)

কুবের। কে? শঙ্কর?

জয়ন্তী। হায় হায়, শঙ্করদা পড়বে কবিতা? কবিতার বই দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

কুবের। তবে কে?

জয়ন্তী। সেই যে সেদিন যার কথা তোমায় বলছিলুম…

কুবের। কে বল ত?

জয়ন্তী। এর মধ্যে ভুলে গেছ? অজয়!…অজয়ের আবৃত্তি যদি শোনো না মামা…

কুবের। বেশ ত' একদিন শুনবো। অজয় ত' প্রায়ই আসে—

জয়ন্তী। না মামা, প্রায় নয়!…মাঝে মাঝে আসে! আজ অবশ্য আসার কথা আছে।

কুবের। কখন?

জয়ন্তী। তার কী কোনো ঠিক আছে? এখনও আসতে পারে আবার

(প্রবেশ করে অজয়। দরজার কাছে তাহাকে দেখিয়া)—

এই ত' বলতে বলতেই এসে গেছে। (হাসিতে হাসিতে) অজয়, তোমার কথা এই মাত্র মামাকে বলছিলুম—

অজয়। আমার কথা!

কুবের। হ্যাঁ। জয়ন্তী বলছিল তুমি নাকি খুব সুন্দর কবিতা পড়তে পার! তাই আমি বল্লুম যে একদিন শুনবো—

জয়ন্তী। 'একদিন' কেন মামা? আজই শোনো না! অজয় আবার কবে আসে তার ত' ঠিক নেই।

কুবের। ওঃ! হ্যাঁ! তাও ত' বটে! অজয় ত' রোজ রোজ আসে না! তাহলে আজই শোনাও অজয়—

অজয়। (জয়ন্তীকে) তাহলে তুমিও আমার সঙ্গে বল—

কুবের। সেই ভাল! দু'জনে একসঙ্গেই বল—

(জয়ন্তী ও অজয় আবৃত্তি করে)

অজয়-জয়ন্তী। পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি

আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরাণে ছড়ায় আবীর গুলাল
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।

কুবের। বাঃ! বেশ বলেছে ত! "হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত!" —তারপর?

অজয়-জয়ন্তী। নাই আমাদের কনক চাঁপার কুঞ্জ
বন বীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন সন্ধ্যা বেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়
প্রভাত বেলায় হেলাভরে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ!

কুবের। চমৎকার! চিটেগুড়ের কারবার করতে গিয়ে কী মিষ্টি জিনিষই হারিয়েছি!

অজয়-জয়ন্তী। নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন
নাই রে ঘরের লালন-ললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়

ডানা মেলে দেওয়া মুক্তি প্রিয়ের কূজনে দুজনে তৃপ্ত
আমরা চকিত অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।

কুবের। বাঃ! বাঃ! 'অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত'! অভাবনীয় কিছু ঘটলেই ত' মজা!

জয়ন্তী। যা বলেছ মামা! এই যে তুমি হঠাৎ গান-কবিতা ভালবাসতে আরম্ভ করেছ, এটা অভাবনীয়! কাজেই বেশ মজা লাগছে! তোমার লাগছে না?

কুবের। একটু একটু!···তবে দেখ জয়ন্তী, তোরা যেন পাঁচজনকে এ কথা বলে বেড়াস নি।

জয়ন্তী। না মামা, তুমি দেখো, আমি কাউকে বলবো না—

কুবের। তোকে বিশ্বাস নেই! তুই যা বক্ বক্ করিস! অজয়, তুমি ওকে একটু সামলে দিও ত'—

অজয়। দেবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

জয়ন্তী। (একটু পরে) মামা!

কুবের। কী বলছিস?

জয়ন্তী। (ইতস্ততঃ করিয়া)···বলছিলুম,···Economics-এর বদলে বাঙলায় M.A. দিলে হয় না?

কুবের। সে কী? এত দিন পরে?

জয়ন্তী। ক' মাস চেষ্টা করে দেখলুম কিছুতেই সুবিধে করতে পারছি না। তার চেয়ে বাঙলা···মাতৃভাষা···অনেক সোজা।

কুবের। তা ঠিক!

জয়ন্তী। (ইতস্ততঃ করিয়া) তা ছাড়া অজয় ত' বাঙলায় M. A. পড়ে—

কুবের। (বুঝিতে পারিয়া)—মাঝে মাঝে এসে একটু দেখিয়ে দিতেও পারে—

জয়ন্তী। (উৎসাহিত) হ্যাঁ, মাঝে মাঝে দেখিয়ে দিলেই হবে—

কুবের। আর শঙ্কর বেচারা রোজ রোজ দেখিয়ে দিয়েও সুবিধে করতে পারলে না।

জয়ন্তী। ও subject-টা আমার ভালই লাগতো না—

কুবের। তাহলে শঙ্কর এখন করবে কী?

জয়ন্তী। সে তুমি ভেবো না মামা। শঙ্করদা ভাল ছাত্রী পেয়েছে। সে খুব মন দিয়ে শঙ্করদার কাছে পড়ছে। শঙ্করদার আজকাল ত' এখানে আসারই সময় হয় না।

কুবের। ক' দিন তাকে দেখিনি বটে—

জয়ন্তী। মামা, তাহলে subject change করি?

কুবের। Subject, object সবই change কর! আমি ওর কী বুঝি বল? অজয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় ঠিক করে নিস।

জয়ন্তী। সেই ভাল!...জানো মামা, অজয় বাংলায় খুব strong! আর তা ছাড়া যে subject-টা পড়তে মন চায় সেটা চট করে তৈরী হয়ে যায়—

কুবের। কাজেই, অজয় মাঝে মাঝে এলেই চলবে, কেমন?

জয়ন্তী। হ্যাঁ!...কেবল এই আরম্ভের সময়টা.. একেবারে নতুন আরম্ভ করবো ত'—

কুবের।—রোজ রোজ এলেই ভাল হয়।..আমিও তাই ভাবছিলুম।

জয়ন্তী। ভাবছিলে ত?...আমি জানি তুমি ভাববে। আমার ভাবনাতেই ত' রাত্রে তোমার ঘুম হয় না। (কাছে সরিয়া আসিয়া) দেখ দিকি ক' মাসে তোমার শরীর কী হয়ে গেছে।

কুবের। না না জয়ন্তী, আমার শরীর ঠিক আছে। তোকে যেন বরঞ্চ একটু রোগা রোগা দেখাচ্ছে! কী অজয়, তাই না?

অজয়। আমি ত' ক'দিন ধরেই জয়ন্তীকে সে কথা বলছি। ওর শরীর বেশ খারাপ। আপনাকে ও কিছু বলে নি?

কুবের। কিছু না। আর আমিও কাজের ঝামেলায় কোনোদিকে নজর দিতে পারি না।

অজয়। আপনি লক্ষ্য করেন নি আবৃত্তি করবার সময় ও কী রকম হাঁফাচ্ছিল?

কুবের। কই না। কী রে জয়ন্তী, কী ব্যাপার?

জয়ন্তী। এমন কিছু না। (হার্ট দেখাইয়া) এই খানটা মাঝে মাঝে কী রকম

কুবের। হার্টে—!

জয়ন্তী। (ঘাড় নাড়িয়া) মনে হয় যেন ধড় ফড় করছে—নিঃশ্বেস নিতে কষ্ট হচ্চে।

কুবের। এ রকম কতদিন হয়েছে?

জয়ন্তী। Economics পড়ার চাপটা পড়তেই

কুবের। হবেই ত'। Economics পড়া কী মেয়েদের কাজ! এক এক খানা বইয়ের ওজন দেখেছ ত'। না না, তোর Economics পড়ে কাজ নেই। বাপ্‌স, আমি বলি পড়াশোনা কিছু দিন বন্ধ থাক। আমি ডাঃ বোসকে একটা 'কল' দি কী বল অজয়?

অজয়। আমার মনে হয় দাদাবাবু, এই সব case এ ডাক্তার ওষুধের চেয়ে হাওয়া বদলে বেশী কাজ হয়। আপনি বরঞ্চ জয়ন্তীকে নিয়ে দিন কতক পুরী কী Vizag বেড়িয়ে আসুন।

কুবের। কথাটা ত' ভালই বলেছ, বাবাজী। কিন্তু কাজকর্ম ফেলে আমি যাই কী করে?

অজয়। আমি অবশ্য গোপালপুর যাচ্ছি দু একদিনের মধ্যে! আমার বাবা ওখানে সিভিলসার্জন।

কুবের। তাই নাকি? তাহলে ত' জয়ন্তী তোমার সঙ্গেই যেতে পারে। যদি অবশ্য তোমার কোনো অসুবিধে না থাকে—

অজয়। না না। আমার কোনোই অসুবিধে নেই। বাবা, মা, ছোট বোন সবাই ওখানে থাকে, লোকজনও আছে—

কুবের। তাহলে জয়ন্তী, অজয়ের সঙ্গেই তুই এখন যা। আমি দিন কয়েক পরে অন্তুকে নিয়ে না হয় কয়েক দিনের জন্যে বেড়িয়ে আসবো। (অজয়কে) তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে আলাপ করাও হবে। কী রে জয়ন্তী?

জয়ন্তী। তোমার যখন তাই ইচ্ছে—। তবে তোমায় একলা ফেলে যেতে ভরসা হচ্চে না মামা।

কুবের। আমার জন্যে তুই কিছু ভাবিস নি জয়ন্তী। তোর শরীরটা আগে সারা দরকার। আমি একলা ঠিক থাকবো—

জয়ন্তী। অবশ্য, যদি খুব একলা মনে হয় ত' কবিতা পড়তে পার—

অজয়। কিম্বা রেডিওটা খুলে দিয়ে গানও শুনতে পারেন—

জয়ন্তী। তা ছাড়া, আমার গানের টীচারকে বলে যাবো মাঝে মাঝে তোমায় গান শুনিয়ে যাবে. কি বল?

কুবের। হ্যাঁ, সে মন্দ হয় না—

জয়ন্তী। (হাসিয়া) তবে রোজ রোজ নয়--মাঝে মাঝে।

কুবের। হ্যা মাঝে মাঝেই ভাল। (হাসিয়া) আচ্ছা, আমি এখন উঠি—

(কুবের চলিয়া যায়। ওরা হাসিয়া ফাটিয়া পড়ে)

অজয়। বাহাদুর মেয়ে বটে।

জয়ন্তী। কেন?

অজয়। তুমি চালাক জানতুম। কিন্তু এতটা আন্দাজ করতে

পারি নি! ভালমানুষটী সেজে থাক! গোপালপুর trip-টা কী wonderfully manage করলে! আর তোমার শঙ্করদাকে—

(প্রবেশ করে শঙ্কর)

জয়ন্তী। এ কী শঙ্করদা যে! আজ কী সূর্য্য পশ্চিমে উঠেছে না কী?

শঙ্কর। কেন?

জয়ন্তী। তোমার দেখা পাওয়া গেল!

অজয়। আসুন আসুন, শঙ্করবাবু! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? আমি না হয় যাচ্ছি (উঠে)—

শঙ্কর। (অগ্রসর হইয়া আসিয়া) না না, আপনি যাবেন কেন? আপনি বসুন। (নিজেও বসে)

অজয়। (বসিয়া) Thank you ! . I hope you have excused me, শঙ্করবাবু—

শঙ্কর। কিসের জন্যে?

অজয়। সেদিন কতকগুলো inconvenient questions· ·

শঙ্কর। (গম্ভীর) Inconvenient নয় impertinent··

অজয়। But believe me, I never meant to hurt you—

শঙ্কর। শুনে সুখী হলুম।

জয়ন্তী। শঙ্করদা বোসো। চা আনতে বলি।

শঙ্কর। না। আমি এখনই উঠবো। কবে থেকে পড়া আরম্ভ করবে তাই জানতে এলুম। কদিন আসতে পারি নি, একটু ব্যস্ত ছিলুম—

জয়ন্তী। কিসে এত ব্যস্ত ছিলে, শঙ্করদা? (শঙ্কর একটি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাতে থাকে) নতুন ছাত্রীকে নিয়ে বুঝি? কী রকম পড়ছে তোমার নতুন ছাত্রী?

শঙ্কর। পুরোনোর চেয়ে ভাল।

জয়ন্তী। পুরোনোর চেয়ে নতুন চিরদিনই ভাল।

শঙ্কর। (অজয়ের দিকে চাহিয়া)—হুঁ।

জয়ন্তী। মিস সেন খুব intelligent, না?

শঙ্কর। Intelligent কি না জানি না। তবে তোমার পড়াটা সখের, তারটা প্রয়োজনের। দু'য়ের মধ্যে তফাৎ আছে। যেখানে প্রয়োজনের তাগিদে পড়া সেখানে মনোযোগ বেশী পাওয়া যায়।—যাক। মামাবাবু কোথায়?

জয়ন্তী। এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন—

শঙ্কর। এলে জানিয়ে দিও যে যে ভার উনি আমায় দিয়েছিলেন সেটা আমার পক্ষে—

জয়ন্তী। —"বহন করা অসম্ভব।"—এই ত'? কিন্তু, কারণ জিজ্ঞেস করলে কী বলবো?

শঙ্কর। যা খুসী একটা বোলো।

জয়ন্তী। তা কেন? বলবো, শঙ্করদা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার নতুন intelligent ছাত্রীকে নিয়ে। কী বল? Intelligent বলবো না clever বলবো? বল না, শঙ্করদা। জানো ত' ইংরিজীতে বরাবরই আমি কাঁচা।

শঙ্কর। কিসে তুমি পাকা?

অজয়। (হাসিয়া জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া) শুধু কথায়। তাই ভাবছি শঙ্করবাবু আপনি যেখানে fail করেছেন আমি সেখানে venture করবো কি না। ওহো। আপনাকে এতক্ষণ বলাই হয় নি যে জয়ন্তী subject change করছে…

(শঙ্কর জয়ন্তীর দিকে চায়)

জয়ন্তী। হাঁ, এটা বাঙলাতেই দেবো ভাবছি, শঙ্করদা। মামাকেও তাই বলেছি—

শঙ্কর। (উঠিয়া) Then I can go with a clean conscience ··

জয়ন্তী। শঙ্করদা রাগ করলে ?

শঙ্কর। না। (অজয়কে) Wish you the best of luck, অজয়বাবু—

অজয়। Thank you!

শঙ্কর। আচ্ছা, নমস্কার!

জয়ন্তী। কবে আসছো ?

শঙ্কর। বলতে পারছি না। পরীক্ষার বেশী দেরী নেই··

জয়ন্তী। পরীক্ষার পর কিন্তু নিশ্চয় এসো—

অজয়। আমরা ততদিনে গোপালপুর থেকে ফিরে আসবো—

শঙ্কর। গোপালপুর!

অজয়। (হাসিয়া) গোপালপুর-অন-সী! জয়ন্তী যাচ্ছে আমার সঙ্গে—

শঙ্কর। ওঃ!

(শঙ্কর চলিয়া যায়)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রিনি সেনের বাসা। রাত ন টা।

[ছোট একটি ঘর। চারিদিকে দারিদ্র্যের চিহ্ন। ঘরে একটি হারিকেনের আলো জলিতেছে। একটি তক্তাপোষের উপর অত্যন্ত একটি ময়লা বিছানায় শুইয়াছিল রিনির গ্রামসম্পর্কের দাদা নরেশ। নরেশ অসুস্থ। বয়স ৩০/৩২। চেহারা দেখিলেই লোকটির স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। দারিদ্র্য ও শরীরের উপর অত্যাচারই এই অসুস্থতার কারণ]

নরেশ। (মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল। সেই অবস্থায়) মিনি! এই মিনি! (কেহ সাড়া দেয় না। উঠিয়া বসিয়া)—মিনি, এক গ্লাস জল দে! (সাড়া নাই) মিনি!···ওঃ! এখনও ফেরে নি! আজও এত দেরী!··· আচ্ছা।

(নিজে উঠিয়া ঘরের কোণে রক্ষিত কুঁজা হইতে জল লইয়া খানিকটা খাইয়াছে এমন সময় প্রবেশ করে মিনি। অর্থাৎ রিনি সেন। কাঁধে Side-bag, ক্লান্ত চেহারা)

(মিনিকে দেখিয়া) এই যে, রাজরানী এলেন!

রিনি। (কণ্ঠে বিরক্তির স্বর) কী হয়েছে কী?

নরেশ। বাড়ীতে যে একটা রুগী পড়ে আছে সে কথাটা মনে থাকে না?

রিনি। (ব্যাগ রাখিতে রাখিতে) নিজে ইচ্ছে করে যে রোগ ডেকে আনবে তাকে দেখার জন্যে রোজ রোজ কে বাড়ীতে বসে থাকবে?

নরেশ। আমি ইচ্ছে করে রোগ ডেকে এনেছি?

রিনি। তা নয় ত' কী? ছাই-পাঁশ কতকগুলো এখানে সেখানে খেয়ে বেড়ালে আর তার সঙ্গে খানিকটা সস্তার দিশী মদ গিললে রোগে ধরবে না?

নরেশ। মুখের ওপর কথা বলার সাহস হয়েছে আজকাল।

রিনি। মানুষ চিরকাল চুপ করে থাকতে পারে না। চোখ ফুটলেই কথা বলে—

নরেশ। বটে! চোখ ফুটেছে! ফুটতো কোথা থেকে যদি এই নরেশদা সেদিন গুণ্ডার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে রানাঘাট রেলকুলীর বস্তিতে লুকিয়ে না রাখতো!

রিনি। (প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য) নরেশদা!

নরেশ। (বলিয়া চলে) বাপ-মা, ভাই, সবাই ত' গেছে গুণ্ডার হাতে! থাকতো কোথায় এতদিন মীনাক্ষী সেন?

রিনি। নরেশদা!

নরেশ। আজ রিনি সেন সেজে নাচের স্কুলে মাস্টারী করে বড তেজ হয়েছে! বড় বড় কথা শোনাতে লজ্জা করে না? (উত্তেজনায় হাঁফাইতে থাকে)

রিনি। তোমায় পায়ে পড়ি নরেশদা! তুমি চুপ কর! পুরোনো দিনের সে সব কথা আর মনে করিয়ে দিও না।

নরেশ। কেন? আজ একবার ভাল করে চোখটা ফুটিয়ে দি! রানাঘাট থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত লোক্যাল ট্রেনে, পায়ে ঘুঙুর আর মাথায় কাগজের রঙীন টুপি পরে, দাঁতের মাজন আর পচা ঘা' এর মলম বিক্রী করে রাত এগারটায় শেষ ট্রেনে দুটো টাকা পকেটে নিয়ে ফিরেছি। সেই টাকায় খাইয়েছি, পরিয়েছি, মিশনারীদের ফ্রীস্কুলে হাতে পায়ে ধরে ভর্তি করে দিয়েছি! মনে নেই?

রিনি। সব মনে আছে নরেশদা! কিন্তু তুমি অমন করে বোলো না!

নরেশ। নিজে অর্দ্ধেক দিন না খেয়ে, কোনদিন বা আধপেটা খেয়ে, পাড়ার সম্পর্কে কে এক খুড়ো—তার মেয়েকে খাইয়েছি! তারপর কোলকাতায় নিয়ে এসে সমাজে মেশার সুযোগ করে দিয়েছি! তাই আজ মীনাক্ষী সেন হয়েছেন রিনি সেন! তাই আজ বড বড কথা! আমি ছাই পাঁশ গিলি। আমি সস্তার মদ খাই! বেশ করি খাই।

রিনি। নরেশদা, কেন তুমি কোলকাতায় এলে? কোলকাতায় এসে ঐ সব বদলোকগুলোর সঙ্গে না মিশলে তোমার ত' আজ এ অবস্থা হোতো না! ট্রেনে ট্রেনে মাজন আর মালিশ বিক্রী করে তুমি সামান্য যা পেতে সেই ত' ভাল ছিল!

নরেশ। না। চোখের সামনে সবাই মুঠো মুঠো টাকা লুটবে, ভাল করে বাঁচবে…আর আমি থাকবো আধপেটা খেয়ে, ছেঁড়া কাপড় পরে, পায়ে ছেঁড়া চটী দিয়ে—

বিনি। ভালভাবে রোজগারের চেষ্টা না করে কেন তুমি মিশলে ঐ জুয়ার আড্ডায়? কেন তুমি রোজ রাতে ঐ বদমাস্ জোচ্চোরগুলোর সঙ্গে ঘুরে বেড়াও?

নরেশ। সহজে তাড়াতাড়ি বেশী টাকা রোজগার করবো বলে। যারা বাবার পয়সায় কাপ্তেনী করে…যারা লোক ঠকিয়ে টাকা কামিয়ে বড়মানুষী করে · যাদের অনেক টাকা…তাদের নিয়ে আসি জুয়ার আড্ডায়। বেশ করি। তাদের মদ দি। মেয়েমানুষ দি। বেশ করি।

(বালিশের নীচে হইতে একটি দেশী মদের বোতল বাহির করিয়া মুখে ঢালে)

বিনি। (ছুটিয়া গিয়া হাত ধরে) ও কী করছ নরেশদা! খেয়ো না। খেয়ো না।

নরেশ। (হাত সরাইয়া দিবার চেষ্টা) ছেড়ে দে।

বিনি। দোহাই তোমার নরেশদা। এই অসুখের ওপর ঐ বিষ আর গিল না—

নরেশ। বিষ।… কে বলে বিষ? এই আমার অমৃত।…আমার বন্ধু।

কে? (দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ)

(পুনরায় ওই শব্দ। বিনি দরজা খুলিয়া দেয়। প্রবেশ করে শঙ্কর)

বিনি। (বিস্মিত) শঙ্করদা!…

শঙ্কর। (অপ্রস্তুত) তুমি ছ'দিন পড়তে আস নি। তাই স্কুল থেকে তোমার ঠিকানা নিয়ে খোঁজ করতে এসেছিলুম—

নরেশ। (বিদ্রূপ) মাস্টার মশাই! "ও আমার মাস্টার মশাই, এসো তোমায় হৃদে বসাই!"—সেই মাস্টার বুঝি!

রিনি। নরেশদা! একেবারে গোল্লায় গেছ!

নরেশ। (উঠিয়া) তা মাস্টার মশাই! এত রাত্তিরে ছাত্রীর সঙ্গে কী দরকার? (মদ খায়)

রিনি। (শঙ্করকে চলিয়া যাইতে ইসারা করে) শঙ্করদা!

নরেশ। (বিদ্রূপ) বা! শঙ্করদা! মাস্টার দা' হয়ে গেছে! তবে আর কী? (শঙ্করকে) দা'!...এবার তাহলে (রিনিকে দেখাইয়া) ...কাটো!

(শঙ্কর নির্ব্বাক)

রিনি। শঙ্করদা! তুমি যাও! তুমি যাও!

নরেশ। না না! 'দা' তুমি যেয়ো না!...দা' দিয়ে ত' কাটে! তাই না মাস্টার? (হাসে)...তুমিও কাটো! আগে কেটে তারপর কেটে পড। আমিও এবার কেটে পড়ি—

(যাইতে উদ্যত)

রিনি। এ অবস্থায় কোথায় যাচ্ছ, নরেশদা?

নরেশ। আমিও কাটতে যাচ্ছি! রোজ যেমন যাই! (পকেট হইতে ব্লেড বাহির করিয়া) বড়লোকের পকেট কাটতে যাচ্ছি! কটা বাজলো মাস্টার?

শঙ্কর। (বিরক্তির সহিত) দশটা।

নরেশ। তাহলে আমারও সময় হয়েছে! (ব্লেড দেখাইয়া) এই দেখ! দেখেছ? তোমার পকেটে কত আছে, মাস্টার—?

(নরেশ শঙ্করের পকেট দেখিতে যায়। শঙ্কর ঝাঁকুনি দেয়। নরেশ ছিটকাইয়া পড়ে)

শঙ্কর। Nonsense!

নরেশ। (শঙ্করের ঝাঁকুনিতে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া) কী!... অপমান! মিনি, তোর শঙ্করদা আমায় অপমান কল্লে! এবার আমি চেঁচিয়ে লোকজড় করি!

রিনি। (ভয় পাইয়া) নরেশ'দা!

নরেশ। সবাইকে ডেকে বলি যে এই শালা (শঙ্করের জামার কলার ধরিয়া) আমার বোনের পেছু নিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকেছে! মতলব খারাপ! চেঁচাই...

(শঙ্কর হতবাক্‌)

রিনি। নরেশদা এ তুমি কী করছ! এমনি করে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছ!

নরেশ। (তিক্ত বিদ্রূপের হাসি) ঘরে বসেই কিছু মোটা রোজগার হবে রে!

রিনি। নরেশদা! তোমার পায়ে পড়ি! (নরেশের পা জড়াইয়া ধরে)

নরেশ। পায়ে পড়ছিস!...আচ্ছা যা...ছেড়ে দিলুম! তোর জন্যেই ছেড়ে দিলুম! (শঙ্করকে ছাড়িয়া দিয়া) তবে বলে দিচ্ছি মাস্টার, খবরদার! বেইমানি কোরো না!...মেয়েটা বড় ভাল হে, মাস্টার! মেয়েটা বড় ভাল! বেইমানি কোরো না, খবরদার!

(বোতল পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া যায়)

(কিছুক্ষণ শঙ্কর ও রিনি দুজনেই চুপচাপ। শেষে শঙ্কর ডাকিল)

শঙ্কর। রিনি!

রিনি। (কান্নায় ফাটিয়া পড়িয়া) শঙ্করদা! কেন তুমি এখানে এলে?

শঙ্কর। আমি জানতুম না—

রিনি। সেই ত ভাল ছিল! জেনে তোমার কী লাভ হোলো? কী লাভ হোলো আমার?

শঙ্কর। তোমার কী লাভ হোলো জানি না। কিন্তু আমার হয়েছে—

বিণি। কী?

শঙ্কর। সত্যের সঙ্গে পরিচয়। অর্থনীতির বই শুধু এতদিন পড়েছি। আজ চোখে দেখলুম।

বিণি। শঙ্করদা!

শঙ্কর। বাইরে থেকে ত' সব কথা সব সময় জানা যায় না। চোখের সামনে কত মেয়েকে কত ভাবে দেখেছি। কিন্তু তার পেছনে যে কোথাও কোথাও এই ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা ত' কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি নি।

বিণি। কতটুকুই বা তুমি দেখলে শঙ্করদা? আরও দেখতে চাও? যাবে তুমি আমার সঙ্গে? আমার আরও অনেক বন্ধু আছে… বাইরে ঠিক আমারই মত হাসে, গায়, গল্প করে নাচে, অভিনয় করে… হয়ত' কেউ কেউ সামান্য কাজও করে। দেখলে কল্পনাও করতে পারবে না যে তাদের জীবন কী করুণ। কী নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডীর হাহাকারকে টুঁটি টিপে মারবে বলে তারা হাসে…জোর করে হাসে… এমনি করে খিলখিল করে হাসে!

(বলিতে বলিতে বিণি নিজেও পাগলের মত হাসিয়া উঠে। শঙ্কর ভয় পায়)

শঙ্কর। (বিণির কাছে গিয়া—তাহাকে ধরিয়া) বিণি! বিণি! কী হোলো তোমার?

বিণি। (সংযত হইয়া) কিছু হয় নি ত'।

শঙ্কর। তোমার চোখে জল!

বিণি। না না। আমি ত' হাসছিলুম। আমি হেসে দেখাচ্ছিলুম ওরা কী করে হাসে! আমি কী করে হাসি।

শঙ্কর। কী করে তুমি হাসতে পার, রিণি!

রিণি। কষ্ট হয় শঙ্করদা। হাসতে কষ্ট হয়! কিছুতে হাসি আসে না। তবু হাসতে হয়—

শঙ্কর। সে কী?

রিণি। হ্যাঁ। হাসতে হয় শুধু নিজেকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে… সমাজে মেশাবার জন্যে! আমার কান্না ত' কেউ শুনবে না শঙ্করদা'। আমার কান্না, সে শুধু আমারই…সে আমার গভীর রাতের সাথী।

শঙ্কর। রিণি।

রিণি। শঙ্কর দা, হয় ত' আজ রাতে স্বপ্ন দেখবো বুড়ো বাবাকে! ছোট একটি গ্রামের পোষ্ট মাষ্টার! রিটায়ার করেছেন—সামান্য পেনসেন পান। রাত ন'টা। বাবা খেতে বসেছেন। মা পাশে বসে। আমিও আছি। দাদা পড়ছে পাশের ঘরে। ছোট বোনটা ঘুমিয়ে পড়েছে। অমাবস্যার রাত। চারিদিক অন্ধকার! হঠাৎ হৈ হৈ করে ক'জন ঢুকে পড়লো আমাদের বাড়ীতে! হারিকেনের আলোতে দেখলুম এই গ্রামেরই লোক। নদীর ওপারে থাকে। ছোট বোনটাকে একজন বিছানা থেকে তুলে নিয়ে পালালো। একজন ছুটে এলো আমার দিকে…বাধা দিতে গিয়ে বাবার মাথা ফাটলো। দাদা ছুটে আসতে একজন একটা ছুরি বসিয়ে দিলে তার বুকে। মা'র কী হোলো জানি না। ঐ নরেশদা ছুটে এসে আমায় ছিনিয়ে নিলে সেই লোকটার হাত থেকে। অন্ধকারে নদী পেরিয়ে নরেশদা আমায় নিয়ে ছুটলো! তারপর আর জানি না! যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমার আর কেউ নেই কিছু নেই! পাশে বসে শুধু ঐ নরেশদা! যাকে আজ দেখলে মাতাল, দুশ্চরিত্র, জুয়ার আড্ডার দালাল।

শঙ্কর। রিণি, তুমি চুপ কর

রিণি। শঙ্করদা, কেন তুমি এলে? কাল সকালে আমি যে তোমাব কাছে মুখ দেখাতে পারবো না!

শঙ্কর। কেন পারবে না, রিণি?

রিণি। কেমন করে পারবো, শঙ্করদা? তুমি যে আমার সব সত্যি জেনে ফেল্‌লে, শঙ্করদা! আমি যে মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলুম! যেমন আছে আজ অনেক বেবা, শিপ্রা, মালবিকার দল! সে মুখোসটা যে আজ খুলে গেল। কাল তুমি আমায় ঘৃণা করবে, শঙ্করদা! আর ত' তুমি আমায় পডাবে না! অথচ আমার স্বপ্ন ছিল কোনো রকমে বি, এ টা পাশ করে নিজের পায়ে দাড়াবো…আব পারি ত' নরেশদা'কে ও পথ থেকে ফেরাব—

শঙ্কব। নরেশদা'কে ফেরাতে পারবে কি না জানি না! সে ভার তোমার! তবে তোমাব ভার আজ থেকে আমিই নিলুম!

রিণি। (অভিভূত) এই সব দেখার পরেও!

শঙ্কব। দেখলুম বলেই নিতে হোলো! না' দেখলে, না জানলে, হয় ত' নেওয়া হোতো না।

রিণি। শঙ্করদা!

(শঙ্করের পায়েব ধূলা লয়। শঙ্কব তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া কাছে টানিয়া লয়)

তৃতীয় দৃশ্য

গণেশ টিউটোরিয়ল হোম। অপরাহ্ন ৫টা।

[অফিসঘরের দেওয়ালে 'নোটিশ' টাঙানো। আজ 'হোম' বন্ধ। প্রবেশ করে সমীরণ। সমীরণের হাতে সিগারেট। সিগারেট টানিতে টানিতে কাগজ পত্রের মধ্যে সমীরণ নোটিশ খোঁজে। না পাইয়া—]

সমীরণ। কই বাবা! কোথায় ছুটির নোটিশ! (দেওয়ালে দেখিয়া) ঐ যে! হ্যালে লটকানো! (পড়ে) Ganesh Tutorial Home remains closed to-day!

(প্রবেশ করে মাধবী)

মাধবী। (গণেশ প্রণামের পর) ছুটির নোটিশটা কোথায়? বেয়ারা বল্লে এখানে আছে—

সমীরণ। (দেওয়ালের নোটিশ দেখাইয়া) ঐ যে!

(মাধবী দেখিয়া ফিরিতেছিল)

সমীরণ। বাড়ী চল্লে না কী?

মাধবী। (রুক্ষস্বরে) হ্যাঁ—

সমীরণ। সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী ফিরে কী হবে?

(মাধবী অবাক হইয়া সমীরণের দিকে চায়)

ক্লাস হলে ত' সাড়ে আটটা অবধি থাকতে হোতো। বাড়ী ফিরতে ন'টা।

মাধবী। তাই বলে কী এইখানে বসে আড্ডা দিতে হবে না কি?

সমীরণ। এখানে কেন? (হাসিয়া) চলনা সিনেমায় যাওয়া যাক— একটা ভাল হিন্দী ছবি এসেছে—দীপকুমার আর নয়নাবাঈ। অপূর্ব ছবি হয়েছে

মাধবী। হিন্দী ছবি আমি দেখি না।

সমীরণ। তাহলে বাঙলা

মাধবী। কোনো ছবিই আমি দেখি না।

সমীরণ। তাহলে কফি হাউস?

মাধবী। যাই না।

সমীরণ। সিনেমা দেখ না, কফি হাউস যাও না, আড্ডা দাও না।

তবু ফেল! খুব চেষ্টা করে ফেল করতে হয়েছে বল!—যাক্ গে! তার চেয়ে চল একটু লেকে বেড়িয়ে ফেরা যাক —

মাধবী। তার জন্যে অন্য মেয়ের সন্ধান করলে ভাল হয়—

(হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া যায়)

সমীরণ। আচ্ছা!!

(প্রবেশ করে যদুগোপাল। গণেশ প্রণাম করিয়া ফিরিয়া দেখে সমীরণকে)

সমীরণ। নমস্কার, স্যর।

যদু। অফিসঘরে কী কচ্ছ?

সমীরণ। নোটীশ দেখতে এসেছিলুম।

যদু। আজ ক্লাস হবে না। বাইরে ত' নোটীশ দেওয়া হয়েছে।

সমীরণ। এবার থেকে কবে ক্লাস হবে সেই নোটীশটা দেবেন স্যর!

যদু। হ্যাচ্ছো!(হাঁচিল) ···তাই দেব!

সমীরণ। (হাসিয়া) তাহলে আর বেশী নোটিশ দিতে হবে না—

যদু। (ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া) ফাজিল ছেলে কোথাকার! পড়ে ত' উল্টে যাচ্ছে! একদিন ক্লাস না হলেই দোষ!

সমীরণ। আজ কী জন্যে বন্ধ, স্যর!

যদু। মিটিং আছে।

সমীরণ। কিসের মিটিং, স্যর? মাইনে বাড়াবার?

যদু। (চটিয়া) না। তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা—

সমীরণ। (কাধ কুঁচকাইয়া) আমাদের ভবিষ্যৎ!!

(হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া যায়)

(কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করে সনাতন ও ভীমার্জুন)

সনাতন। দোষ মশাই আপনার।

যদু। (অভ্যর্থনা করিয়া) আসুন, সনাতন বাবু আসুন! ভীম বাবু, নমস্কার—

ভীম। (প্রতিনমস্কারের পর বসিতে বসিতে) আমি কি করলুম?

সনাতন। আপনিই ত' মেয়েমানুষের চোখে এক ফোঁটা জল দেখে গলে গেলেন!

যদু। কথাগুলো আমার বেশ মনে আছে—"অলকাদেবী! আপনি স্বর্গের অলকানন্দার মতই"—হ্যাচ্ছো! (হাঁচিল)

ভীম। স্বর্গের অলকানন্দার মত 'হ্যাচ্ছো' নয়, 'স্বচ্ছ' বলেছিলুম। তাতে কী হয়েছে?

যদু। কী হয়েছে এখন বুঝচেন ত'?

ভীম। কিছুই বুঝচি না।

যদু। কোথা থেকে বুঝবেন? শরীর চর্চ্চা করেই জীবন কাটালেন! মাথার চর্চ্চা ত' করলেন না। ৩৬ বছর শুধু মাথা চালিয়েছি—

ভীম। চালিয়ে সেখানে সর্দ্দিই জমিয়েছেন। বুদ্ধি কোথা?

যদু। আপনার চেয়ে বেশী আছে। এটুকু জানি যে, 'বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ'—

ভীম। আপনারা অলকাদেবীকে মিথ্যে সন্দেহ করছেন! আর ক'টা দিন দেখুন! উনি নিশ্চয় কাজ বাগিয়ে আসবেন।

যদু। বাগ্ বাবু! উনি নিজের কাজ ঠিকই বাগাবেন। আপনি, আমি "যে তিমিরে সেই তিমিরে!"

সনাতন। সত্যি! কুবের মল্লিককে হাত করতে সেই যে তুমি গানের মাষ্টার হয়ে ঢুকলে তার অন্দরে, ব্যস! আর কোনো উদ্দেশ নেই!

ভীম। কিন্তু কাজটাও ত' সোজা নয়, হাতীবাবু। আর সিংহীমশাই, এ আপনার ঘরে বসে লাল নীল পেন্সিল দিয়ে ছেলে কাটা নয়, যে দিনে পঞ্চাশটা কাটা যাবে! কুবের মল্লিককে ঘায়েল করতে সময় লাগে—

সনাতন। কিন্তু কত সময়?

ভীম। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমার মন বলছে অলকানন্দা দেবী আসবেন।

যদু। আসতে পারেন। কিন্তু তখন আমি হয়ত' থাকবো না। ঐ বামাচরণই আমায়—হ্যাচ্ছো। (হাঁচিল)

ভীম। যদি না সর্দিতে তার আগেই...

(দরজার কাছে অলকানন্দা)

(একগাল হাসিয়া) ঐ ত'। ঐ দেখুন। কে এসেছে।

অলকা। (সহাস্যে) নমস্কার।

যদু। (এক গাল হাসিয়া) আসুন। আসুন। এই মাত্র বলছিলাম

সনাতন। (মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) যে ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। অলকানন্দা দেবী এলেন বলে।

ভীম। (বিস্মিত) বাঃ। বেশ আছেন সব...

যদু। (বাধা দিবার জন্য হঠাৎ)—হ্যাচ্ছো। (হাঁচিল)

অলকা। ওমা। আপনার সর্দি এখনও সারে নি।

ভীম। ও সারবার সর্দি নয়। (অলকাকে) আপনি সবে আসুন!

(অলকা সরিয়া আসে)

সনাতন। (অলকানন্দাকে)—কুবের-বিজয় পালা কতদূর, তাই বলুন এবার—

অলকা। (স্মিতহাস্যে) সুরু হয়েছে। তবে শেষ হতে একটু সময় লাগবে—। (ভ্যানিটী ব্যাগ হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া)

আপাততঃ এই ৩০০৲—

(টেবিলের উপর রাখে। যদু তাড়াতাড়ি তুলিতে যায়। ভীম চট করিয়া হাত চাপিয়া ধরে)

ভীম। উঁহু। সেটী হচ্ছে না।—(অলকাকে) আপনি ভাগ করে দিন, অলকাদেবী।

অলকা। (হাসিয়া) আমি। আচ্ছা। এই নিন ১০০৲ টাকা করে তিনজনে। আমার তিনমাসের টুইশুন ফী।…যা পেয়েছি সবটাই আপনাদের হাতে তুলে দিলুম।

ভীম। নিজের জন্যে কিছুই রাখলেন না ?

অলকা। সে পরে হবে।

যদু। (টাকা গুনিতে গুনিতে) আপনার মত মহীয়সী নারীর জন্যেই বাঙলাদেশ এতদিন অপেক্ষা করছিল।

ভীম। মাষ্টারী করে বেশত' বলতে শিখেছেন, সিংহীমশাই। (দীর্ঘশ্বাস) আমি কিছু বলতে পারলুম না বলেই… (অলকার দিকে ছলছল দৃষ্টিতে চায়)

সনাতন। (টাকা গুনিতে গুনিতে) ফাষ্ট রাউণ্ডেই একশ, করে মন্দ কী দাদা ?

(যদুর দিকে চায়)

অলকা। আমাকে আপনারা আর তিনটে মাস সময় দিন। তার মধ্যেই আশা করছি বুবের মল্লিক আমার…

যদু। হাতে এসে পড়বে। হ্যাচ্চো। (হাঁচিল)

(ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে গজানন। হাঁচির শব্দে চমকাইয়া উঠে)

গজা। এই মরেছে, ঢুকতেই হাঁচ।

অলকা। (গজাননকে এখানে দেখিয়া বিস্মিত) একী। গজানন। তুমি এখানে ?

গজা। (হাঁফাইতে হাঁফাইতে, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি) আপনাকে খুঁজতেই এসেছি গো, মাষ্টারমাগণি।

অলকা। কেন ? কী হয়েছে ?

গজা। বলার সময় নেই! আপনি শীগগির চলুন!

অলকা। (আরও বিস্মিত) কোথায় যাবো?

গজা। আমাদের বাড়ীতে—

অলকা। কেন?

গজা। (মাথা চাপড়াইয়া কাঁদ কাঁদভাবে) আর কেন? বোধহয় এতক্ষণে...

অলকা। এতক্ষণে কী? কী হয়েছে? কি বলছো গজানন?

গজা। বলার আর কিছু নেই! এখন যা করার তাই করুন গো, মাষ্টারমামণি!

সনাতন। তুমি ত' দেখছি কুবের মল্লিকের বাড়ীর.. সেই চালাক চতুর—

গজা। (শেষ করিতে না দিয়া) আমি কে তা আমি জানি না! আপনারা কে তাও দেখতে পাচ্চি না। আমি চোখে দেখতে পাচ্চি না, কানে শুনতে পাচ্চি না! মাষ্টারমামণি, আপনাকেই শুধু একটু একটু দেখতে পাচ্চি--

অলকা। তুমি এখানে এলে কী করে?

গজা। আপনার স্কুলে গিয়েছিলুম! তারা এইখানে পাঠিয়ে দিলে —গণেশ মার্কা ইস্কুলে! জয় বাবা গণেশ! (গণেশ খোঁজে) জয় বাবা! (দেখিতে পাইয়া) সিদ্ধি দাও বাবা! (প্রণাম করে)

ভীম। লোকটা পাগল না কি?

গজা। হলেই ভাল ছিল গো, পালোয়ানবাবু! (মিটিমিটি দেখিয়া) আপনি ত' সেই পালোয়ানবাবু?

ভীম। তবে যে বল্লে কিছু দেখতে পাচ্ছো না! কাউকে চিনতে পারছো না—

সনাতন। এখনও তাহলে চৈতন্য আছে! চোখে মুখে জল দাও। চোখে মুখে জল দাও।

গজা। আমার নয় গো, কষ্ঠিবাবু।...আমার নয়! বাবুর মুখেচোখে জল দিতে হবে! আপনি শীগ্‌গির চলুন, মাষ্টারমামণি।

অলকা। তোমার বাবুর কী হয়েছে?

গজা। বাবু আমার কেমন হাঁকুপাঁকু করছে! এতক্ষণে বোধহয়--

অলকা। (অত্যন্ত ব্যস্ত) তোমার বাবুর অসুখ, গজানন!

গজা। (কাঁদিয়া) এখন তখন অবস্থা গো, মাষ্টারমামণি। গিয়ে দেখতে পাই কী না পাই। দোহাই আপনার। আর দেরী করবেন না। আপনারা একটু বলুন না ওঁকে। (যদুর কাছে গিয়া) আপনি ত' সেই হাঁচিবাবু! (যদু হাঁচিল। গজানন লাফাইয়া সরিয়া যায়) এই মরেছে। আবার হাঁচি!

যদু। (অলকাকে) আপনি যান গজাননের সঙ্গে...দেখুন কুবের মল্লিকের কী হোলো—

ভীম। টেঁসে গেলে ত' আমাদেরই লোকসান।

সনাতন। একশ'তেই খতম হয়ে যাবে। অলকাদেবী। আপনি যান। আমরাও একটু পরে যাচ্ছি।

অলকা। সেই ভাল। গজানন, একটা ট্যাক্সী। (তাড়াতাড়ি ওঠে)

গজা। চলুন, রাস্তায় ধরে নেব। তাড়াতাড়ি চলুন।

(গজানন ও অলকা দরজার কাছে গিয়াছে এমন সময়)

যদু। হ্যাচ্ছো। (হাঁচিল)

গজা। আবার হাঁচি।· এখন গিয়ে বাবুকে দেখতে পেলে বাঁচি।

(অলকা ও গজানন দ্রুত বাহির হইয়া যায়। যদু, সনাতন ও ভীম পরস্পরের দিকে চায়)

চতুর্থ দৃশ্য

কুবেরের শোয়ার ঘর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

[কুবের ও অনন্ত। কুবের অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়—যেন delirium-গ্রস্ত। পাশে অনন্ত]

কুবের। (শুইয়া শুইয়া) অলকা! অলকা! আমি ঘর চাই··· স্ত্রী চাই···বাঁচতে চাই। (হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া) না ভাই অন্ত! আমি পারবো না।

অনন্ত। (দৃঢ়স্বরে) পারতেই হবে।

কুবের। না ভাই থাক। যদি এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে ফেলি!

অনন্ত। তাহলে পাখিপড়া করে ক'দিন ধরে তোমায় কী শেখালুম?

কুবের। (ভয়ে ভয়ে) আজকের দিনটা থাকলে হোতো না! আর দু'একদিন রিহার্সাল দিয়ে নি।

অনন্ত। হুঁ! আর তার মধ্যে জয়ন্তী-অজয় ফিরে আসুক!

কুবের। তাও ত' বটে।···তাহলে আর একবার বলে দাও আমায় কী করতে হবে—

অনন্ত। (বিরক্ত) যা বলার সব বলে দিয়েছি, এখন আর বলার সময় নেই। গজানন চলে গেছে অলকানন্দাকে ডেকে আনতে তোমার খুব অসুখ বলে—

কুবের। এ্যাঁ! চলে গেছে!

অনন্ত। এখনই এলো বলে—! তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়!···শীগ্গির!

(বাহিরে ট্যাক্সী আসার শব্দ শোনা যায়)

এই রে! এসে পড়েছে! কুবের শীগ্গির শুয়ে পড়!

(কুবেরকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিয়া অনন্ত বাতাস করিতে থাকে)

গজা। (বাহির হইতে) আমি এসেছি, বাবু।

অনন্ত। কে? গজানন এলে?

(প্রবেশ করে গজানন। পিছনে অলকানন্দা)

গজা। আজ্ঞে হ্যাঁ। মাষ্টারমামণিকেও ধরে এনেছি।

অনন্ত। আপনি এসেছেন অলকানন্দা দেবী। বাঁচালেন।

অলকা। (উদ্বিগ্ন) কী হয়েছে, অনন্তবাবু?

অনন্ত। আর কী হয়েছে। (কুবেরকে দেখাইয়া) এই দেখুন। বন্ধুর আমার কী অবস্থা।

অলকা। (কাছে গিয়া) কী হয়েছে কুবের বাবুর?

(অনন্তর হাত হইতে পাখা লইয়া বাতাস করিতে যায়)

অনন্ত। না না আপনি নয়। (গজাননকে) তুই দাঁড়িয়ে কী দেখছিস? একটু বাতাস করতে পারিস না?

গজা। (কাঁদ কাঁদ) বকবেন না মামাবাবু, বকবেন না। (পাখা লইয়া জোরে জোরে বাতাস করে) আমাতে কী আর আমি আছি গো, বাবু? আমার দেবতার মত মনিব গো, মাষ্টারমামণি। আপনি পাখাটা একটু ধরুন ত' (অলকাকে পাখা দেয়) আমি জল নিয়ে আসি। (উঠিয়া জল আনিতে আনিতে) কখন থেকে এক কোঁটা জল অবধি বাবু খায় নি গো।

(বলিতে বলিতে অলকাকে গ্লাস দিয়া পাখা নেয়)

অনন্ত। গজা। তুই একটু থাম দিকিন।

গজা। কী করে আমি থামি গো মামাবাবু? আমার এইখানটা যে (বুক দেখাইয়া) চিড়িক চিড়িক মেরে উঠছে। চিড়িক চিড়িক।

অলকা। তুমি সর ত' গজানন। দেখি এই জলটুকু খাওয়াতে পারি কি না—

গজা। (সরিয়া গিয়া আরও জোরে জোরে পাখা করিতে করিতে)

বাবু গো! চেয়ে দেখুন! মাষ্টারমামণি আপনাকে জল দিচ্চে! (অলকাকে) দিন! দিন! আপনি দিলে বাবু হাঁ করতে পারে—

অলকা। কুবেরবাবু! এই জলটুকু খেয়ে নিন ত'…

(কুবের এতক্ষণ ছটফট করিতেছিল। হঠাৎ স্থির হইয়া গেল) কুবেরবাবু! জল!…জল খাবেন?

অনন্ত। (মিষ্টিস্বরে) কুবের! কুবের! চেয়ে দেখ কে এসেছে! দেখ কে তোমায় নিজে হাতে জল দিচ্চে!…দেখো! (কোনো সাড়া নেই) দেখুন ত' কী মুস্কিল! জয়ন্তী এখানে নেই। আপনিও ক'দিন আসেন নি! তারই মধ্যে এই কাণ্ড! তাও যদি গজা একটু আগে আমায় খবর দেয়—

গজা। আমি কী বুঝতে পেরেছি গো, মামাবাবু? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাবু আপন মনে বিড়বিড় করে কী বলচে দেখে আমাদের ঠিকে ঝি লক্ষ্মীর মা'কে ডেকে চুপি চুপি দেখালুম! সে দেখে বল্লে, বাবুর কাঁধে অপদেবতা ভর করেছে! অন্ত বাবুকে বলিস একটা মাদুলি দিতে! তাই আমি আপনার পথ চেয়ে ছিলুম! বাবুকে একলা ফেলে যাই কী করে? আমি কী জানি যে দেখতে দেখতে এমন বেড়ে যাবে! বাপরে বাপ! অপদেবতাটার কী ভয়ানক জোর গো, মাষ্টার মামণি।

(বলিতে বলিতে গজানন ভিতরে যায়)

অলকা। (জলের গ্লাস রাখিয়া) অসুখটা কী, অনন্তবাবু?

অনন্ত। হার্ট!…হার্টে আক্রমণ!

অলকা। করোনারী?

অনন্ত। না।

অলকা। তবে?

অনন্ত। বরনারী!—

অলকা। কী বল্লেন?

অনন্ত। বরনারী—

অলকা। থ্রম্বোসিস?

অনন্ত। না। ক্র্যাম্পোসিস্—

অলকা। বরনারী ক্র্যাম্পোসিস। (অনন্ত সজোরে ঘাড নাড়ে) এ রোগের নাম ত' আগে শুনি নি—

অনন্ত। কী করে শুনবেন? এ বোগ নতুন বেবিয়েছে!

অলকা। তাই বুঝি?

অনন্ত। আব চারধারে খুব হচ্ছে।

অলকা। এর injection বেরোয় নি?

অনন্ত। না, এখনও বেরোয় নি।

অলকা। তবে ত' বড় ভাবনার কথা!

অনন্ত। ভাবনাব কথা ত' বটেই! সেই জন্যেই ত' তাড়াতাড়ি আপনাকে ডেকে এনেছি। আপনি আব একবার চেষ্টা করুন ত' জলটা খাওয়াবাব।

অলকা। (গ্লাস লইয়া) কুবেববাবু।…একবার হাঁ করুন ত'… জলটুকু খাইয়ে দি।

(কোনো সাড়া নেই)

অনন্ত। এবারও সাড়া পেলেন না? তাই ত'!

অলকা। অসুখটা তোলো কী কবে, অনন্তবাবু?

অনন্ত। অলকানন্দা দেবী, এ রোগেব কারণ আপনি—

অলকা। (বিস্মিত) আমি।

(কুবের মাঝে মাঝে 'অলকা' 'অলকা' করিতে করিতে এপাশ ওপাশ করে)

কুবের। (আচ্ছন্ন অবস্থায়) অলকা!

অনন্ত। ঐ শুনুন! আপনার জন্যেই কুবেরের এই অসুখ!

অলকা। কী বলছেন অনন্তবাবু! আমি ওঁকে এত ভাল··· (চোখে রুমাল দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদে)

অনন্ত। সেই জন্যেই ত' heart attack! বরনারী ক্যাম্পোসিস্!

অলকা। তাতে কী হয়?

কুবের। (আচ্ছন্ন অবস্থায়) অলকা! অলকা!

অনন্ত। ঐ শুনুন আবার! বুঝতে পারছেন কী হয়?

অলকা। না।

অনন্ত। একটা obsession হয়—

অলকা। সেটা কী?

কুবের। (আচ্ছন্ন অবস্থায়) অলকা!

অনন্ত। আপনার ঐ নামটাই যত নষ্টের গোড়া!

অলকা। আমার নামে কী হোলো, অনন্তবাবু?

অনন্ত। তাতেই ত' হোলো দেখছি!

কুবের। অলকা! অলকা!

অনন্ত। ঐ দেখুন থেকে থেকে কিরকম বিকারের রুগীর মত 'অলকা' 'অলকা' করে উঠছে! (অলকা ঘাড় নাড়ে)

অলকা। কেন বলুন ত?

অনন্ত। আপনি 'অলকানন্দার 'নন্দা' বাদ দিয়ে শুধু 'অলকা' হয়েই ত' ওর সঙ্গে ভাব-সাব করেছেন?

অলকা। (ভয়ে ভয়ে) হ্যাঁ।

অনন্ত। আর সেই সময়ে ওকে কী সব বলেছেন—

অলকা। কী বলেছি?

অনন্ত। সব কথা কী আমি জানি? মোদ্দা কথাটা এই যে কুবেরের মাথায় একটা fixed idea রয়েছে দেখতে পাচ্চি যে আপনি শরৎ চাটুজ্যের 'ষোড়শী'র অলকা, আর ও জীবানন্দ!

অলকা। এরা কারা অনন্তবাবু ?

অনন্ত। সে পবে বলবো। এখন রুগীব ত' একটা ব্যবস্থা করতে হয়—

অলকা। বলুন, আমি কী কবতে পাবি ?

অনন্ত। একটু অপেক্ষা করুন। ...মা'কে একবাব জিজ্ঞেস করি—

অলকা। (বুঝিতে পাবে না) মা।

অনন্ত। (ধ্যানে বসাব উপক্রম কবিতে কবিতে) মা! আমাব তাবা মা! তারা! তাবা! (ধ্যানস্থ হয়)

(সেই সময় প্রবেশ কবে গজানন—তাহাব কাঁধে একটি নতুন গামছা, অনন্তকে ধ্যানস্থ দেখিযা সেও চোখ বুজিয়া হাত জোড কবিয়া দাঁড়াইয়া যায়। একটু পবে অনন্ত অলকাব দিকে স্থিব দৃষ্টি বাখিয়া গম্ভীবকণ্ঠে) অলকাদেবী!

অলকা। (অনন্তব ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া) প্রভু!

অনন্ত। আপনি চান যে কুবেব সুস্থ হয়ে উঠুক ?

অলকা। নিশ্চয়ই চাই--

অনন্ত। তাহলে যা বলবো তাই কবে যাবেন—

অলকা। উনি তাহলে ভাল হয়ে উঠবেন ত ?

অনন্ত। মা'ব ইচ্ছা! তারা তাবা! (বলিতে বলিতে উঠিয়া কুবেবেব মাথায় হাত দিয়া মন্ত্র পড়ে। (ওঁ হ্রীং ক্রীং ইত্যাদি)।

(হঠাৎ গজানন চীৎকার কবিয়া ওঠে)

গজা। (লাফাইয়া উঠিয়া) টিকটিকি!

(সঙ্গে সঙ্গে কুবেব অলকাব হাত চাপিয়া ধবে ও চেঁচায়)

কুবেব। (চীৎকার কবিয়া) অলকা!...টিকটিকি!...আমায় বাঁচাও—

(অলকা বিব্রত)

অনন্ত। কুবের জল খাবে?

(কুবের চোখ খুলিয়াছে। শূন্য দৃষ্টিতে অলকার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। অলকার হাত কুবেরের হাতে)

অলকা। কুবের বাবু! জল দেব? জল?

কুবের। জল! তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটী সুকোমল চরণ ঘিরে—

অলকা। (বিস্মিত ও ভীত) উনি কী বলছেন, অনন্তবাবু?

অনন্ত। কুবের কবিতা বলছে! গজানন, জল!

গজা। বাবুর মাথায় ঢালতে হবে?

(তাড়াতাড়ি জল আনে)

অনন্ত। (জোরে) না। আমি পান করবো। তোর বাবু কবিতা আওড়াচ্ছে!

(গজাননের হাত হইতে গ্লাস লইয়া তাড়াতাড়ি পান করিতে গিয়া খানিকটা জল ফেলিয়া দেয়। গজানন গামছা দিয়া জল মুছাইয়া দিয়া সেটি নিজের কাঁধে রাখে)

অলকা। কুবেরবাবু! হাতটা ছাড়ুন!

(কুবের অলকার হাত ধরিয়াই থাকে। কথা নাই। শূন্য দৃষ্টি)

(বিব্রতভাবে) অনন্তবাবু! বরনারীর attack-এ কী মাথার গোলমাল হয়?

অনন্ত। Attack টা জোর হলে হয়—

অলকা। তখন বুঝি খুব জোরে হাত চেপে ধরে! (অনন্ত ঘাড় নাড়ে) উঃ! লাগছে। কুবেরবাবু, হাতটা ছেড়ে দিন—

কুবের। (হাত না ছাড়িয়াই) অলকা! অলকা!

গজা। (কাঁদ কাঁদ) মাষ্টারমামণি, বাবু অমন 'লকা' 'লকা' করছে কেন?

অলকা। অনন্তবাবু! ইনি এসব কী বলছেন?

অনন্ত। যা বলছে বলতে দিন! গ্যাসটা বেরিয়ে যাক!

কুবের। অলকা!

অলকা। (ঝুঁকিয়া) কী বলছেন?

কুবের। অলকা! আমি বাঁচতে চাই! আমি স্ত্রী চাই! সংসার চাই!

অলকা। (অনন্তকে) হাতটা কী আমি টেনে ছাড়িয়ে নেব?

অনন্ত। (জোরে মাথা নাড়িয়া) খবরদার ও কাজ করবেন না! যেই আপনি জোর করে হাত টানবেন সঙ্গে সঙ্গে ওর এমন 'ক্র্যাম্প' ধরবে যে তার 'শকে' ও পাগল হয়ে যাবে—

অলকা। (ভীত) পাগল হয়ে যাবে!

অনন্ত। আর না হয় একেবারে শেষ!

অলকা। শেষ!

অনন্ত। আর তার পরই 'কেস'!

অলকা। 'কেস' কী?

অনন্ত। পুলিশ কেস—! আপনি ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী!

অলকা। এঁ্যা?

অনন্ত। হ্যাঁ।

অলকা। তাহলে আপনিই বলুন অনন্তবাবু, আমি এখন কী করবো—

অনন্ত। আপনাকে জীবানন্দের অলকা হতেই হবে।

অলকা। কী করে?

অনন্ত। কুবের যেই 'অলকা' বলে ডাকবে—

কুবের। অলকা!

অলকা। (অনন্তকে চাপা গলায়) ঐ ত' ডাকছে!

অনন্ত। (চাপা গলায়) আপনি এবার দু'হাত দিয়ে ওর হাত দুটো ধরে ওর কানে কানে মিষ্টি করে বলুন—"এই ত' আমি—"

কুবের। অলকা!

অলকা। (অনন্তর কথা মত) এইত' আমি!

(অনন্ত এই ফাঁকে চট করিয়া গজাননের কাঁধ হইতে নূতন গামছাখানা টানিয়া লইয়া কুবের-অলকার হাতের উপর চাপা দিয়া দেয়)

অলকা। (বিস্মিত) এ কী!

অনন্ত। ঠিক আছে! হাত সরাবেন না। এইবার বলুন—

অলকা। (বিস্মিত) কী বলবো?

অনন্ত। আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন—

যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম—

(অলকা বলে)

(কুবেরকে) কুবের! বাবা বল ত'!...আমার সঙ্গে সঙ্গে বল—

যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব!

(কুবের বলে)

(এই মন্ত্র বলার মধ্যেই প্রবেশ করে জয়ন্তী। পিছনে অজয়)

জয়ন্তী। (বিস্মিত) এ কী! মামা, তোমাদের হাতের ওপর গামছা চাপা কেন?

(কুবের হাত টানিয়া লয়)

অনন্ত। (গম্ভীর) বিয়ের সময় দিতে হয়!

জয়ন্তী। বিয়ে।

অনন্ত। হ্যাঁ।

জয়ন্তী। কার বিয়ে?

(অলকা লজ্জায় মাথা নীচু করে। কুবের উল্টাদিকে চায়)

অনন্ত। (কৃত্রিম রাগ) ঐ গজাননের!

গজা। (অভিমান) বকছেন কেন মামাবাবু! আমার পার্ট ত' আমি ঠিক ঠিক বলেছি—যা যা বলে দিয়েছিলেন—

অনন্ত। একটু বেশী বেশী বলেছ।

গজা। (ভিতরে যাইতে যাইতে) বকুনি খাওয়ার বরাত।

(গজানন চলিয়া যায়)

অনন্ত। (জয়ন্তী-অজয়কে—অলকাকে দেখাইয়া) দাঁড়িয়ে দেখছ কী? যাও—মামীকে প্রণাম কর।

জয়ন্তী। মামী। (কুবেরকে) মামা! (অলকাকে দেখাইয়া) মামী?

(কুবের ঘাড় নাড়ে)

অজয়। মামী-মা।

(ওরা প্রণাম করিতে যাইতেছে এমন সময় প্রবেশ করে যদু, সনাতন, ভীম। ভীম আজ দাড়ি কামাইয়াছে)

ভীম। (মামী-মা শুনিয়া) এঁ্যা। তা'হলে হয়ে গেল।

(অলকা মাথা নীচু করে)

(যদুর দিকে চাহিয়া) হাঁচির infection থেকে এতদিন বৃথাই বাঁচালুম।

(একটি ট্যাবলেট খায়)

সনাতন। আর বৃথাই আসার সময় সেলুনে দাড়িটা কামিয়ে এলে, দাদা!

(দাড়িতে হাত দিয়া)

যদু। 'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়'—(হাঁচে) হ্যাচ্ছো!

(প্রবেশ করে গজানন। হাতে দুধের বাটী। হাঁচির শব্দে খানিকটা দুধ পড়িয়া যায়)

গজা। বাবু! দুধ!

অনন্ত। (গজাননের হাত হইতে লইয়া) গজানন ওটা এবার! (অলকাকে দেয়)

(অলকা সলজ্জভাবে কুবেরের মুখে দুধের বাটি ধরে। কুবের সহাস্যে অলকার দিকে চায়। ঠিক সেই সময়টিতে জয়ন্তী অলকার মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দেয়)

গজা। বিয়ে হয়ে গেল?

অনন্ত। আজ রিহার্সাল হোলো। এর পর একদিন শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে হবে।

(সকলে হাসিতে থাকে)

॥ যবনিকা ॥